শিক্ষক সহায়িকা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রণীত

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য

শিক্ষক সহায়িকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত (প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ: ২০২৪

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য শিখন-সামগ্রী উন্নয়নে ও অভিযোজনে

উন্নয়নে

প্রফেসর কুররাতুল আয়েন সফদার

মোঃ গোলাম মোস্তফা

মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির

ড. মোহাম্মদ নূরুল বাশার

রেজাউল করিম বয়াতী

মোহাম্মদ মফিজুর রহমান

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ

গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন

মোঃ মাজাহারুল ইসলাম খান

মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল

মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার

মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল

ডা. মোঃ গোলাম মোস্তাফা

সৈয়দা সাজিয়া জামান

মোঃ তারিকুল ইসলাম চৌধুরী

নাহিদ পারভীন

ড. শিল্পী রানী সাহা

ইসরাত জাহান

রাজিয়া সুলতানা

নন্দিনী ঘোষ

গ্রাফিক্স

হোসনে আরা বেগম

মো: রাজীব হোসেন

মো: লুৎফুল হায়দার-আল্-মাসুম

সাইদ আহমেদ কানন

মৃনাল কৃষ্ণ দাস

সুমন কুমার বড়াল

সারাহ্ সাইয়ারা

কুতুবুল ইসলাম অভি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+ বয়সি) অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়নে যে সব প্রতিষ্ঠানের শিখন-শেখানো সামগ্রীর সহায়তা নেওয়া হয়েছে: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ ২০১০, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক সহায়িকা ২০১৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং শিক্ষক সহায়িকা শিশু বিকাশ কার্যক্রম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ব্র্যাক আইইডি-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিসেফ, রুম টু রিড বাংলাদেশ এবং সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের সংযোগ ও গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে সারাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মাধ্যমে এবং ২০১৪ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নিয়মিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) সম্প্রসারিত করার নির্দেশনা আছে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত সারসংক্ষেপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি ক্লাস্টারে নির্বাচিত একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের ভিত্তিতে ২০২১ সালে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়ন করে।

অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মূল উপাদান শিক্ষক সহায়িকা। ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বিদ্যমান শিক্ষক সহায়িকা ও ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রচলিত অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের শিক্ষক সহায়িকা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রণীত শিক্ষক সহায়িকার আলোকে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের শিক্ষক সহায়িকাটি অভিযোজন করা হয়। এই প্যাকেজটি ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৩২১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুমোদিত হয়। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে এবং অন্তবর্তিকালীন প্যাকেজকে ভিত্তি করে এই শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়।

শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early learning development standards), জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুসরণ করে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য ৯টি শিখনক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দময় পরিবেশে নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণির শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য 'শিক্ষক সহায়িকাটি' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সহায়িকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২-এ বর্ণিত ৯টি শিখনক্ষেত্রের আওতায় বিভিন্ন যোগ্যতা অর্জনের অনুকূল সহজ কার্যক্রম এবং সংগতিপূর্ণ চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিষয়বস্তু, চিত্র, শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময়তার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত যোগ্যতা বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য শিখন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকার মাধ্যমে শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে শিক্ষকের কার্যকর যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে যাতে খেলার মাধ্যমে শিশুর আনন্দময় শিখন নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষককে এই সহায়িকাটি অনুসরণ করে শিশুদের শারীরিক, ভাষাবৃত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করবেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও পরামর্শে এই শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ব্র্যাক আইইডি-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিসেফ, রুম টু রিড বাংলাদেশ এবং সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশকে তাদের সার্বিক সহায়তার জন্য।

শিক্ষক সহায়িকাটিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত রাখার সর্বোচ্চ প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। পরিশেষে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কোমলমতি শিশুদের জন্য এ শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে তা অর্জিত হলে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

পটভূমি ১০
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১১
মূলনীতি ১১
শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্র ১৩
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ১৪
প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ও ব্যবহার নির্দেশনা ১৬
প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষার রুটিন ও বার্ষিক পরিকল্পনা ১৬
বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ১৮
প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য ১৮
শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলি ১৯

পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ ২৭

পরিচিতি ২৮
নিজের পরিচিতি ২৮
বিদ্যালয়ের পরিচিতি ২৯
সহপাঠি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি ৩০
দৈনিক সমাবেশ ৩১
কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব ৩১
জাতীয় সংগীত ৩২
ভাব বিনিময় ৩৩
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৩৪

শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ৩৫

ব্যায়াম ৩৬
শিক্ষকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা ৩৭
খেলা ৪৯
ইচ্ছেমতো খেলা ৫০
ইচ্ছেমতো খেলার উপকরণ ৫৩
নির্দেশনার খেলা ৫৬
ভিতরের খেলা ৫৬
বাহিরের খেলা ৭২

সামাজিক ও আবেগিক ৮৫

সুভেচ্ছা বিনিময় করি ৮৬
আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ৮৭
মিলেমিশে থাকা ৮৭
সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছন্দের প্রকাশ ৮৮

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ৮৯

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ৯০

ভাষা ও যোগাযোগ ৯৩

শোনা ও বলা ৯৪
প্রাক-পঠন ১২২
প্রাক-লিখন ১২৫

গণিত ও যুক্তি ১২৭

প্রাক গাণিতিক ধারণা ১২৮

সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা ১৩৯

ছড়া, গান ও গল্প ১৪০
চারুকলা ১৪০
কারুকলা ১৪৬
সৌন্দর্যবোধ ১৫১

পরিবেশ ও জলবায়ু ১৫৩

প্রিয় জিনিসের কথা বলি ১৫৪
আমাদের চারপাশের পরিবেশকে চিনি ১৫৫
প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটান জানি ১৫৬
চারপাশের প্রাণী ও উদ্ভিদকে চিনি ১৫৬
দিন ও রাত সম্পর্কে জানি ১৫৭
আবহাওয়ার পরিবর্তন ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্পর্কে জানি ১৫৭
বিভিন্ন ঋতুতে দৈনন্দিন জবীন যাপনের পরিবর্তন সম্পকে জানি ১৫৮
বাড়ি ও বিদ্যালয়ের জিনিসপত্রের যত্ন নিই ১৫৯
গাছপালা ও পশুপাখি ভালোবাসি ১৬০

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৬১

বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করি ও কারণ জানি ১৬২
জড় ও জীবকে জানি ১৬৩
জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি ১৬৩
প্রযুক্তি নিরাপদ ব্যবহার করি ১৬৪

শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ১৬৫

শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ১৬৬
শিক্ষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ও নির্দেশনা ১৬৬
আমার শরীর
দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি ১৬৭
দাঁত মাজা ১৬৯
হাত-মুখ ধোয়া ১৭০
চুল আঁচড়ানো ১৭১
হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা ১৭৩
নিরাপদ পানি ১৭৫
বিশ্রাম ও বিনোদন ১৭৬
অসুস্থতা ১৭৮
আমার খাবার দাবার ১৭৯
আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ ১৮২
শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ১৮৪

সমাপনী পর্ব ১৯২

সমাপনী পর্ব ১৯২
অভিভাবক সভা ১৯২
শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই ১৯৭
শিশুর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ছক ১৯৯

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ২০১

শ্রেণিকক্ষের নমুনা চিত্র ২০৪

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

১. পটভূমি

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩. মূলনীতি

৪. শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্র

৫. অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬. প্রাক-প্রাথমিক (৪$^+$ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা-এর শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ও ব্যবহার নির্দেশনা

৭. প্রাক-প্রাথমিক (৪$^+$ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার রুটিন ও বার্ষিক পরিকল্পনা

৮. বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা

৯. প্রাক-প্রাথমিক (৪$^+$ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

১০. শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশনাবলি

ভূমিকা

১। পটভূমি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাবৃত্তিক এবং সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্বে ২০০৮ সালে সারাদেশে ৩-৫ বছর বয়সি সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় মানের ওপর ভিত্তি করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরভাবে ও সুসংগঠিতরূপে বাস্তবায়নের জন্য "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো" প্রণয়ন করা হয়। অনুমোদিত কাঠামোর আলোকে ২০১০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মাধ্যমে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ১ বছর হতে ২ বছরে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২৯ জুন ২০২০ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সারাদেশ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখার পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়ন করে ২০২১ সালে নির্বাচিত ৩২১৪টি বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৪+ বয়সি শিশুদের অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ তৈরির জন্য ২০২০ সালের আগস্ট মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়ন করে যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষাক্রম অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজটি পুনর্বিন্যাস করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৩২১৪টি বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে ৩২১৪টি বিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষক সহায়িকার পরবর্তী সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দলিলাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে-

- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ (Comprehensive Early Childhood Care and Development Policy 2013)
- প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ২০২০ (Early Learning and Development Standards)
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক ৪-৫ বছর বয়সি শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রমের জন্য প্রণীত প্যাকেজ
- ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রণীত অন্তরবর্তীকালীন প্যাকেজ
- ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বিদ্যমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী
- বিভিন্ন দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পর্যালোচনা
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ববর্তী দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ভিত্তি তৈরি করে প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগত মান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে ৪+ ও ৫+ বছর বয়সি শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত রচনা করা।

উদ্দেশ্য

- শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিকাশে সহায়তা করা।
- বিদ্যালয়ে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।

৩। মূলনীতি

শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শিখন পরিবার, বিদ্যালয়, চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সমাজ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এবং শিশুর বিকাশ ও শিখনের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে সমন্বিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুর দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিছু ধারণা, নীতি ও বিশ্বাস অনুসরণ করতে হয়। যার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি তার পরবর্তী জীবনের শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত রচনা করা সম্ভব হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ধারণা, নীতি এবং বিশ্বাসসমূহকে মৌলিক নীতিমালা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ৮টি মূলনীতি বিবেচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন ও পরিমার্জিত শিখন শেখানো প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **শিশু কেন্দ্রিকতা** (Child centeredness)
- **শিশুর শিখন সক্রিয়তা** (Children as active learner)
- **খেলাভিত্তিক শিখন** (Play based learning)
- **পারিবারিক সম্পৃক্ততা** (Family involvement)
- **সমাজ সম্পৃক্ততা** (Socialization)
- **অন্তর্ভুক্তিকরণ** (Inclusiveness)
- **সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** (Culture and Heritage)
- **সম্পর্ক** (Relationship)
- **পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পৃক্ততা** (Immediate environment involvement)

শিশু কেন্দ্রিকতা (Child centeredness)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম নীতি হলো শিশুকে বোঝা, তার সক্ষমতায় আস্থা রাখা এবং তার স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শিখন প্রধানত পরিবার, বিদ্যালয় এবং সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ এই তিনটি ক্ষেত্রেই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে শিশুর সুপ্ত ও অফুরন্ত সম্ভাবনা বিকাশে এবং সমৃদ্ধ জীবনযাপনের দিকে তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ফলে শেখার মানসিকতা ও শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশু জীবনব্যাপী শিখনের জন্য প্রস্তুত হয়।

শিশুর শিখন সক্রিয়তা (Children as active learner)

শিশু স্বভাবগতভাবেই সক্রিয় শিক্ষার্থী এবং সহজাতভাবেই জন্মের পর থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিখে। জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু বেড়ে ওঠে। বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় শিশুর সক্রিয় ও সহজাত অংশগ্রহণই তার শিখনের মূল ভিত্তি। এমতাবস্থায় চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানার দুর্নিবার আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য শিশুকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের বিকাশ ও শিখন-প্রক্রিয়া বাড়ি, বিদ্যালয় ও চারপাশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয়। তাই সব পর্যায়ে সক্রিয় শিখনের সুযোগ সৃষ্টি শিশুর বিকাশ ও শিখনের মূলমন্ত্র।

খেলাভিত্তিক শিখন (Play based learning)

খেলা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। প্রতিটি শিশুই খেলতে পছন্দ করে। বস্তুত, খেলার মাধ্যমে শিশু শেখার নানা উপায় ও কৌশল ব্যবহার করে (দেখে, শুনে, প্রশ্ন করে, চিন্তা করে, অনুসন্ধান করে) আনন্দের সাথে সহজে শিখতে পারে। শিশুরা যেমন একাকী ও ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করে, তেমনই অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোটো বা বড়ো দলে খেলতে ভালোবাসে। খেলায় শিশুরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আনন্দ লাভের পাশপাশি নিজের ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে, আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারে, একে অন্যের সাথে মিলেমিশে কোন কাজ পারে, বন্ধুত্ব করতে পারে, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে পারে। বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জন ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ, বিনোদন এবং সার্বিক বিকাশের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শেখার একটি অন্যতম উপায় হলো খেলা। বলা চলে যে খেলা শিশুর উদ্দীপনা ও শিখনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি) স্তরের শিশুদের বয়স বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যক্রম ও শিখন শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে খেলাকে একটি মূলনীতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পারিবারিক সম্পৃক্ততা (Family involvement)

পারিবারিক পরিবেশ যথাযথভাবে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ মা-বাবা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর যত্ন সম্পর্কে মা-বাবার জ্ঞান, প্রত্যাশা ও সন্তান লালন-পালনের ধরন শিশুর পরবর্তী জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যালয়ে শিশুর শেখার প্রক্রিয়া এবং সমাজে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রবণতা তার বেড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে মা-বাবা হলেন একাধারে শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সুতরাং শিশুর বিকাশে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষায় শিশুর সাফল্যের জন্য পরিবারের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি।

সমাজ সম্পৃক্ততা (Socialization)

বিদ্যালয় পরিবার ও সমাজের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, শিশুর প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে কিছু বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। বিষয়সমূহ হলো:

- শিশুর জন্য আনন্দময় ও নিরাপদ বিদ্যালয়ের পরিবেশ তৈরি করা।
- শিশুর পারিবারিক প্রেক্ষাপট বোঝা এবং মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা।
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বোঝা এবং যথাযথভাবে সামাজিক শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানো।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবণতা বোঝা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusiveness)

অন্তর্ভুক্তি মানে ভিন্নতাকে সম্মান করে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সমান সুযোগ ও সফলতার কথা চিন্তা করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও উপকরণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সব ধরনের শিশু এবং তাদের পরিবারের চাহিদা ও সুযোগের কথা মনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা বিবেচনা করে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পরিবেশ যথেষ্ট নমনীয় ও শিখন-শেখানো কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিদ্যালয় ও পরিবার পর্যায়ে বাস্তবায়নের সকল ধাপে অন্তর্ভুক্তিকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য (Culture and Heritage)

আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে স্বকীয়তা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা জরুরি। পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের সকল ক্ষেত্রে বড়োদের সহায়তায় বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নির্ভর শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নির্ভর শিখনকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সম্পর্ক (Relationship)

পরিবারের সদস্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহপাঠী এবং নিকট পরিবেশের পরিজনদের সাথে শিশুর সুসম্পর্ক শিশুর বিকাশ ও শিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক পরিবেশে পরিজনদের সাথে শিশুর যত সুসম্পর্ক গড়ে উঠে শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ তত বেশি হবে। তাই সামাজিক ও মানবিক গুনাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে শিশুদের গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পর্ক তৈরির বিষয়টিকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পৃক্ততা (Immediate environment involvement)

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর বিকাশ ও শিখনকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি সার্বিক সামাজিক পরিবেশ প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা নীতি-নির্দেশনাকেও প্রভাবিত করে। আবার প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা সম্পর্কে মা-বাবার প্রত্যাশাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভাবিত করে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিকট পরিবেশে শিশুর শেখার পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। একই ভাবে নিকট পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশও শিশুর শিখন ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। তাই শিশুর শিখন-শেখানো ও বিকাশের জন্য পরিবেশ বান্ধব পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। এই পরিবেশ বান্ধব পারিপার্শ্বিক অবস্থা তৈরিতে ছোটো বেলা থেকে শিশুদের পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়ার ধারণা লালন করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষাক্রমে পরিবেশ বান্ধব বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এর উন্নয়ন বাস্তবায়নের সকল ধাপের মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪। শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্র

মানব জীবন পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন হয় শারীরিকভাবে অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমান্বয়ে আকার-আকৃতির পরিবর্তন ও বৃদ্ধি এবং মানসিকভাবে অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার এবং ভাষা, চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি, মেধা, বোধশক্তি, অনুভূতি ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিক সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থা থেকে শুরু হয়ে জন্মের পর ধাপে ধাপে জীবনের এই পরিবর্তন চলতে থাকে। তবে প্রারম্ভিক শিশুকাল অর্থাৎ ভ্রূণাবস্থা থেকে প্রথম পাঁচ বছর এই পরিবর্তনের সূচনাকাল। উল্লেখ্য যে, শরীরের যে অঙ্গ আমাদের মানসিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে সেই অঙ্গের বিকাশ অর্থাৎ মস্তিষ্কের ৮০% বিকাশ এই সময়েই হয়ে থাকে। এই সময়ে চারপাশের পরিবেশ ও যত্নকারীর সাথে ক্রমাগত পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহারে ক্রমশ দক্ষ হয়ে বিকশিত হয়। তাই প্রারম্ভিক শিশুকালে ভালো সূচনা জীবনব্যাপি শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও শিখনের মজবুত ভিত্তি গড়ার মূল চাবিকাঠি। বয়স অনুযায়ী অব্যাহতভাবে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, আদর-যত্ন এবং প্রারম্ভিক শিখনের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমেই শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিশুর সার্বিক বিকাশকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ৪টি উড়সধরহ বা ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে যেগুলো একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষেত্রগুলো হলো শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী ৪টি বিকাশের ক্ষেত্র বিবেচনার পাশাপাশি বিদ্যমান ৫+ বছর বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে বিকাশের ক্ষেত্রকে ৯টি খবধৎহরহম অৎবধ বা শিখনক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজ বা শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন করে শিক্ষক সহায়িকাসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র

৫। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার প্যাকেজ প্রণয়নে বিকাশের ৪টি ক্ষেত্র ও ৯টি শিখন ক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন করে শিক্ষক সহায়িকাসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।
	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।
	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা।
	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
	২.৩ নিকট জনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।
৩. মুল্যবোধ ও নৈতিকতা	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বয়স উপযোগী কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।
	৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
	৩.৩ ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারা।
	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।
৪. ভাষা ও যোগাযোগ	৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
	৪.২ পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারা।
৫. গণিত ও যুক্তি	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে নিকট পরিবেশেরবাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা ও আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।
	৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।
	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।
	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে আগ্রহী হতে পারা।
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।
	৯.২ নিজের রাগ, দুঃখ, আপত্তি, অস্বস্তি ও ভুলের ক্ষেত্রে যথাযথ আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা।
	৯.৩ বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।

৬। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের) জন্য শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ও ব্যবহার নির্দেশনা

শিখন-শেখানো সামগ্রীর নাম	ব্যবহারকারী	মন্তব্য
শিক্ষক সহায়িকা	শিক্ষকের জন্য	শিক্ষক সহায়িকা হলো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার মূল শিখন-শেখানো সামগ্রী। শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সব তথ্য শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত করা আছে।
গল্পের বই- ১ সেট (১০টি গল্পের বইয়ের একটি সেট)	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	প্রাক-প্রাথমিক ৪+ বয়সি শিশুদের উপযোগী ১০টি গল্পের বই এর মধ্যে ৫টি ছবির গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৫টি গল্প শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া আছে। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক গল্প বলার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
এসো আঁকিবুকি করি অনুশীলন খাতা	শিশুদের জন্য	‘এসো আঁকিবুকি করি’ অনুশীলন খাতা শিশুদের আঁকিবুকি ও প্রাক-লিখন অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি করে “এসো আঁকিবুকি করি” অনুশীলন খাতা সরবরাহ করা হবে।
ফ্লিপচার্ট	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি ফ্লিপচার্ট সরবরাহ করা হবে। সেখান থেকে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ফ্লিপচার্টের নির্ধারিত পৃষ্ঠাগুলো ব্যবহার করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ এর শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করবেন।
ফ্লাস কার্ড- ২ সেট (৩৯টি ফ্লাস কার্ডের একটি **সেট)**	শিশুদের জন্য	৪+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ফ্লাস কার্ড (৩৯টি) প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লাস কার্ড ব্যবহার করবেন।
সংখ্যা চার্ট- ১টি	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার একটি সংখ্যার চার্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংখ্যা চার্ট ব্যবহার করবেন।
অন্যান্য উপকরণ ও সামগ্রী		
খেলার সামগ্রী ও উপকরণ	শিশুদের জন্য	প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৪টি করে ভুবন (কর্নার) থাকবে। ভুবন (কর্নার) ৪টি হলো- কল্পনার ভুবন (কর্নার), ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্নার, বই ও আঁকার ভুবন (কর্নার) এবং বালি ও পানির কর্নার। এই ৪টি ভুবনে (কর্নারে) যেসব খেলার সামগ্রী ও উপকরণ থাকবে তার তালিকা ৫৪ থেকে ৫৫ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা রয়েছে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ বিদ্যালয়কে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব খেলার সামগ্রী আছে সেগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ ইচ্ছেমতো খেলার কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন- ভূমিকাভিনয়, অভিনয়, সৃজনশীল কাজ ইত্যাদি।
অন্যান্য উপকরণ	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	কাগজ কাটার কাঁচি, পেন্সিল, রং পেন্সিল, শার্পনার, রাবার, চক, সাদা কাগজ ইত্যাদি। স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এগুলো ক্রয় করতে হবে।
হাজিরা খাতা ও শিশুর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ছক	শিক্ষকের জন্য	স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে একটি রেজিস্টার খাতা ক্রয় করে শিক্ষককে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ একটি হাজিরা খাতা তৈরি করে নিতে হবে। হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির রেকর্ড করার পাশাপাশি শিক্ষক সহায়িকার ১৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত “প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য বছরব্যাপী শিশুর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ছকটি” সব শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা আলাদা সংযুক্ত করতে হবে।

৭। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার সাপ্তহিক রুটিন ও বার্ষিক পরিকল্পনা

শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য প্রত্যাশিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার প্রতি লক্ষ রেখে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল কাজের মধ্যে রয়েছে শিশুদের শারীরিক ও চলন ক্ষমতার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ, ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সম্পর্কিত কাজ। এছাড়া শিশুরা যেন সামাজিকভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে সে ক্ষেত্রেও প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার বিষয় ও কাজ নির্ধারণে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমে প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কাজসমূহ সুসংগঠিতভাবে শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করার জন্য একটি রুটিন করা হয়েছে। নিচে বর্ণিত সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সঙ্গে নির্ধারিত কাজসমূহ করবেন। সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরির জন্য বিস্তারিত কার্যক্রম নিয়ে (১৯১-১৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মাসভিত্তিক) একটি বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক মাসভিত্তিক এ পরিকল্পনা অনুসরণ করে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে শিক্ষক দিনের কর্মসূচি পূণর্বিন্যাস করতে পারবেন।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন
দৈনিক সময়: ২ ঘণ্টা

দিন	দৈনিক কার্যক্রম								
	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বিশ্রাম	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক	ইচ্ছেমতো খেলা	সমাপনী
সময়	১০মিনিট	১৫ মিনিট	১৫ মিনিট	১৫ মিনিট	১০ মিনিট	২০ মিনিট	১৫ মিনিট	১৫ মিনিট	১০ মিনিট
রবিবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ছড়া	চারুকলা	গণিত ও যুক্তি (প্রাক- গাণিতিক কাজ)	বিশ্রাম	ভিতরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা
সোমবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গান	চারুকলা	গণিত ও যুক্তি (প্রাক-গাণিতিক কাজ)		ভিতরের খেলা	সুরক্ষা	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা
মঙ্গলবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গল্প	কারুকলা	গণিত ও যুক্তি (প্রাক-গাণিতিক কাজ)		বাহিরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা
বুধবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	প্রাক-লিখন (ইচ্ছেমতো আঁকা)	কারুকলা	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজ		পরিবেশ ও জলবায়ুর কাজ	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা
বৃহস্পতিবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	কথোপকথন, অভিজ্ঞতার গল্প প্রাক-পঠন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার	চারুকলা/ সৌন্দর্যবোধের কাজ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি		বাহিরের খেলা	সামাজিক ও আবেগিক	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা

দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে ২ ঘণ্টা ঠিক রেখে উপরের ছকে দেওয়া দৈনন্দিন ৮টি কার্যক্রমের নির্ধারিত সময়ের কম বেশি করতে পারবেন।

৮. বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার জন্য নির্বাচিত কাজসমূহ পরিকল্পিতভাবে শিশুদের নিয়ে করার জন্য সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন (পৃষ্ঠা ....) এবং বার্ষিক পরিকল্পনা (পৃষ্ঠা ....) শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কাজ অনুযায়ী যেকোনো মাসের বর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে সাপ্তাহিক রুটিনে দৈনিক বরাদ্দকৃত সময় অনুযায়ী সপ্তাহভিত্তিক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে রুটিন অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি। যেমন- ভাষা ও যোগাযোগের কাজ এর ১ম মাসে ছড়ার মোট ২টি ছড়া- 'তাই তাই' এবং 'বাক বাকুম পায়রা' রাখা হয়েছে। সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিনে ছড়ার কাজ করানোর জন্য ১৫ মিনিট করে এক দিন অর্থাৎ মাসে মোট ৪ দিন বরাদ্দ আছে। সে হিসেবে একটি ছড়া চর্চা করানোর জন্য শিক্ষক মোট ২ দিন সময় পাবেন। এবার শিক্ষক সহায়িকায় ছড়ার চর্চা করানোর পদ্ধতি অনুযায়ী একটি ছড়া পূর্ণাঙ্গভাবে চর্চার জন্য যে ধাপসমূহ আছে সেগুলো অনুসরণ করে 'বাক বাকুম পায়রা' ছড়াটি ২ দিনে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই হচ্ছে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা। এভাবে 'তাই তাই' ছড়াটির জন্য ২ দিনের পরিকল্পনা তৈরি করলেই ১ম মাসের ছড়ার কাজের জন্য দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সকল বিষয়ের জন্য দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

৯। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে এর যথাযথ বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য, ভৌত সুবিধাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা জরুরি। বাস্তবায়নের গুণগত মানকে একটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এমনভাবে এই বৈশিষ্ট্য, সুবিধাদি ও বিষয়ের কথা চিন্তা করা হয়েছে যেন বর্তমানে সমভাবে নিশ্চিত করা না গেলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা পর্যায়ক্রমে অর্জন করা যায়। নিম্নে বৈশিষ্ট্য, সুবিধাদি ও বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

শ্রেণিতে শিশুর সংখ্যা

একটি প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৩০ জন শিশুর উপস্থিতি চিন্তা করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে নির্ধারিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩০ জনের অধিক শিশু একটি শ্রেণিতে থাকলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় যেমন শিক্ষক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন, তেমনি প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা শিশুর যথাযথ শিখনের অন্তরায় হবে। সুতরাং একটি প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৩০ জন শিশু থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ নিয়ম মেনে চলা সম্ভব না হলে পর্যায়ক্রমে যাতে তা অর্জন করা যায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

শিক্ষক

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) একজন শিক্ষক সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও যথাযথভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা এবং শিখনের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য এক থেকে দুইজন স্বেচ্ছাসেবী মা/অভিভাবকের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী মা/অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য সুবিধাদি

৩০ জন শিশু নিয়ে ন্যূনতম মান বজায় রেখে শিক্ষাক্রমের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তত ২৫০ বর্গফুট মাপের একটি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষটি খোলামেলা ও আলো-বাতাসপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কাজ ও

খেলা পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে খোলা জায়গা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষ কিংবা শ্রেণিকক্ষ সংলগ্ন হাত ধোয়ার জায়গা এবং শিশুদের ব্যবহার উপযোগী টয়লেট থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও নিয়মিত স্টেশনারি সরবরাহ

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ যথাসম্ভব খোলামেলা রাখা প্রয়োজন যেন শিশুরা চলাফেরার যথেষ্ট জায়গা পায়। শিশুদের বসার জন্য মাদুর থাকতে পারে যেন শিশু ইচ্ছেমতো আরাম করে বসতে পারে এবং নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। এছাড়া শিশুদের উচ্চতার সাথে মিল রেখে একটি বোর্ড এবং শিশুদের কাজ, আঁকা ছবি এবং বানানো খেলনা প্রদর্শনের জন্য ডিসপ্লে বোর্ড, শেলফ, তাক ও হ্যাঙ্গার রাখা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষের জন্য এ সব স্থায়ী সম্পদ ছাড়াও কিছু নিয়মিত ব্যবহার্য জিনিসের (স্টেশনারি) প্রয়োজন পড়ে যা শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য খুবই গুরত্বপূর্ণ যেমন- রঙিন কাগজ, চক, ডাস্টার, কাঁচি, আঠা, পোস্টার পেপার ইত্যাদি। এছাড়া শিখন-শেখানো সামগ্রী যেগুলো ব্যবহারের পর কিংবা নষ্ট হয়ে গেলে পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে সেগুলো নিয়মিত পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

শিখন-শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ

শিক্ষা কার্যক্রমের চাহিদা অনুযায়ী যে সমস্ত শিখন-শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ শ্রেণি পর্যায়ে পৌঁছানো প্রয়োজন যথাসময়ে যথাযথভাবে তা সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক এ সামগ্রী ও উপকরণ প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় এগুলো যথাসময়ে সরবরাহ ও কার্যকর ব্যবহার বিঘ্নিত হলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়। এছাড়া শিখন-শেখানো কার্যক্রমের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে অনেক ধরনের সামগ্রী/উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি।

শিখন সময়

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো সময় হবে ২ ঘণ্টা। সপ্তাহে ৫ কার্যদিবস ধরে সব ধরনের সরকারি ছুটি, অনাকাঙ্ক্ষিত ছুটি, উৎসব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শ্রেণিকক্ষের জন্য বছরে মোট ১৮৫ কার্যদিবস ধরে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম বিন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ১৮৫টি কার্যদিবসে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করলে এই শিক্ষা কার্যক্রমের সকল পরিকল্পিত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা যাবে।

পরিবারকে শিখন-শেখানো কাজে সম্পৃক্তকরণ

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়নের সময় নির্দিষ্ট যোগ্যতাসমূহ সফলভাবে অর্জনে শুধু শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কাজের উপরই নির্ভর করা হয়নি বরং বাড়ি বা পরিবারের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ ও শিখন ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর মাতা-পিতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরও সম্পৃক্ত করা জরুরি। যেহেতু বিকাশ ও শিখনের বেশকিছু বিষয়ে পরিবারের ওপর নির্ভরতা রয়েছে সেহেতু পরিবারকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত না করলে শিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাবে না।

১০। শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলি

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা বাস্তবায়নের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষক পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কার্যক্রম শ্রেণিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলেই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে শিশুদের সঙ্গে যথাযথভাবে নির্ধারিত কাজ করার জন্য তাদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগের উপায় কিংবা তারা কীভাবে শেখে এরূপ তত্ত্বীয় বিষয়

যেমন শিক্ষককে জানতে হবে তেমনি প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণি পরিচালনায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তাকে সচেতন হতে হবে। নিম্নে দুটি অংশে শিক্ষকদের জন্য এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশাবলি উল্লেখ করা হলো-

১০-ক: শিক্ষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

শিশুর বৈশিষ্ট্য

শিশুদের নিজস্ব কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে শিশুদের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যেমন-

- সব শিশু একরকম নয়। প্রতিটি শিশুই অপর শিশু থেকে আলাদা, তার নিজস্ব একটি সত্তা রয়েছে।
- শিশুরা নিজেদের মতো করে পৃথিবী দেখে, বড়োদের মতো করে নয়।
- শিশুরা কোনো কিছুতে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- শিশুরা খেলার মাধ্যমে এবং নানারকম কাজ করে শেখে।
- শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক হয়।
- শিশুদের প্রধান চাহিদা হলো-
  - ভালোবাসা পাওয়া ও বড়োদের কাছে গ্রহণীয় হওয়া।
  - অনুসন্ধান করা, নানারকম কাজ করা ও নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করা।

প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে করণীয়-

শ্রেণিকক্ষে যদি কোনো প্রতিবন্ধী শিশু থাকে তবে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অন্য শিশুরা যেন প্রতিবন্ধী শিশুটিকে ব্যঙ্গ না করে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। অন্যান্য শিশুদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করতে হবে যেন শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশুটিকে প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখনে সহায়তা করতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করবেন-

১. শ্রেণিকক্ষে যদি শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু থাকে তবে তাকে সামনে বসতে দেওয়া।

২. শ্রেণিকক্ষে যদি কোন শারিরীক প্রতিবন্ধী শিশু থাকে তবে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ সহায়তা করা।

৩. প্রতিবন্ধী শিশুকে প্রতিটি কাজের নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া।

৪. কোনো কাজ দেওয়া হলে হাতে কলমে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া বা করতে সহায়তা করা।

৫. প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে অন্য শিশু বা সুযোগ থাকলে তার বাড়ির আশেপাশের অন্য যেকোনো শিশুর জুটি বেঁধে দেওয়া যেন সে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে বিদ্যালয়ে আসতে, ক্লাসে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বা খেলাধুলায়, টয়লেটে যেতে ইত্যাদি কাজে সহায়তা করতে পারে।

৬. প্রতিবন্ধী শিশুটিকে প্রয়োজনে প্রদত্ত কাজ শেষ করতে একটু বেশি সময় দেওয়া।

৭. অভিভাবক সভায় প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সবাইকে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যেন প্রতিবন্ধী শিশু ও তার পরিবারকে সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সবাই সহায়তা করতে পারে।

শিশুদের সঙ্গে সফল যোগাযোগের উপায়

শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝে সে অনুযায়ী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। শিখনের সফলতা নির্ভর করে শিশুর সঙ্গে শিক্ষকের সহজ ও সাবলীল ভাব বিনিময়ের ওপর। ভাব বিনিময় বা যোগাযোগ দু'ভাবে হতে পারে- মৌখিক এবং অমৌখিক।

মৌখিক ভাব বিনিময়ের লক্ষণীয় দিকগুলো হলো-

- শ্রবণযোগ্য ও সুস্পষ্ট স্বরে কথা বলা;
- সহজ ভাষায় সরাসরি ও ধীরে ধীরে কথা বলা;

- কথার ভাবের সঙ্গে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ঠিক রাখা;
- শিশুদের কথা বলার মাঝখানে কথা না বলা ও মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা;
- কথা বলার সময় আদর-স্নেহের সঙ্গে কথা বলা;
- নেতিবাচক কথা বলা থেকে বিরত থাকা;
- শিশুদের এমন প্রশ্ন করা, যেখানে তাদের চিন্তা করার সুযোগ থাকে।

শিশুদের জন্য প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ বা ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর শোনা এবং শিশুকে প্রশ্ন করতে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে সে চিন্তা করার সুযোগ পায়। প্রশ্ন সাধারণত তিন ধরনের (বদ্ধ প্রশ্ন, মুক্ত প্রশ্ন, প্রভাবিত প্রশ্ন) হয়ে থাকে।

১. বদ্ধ প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সাধারণত 'হ্যাঁ' বা 'না' হয় অথবা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে শিশুদের চিন্তা করার বা বেশি কথা বলার সুযোগ থাকে না। যেমন- এ জায়গাটা কি তোমার ভালো লাগে? এ ধরনের প্রশ্ন শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ করার দক্ষতা বিকাশে তেমন একটা সহায়তা করে না।

২. মুক্ত প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্ন শিশুকে চিন্তা করতে এবং তার নিজের মতো করে উত্তর দিতে সহায়তা করে। এতে সে তার ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। যেমন- এই জায়গাটা তোমার ভালো লাগে কেন?

৩. প্রভাবিত প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্তা তার পছন্দের উত্তর আশা করে অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা কর্তৃক উত্তরদাতার উত্তর প্রভাবিত হয়। যেমন- এ জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না? এ ধরনের প্রশ্ন করলে শিশুরা তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না বরং প্রশ্নকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী উত্তর দেয়। শিশুদের সব ধরনের প্রশ্নই করা উচিত হবে, তবে মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার বেশি থাকতে হবে।

অমৌখিক ভাব বিনিময়ের লক্ষণীয় দিকগুলো হলো-

- শিশুদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে যোগাযোগ করা;
- শিশুদের সঙ্গে হাসিখুশি থাকা;
- শিশুদের সামনে আন্তরিকভাবে বসা;
- শিশুদের কাছাকাছি যাওয়া;
- হাত-মাথা-মুখ নাড়াচাড়ার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা;
- কথার ভাবের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি ঠিক রাখা।

শিশুরা কীভাবে শেখে

শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে। কেউ দেখে শেখে, কেউ শুনে শেখে, কেউ কথার মাধ্যমে শেখে। আবার যে দেখে শেখে, সে শুনে বা অন্যভাবে যে শেখে না, তা কিন্তু নয়। তেমনি যে শোনার মাধ্যমে শেখে, সে অন্যভাবেও শিখতে পারে। প্রত্যেক শিশুর শেখার ধরনেই একটা নিজস্বতা থাকে। তবে মূল কথা হলো, শিশুরা একভাবে শেখে না। জীবনে চলার পথে তারা বিভিন্নভাবে শিখে থাকে।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) বয়সের শিশুরা সাধারণত যেভাবে শেখে তা হলো:

• দেখে	• দলে কাজ করে	• নির্দেশনা থেকে	• উপলব্ধি করে
• শুনে	• গল্পের মাধ্যমে	• গান করে	• প্রশ্ন করে
• গন্ধ নিয়ে	• পর্যবেক্ষণ করে	• অনুসন্ধান করে	• নাড়াচাড়া করে
• কল্পনা করে	• ছবি পড়ে	• নাচের মাধ্যমে	• ছড়ার মাধ্যমে
• তুলনা করে	• অনুভব করে	• অনুকরণ করে	• বার বার চেষ্টা করে
• অংশগ্রহণ করে	• একাকী চিন্তা করে	• স্বাদ নিয়ে	• অভিনয়ের মাধ্যমে

শিশু তখনই সবচেয়ে বেশি শেখে, যখন সে আগ্রহ নিয়ে কোনো কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের শিখনের মূল ভিত্তি। কোনো ধারণা বা তথ্য যখন শিশুর পূর্ববর্তী অর্জিত জ্ঞান বা ধারণার ভিত্তিতে তার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয়, তখনই শিশু তার শিখনের পরবর্তী ধাপে সহজ ও সাবলীলভাবে প্রবেশ করে। শিশুরা সমন্বিতভাবে শেখে এবং তারা তাদের শিখনকে কোনো বিষয় বা শাখায় বিভক্ত করে না। যে কারণে খেলা হচ্ছে শিশুর শেখার অন্যতম মাধ্যম।

শিশুর শেখার ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র হচ্ছে

- শিশু করতে করতে এবং খেলতে খেলতে শেখে;
- আগ্রহ হলো শিখনের মূল চালিকাশক্তি;
- খেলা হলো আনন্দময় শিখন-অভিজ্ঞতা;
- ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিভিন্ন কাজ হলো শিখনের মাধ্যম;
- পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, চিন্তা ও কল্পনা হলো শেখার কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় উপায়।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে শিক্ষক শ্রেণিতে এমনভাবে শিখন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন যেন শিশুরা ওপরে উল্লিখিত বিভিন্ন উপায়ে শেখার সুযোগ পায়।

১০-খ: শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শ্রেণিকক্ষে একটি শিশুবান্ধব পরিবেশ বজায় রেখে যথাযথভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। শিক্ষককে শিশুর বন্ধু হতে হবে। শিশুর সঙ্গে তিনি এমনভাবে মিশে যাবেন, কথা বলবেন অথবা যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া (Interaction) করবেন যাতে শিশু আস্থার সঙ্গে তার ওপর নির্ভর করতে পারে, যেমনভাবে সে নির্ভর করে তার মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য নিকট আত্মীয়র ওপর। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর (Facilitator)। শিক্ষক শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে পদে পদে শিশুকে নানা কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাকে নানাভাবে শিখতে সহায়তা করবেন। নিচে একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

- শিশুর সঙ্গে সবসময় হাসিখুশি থাকা;
- ধৈর্যশীল হওয়া;
- বিভিন্ন কাজে শিশুদের সহায়তা করা;
- শিশুর কথা শোনা ও মতামতের গুরুত্ব দেওয়া;

- শিশুর সঙ্গে শিশুসুলভ আচরণ করা;
- শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা;
- শিশুদের স্নেহ-মমতা দিয়ে শেখানো;
- শিশুর কাছে নিজেকে আদর্শ (Role Model) হিসেবে তুলে ধরা;
- শিশুর মা-বাবা/অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

কী কী করা উচিত নয়

শিশুদের সাথে শিক্ষকের যা যা করা উচিত নয় সেগুলো হলো-

১. নেতিবাচক আচরণ		২. শাস্তি দেওয়া
• বিরক্তি প্রকাশ করা	• বিদ্রুপ করা	• শিশুকে টেনে দাঁড় করানো
• রাগ দেখানো	• চিৎকার করা	• প্রহার করা/মার দেওয়া
• অসম্মতি প্রকাশ করা	• ভয় দেখানো	• চড়/থাপ্পর দেওয়া
• শিশু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা	• অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা	
• নেতিবাচক কথা বলা	• জোর করে শিশুকে বসিয়ে/থামিয়ে দেওয়া	
• ধমক দিয়ে কথা বলা		
• রূঢ় কথা বলা		

শিক্ষকের করণীয়

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে একজন শিক্ষক শিশুদের শিখন-শেখানো থেকে শুরু করে শ্রেণি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। কাজের ধরন অনুসারে শিক্ষকের কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা
- উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
- বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ
- সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

১০-খ ১: শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিকের জন্য নির্ধারিত শ্রেণিকক্ষই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) এর জন্য ব্যবহৃত হবে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষক। শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় তার যে সব দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

শ্রেণিকক্ষ আকর্ষণীয় করে সাজানো

একটি সাজানো-গোছানো শ্রেণিকক্ষ শিশুদের মননশীলতা বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণের একটি নমনুাচিত্র শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নং .... এ দেয়া আছে। শিক্ষক নমুনাচিত্রকে বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারেন। যেমন-

- শ্রেণিকক্ষে শিশু উপযোগী বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, চার্ট ইত্যাদি টানিয়ে রাখা। তবে এগুলো শিশুর দৃষ্টি সীমার মধ্যে টানাতে হবে।
- শিশুদের আঁকা ছবি এবং বিভিন্ন হাতের কাজ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো। তবে ছবিগুলো কিছুদিন পরপর পরিবর্তন করতে হবে। মাটি বা কাগজের তৈরি উপকরণগুলো শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে সুন্দর করে লাগিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক ছবি একেও সাজানো যেতে পারে।
- ইচ্ছেমতো খেলার জন্য বিভিন্ন ভুবনের উপকরণগুলো নির্ধারিত ভুবনের সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা।

- দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটু নিচে ব্ল্যাকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড লাগানো যেন শ্রেণিকক্ষের সবচেয়ে ছোটো শিশুটিও সহজেই তা দেখতে ও ব্যবহার করতে পারে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে সেইসব উপকরণ থেকে কিছু উপকরণ, যেমন- ফ্লিপচার্ট, ৪টি ভুবনের উপকরণ ইত্যাদি ৪+ এবং ৫+ বয়সি উভয় শিশুদের জন্য শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। তবে উপকরণ ব্যবহারের পর শিক্ষক তা যথাস্থানে রেখে দিবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ক্রয়, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষকের মতামত অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কার্যক্রম অনুযায়ী শিশুদের বসানো/দাঁড়ানো

কাজের ধরন অনুযায়ী শিশুদের কখনো বড়ো দলে আবার কখনো ছোটো দলে বসাতে হবে। বড়ো দলের সময় অর্ধবৃত্তাকার আকৃতিতে আবার কখনো গোল হয়ে বসাতে/দাঁড়াতে হবে যেন শিশুরা একে অপরকে দেখতে পায়। ছোটো দলের সময় শিশুরা গোল হয়ে এমন দূরত্বে বসবে যেন প্রতিটি দলের কাছে সহজেই যাওয়া যায়। আবার গল্প বলার সময় শিশুদের গল্পের আসরের মতো (কাছাকাছি জড়ো করে) বসাতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের ভিতর ও বাহিরের আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

শ্রেণিকক্ষ সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এজন্য করণীয় কাজগুলো হলো- নিয়মিত ঝাড়ু দেওয়া ও ঝুল পরিষ্কার করা, উপকরণগুলো মুছে ও গুছিয়ে রাখা। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষের বাহিরের চারপাশও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

বাহিরের খেলার জায়গা

শ্রেণিকক্ষের আশেপাশে নিরাপদ ও উন্মুক্ত জায়গায় (যেমন- মাঠ, গাছের ছায়ায় ইত্যাদি) শিশুদের নিয়ে বাইরে খেতে শিক্ষক উদ্যোগী হবেন। শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে প্রচলিত খেলা (যেমন- গোল্লাছুট, বরফ-পানি ইত্যাদি) খেলাতে পারেন। তবে স্থানীয় খেলা নির্বাচন, খেলার সময় এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিখনের সময় শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং প্রতিবন্ধী শিশু থাকলে তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিখনের স্থান

বাইরের খেলা ছাড়াও অন্যান্য কাজের (যেমন- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পরিচিতি) জন্য শিক্ষক শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন। বাইরের কাজের জন্য স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি আশেপাশের স্থানকে প্রাধান্য দিতে হবে। স্থানটি যাতে নিরাপদ এবং বিদ্যালয় থেকে বেশি দূরে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশু থাকলে বাইরের কাজের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। যেকোনো বাইরের কাজের সময় শিক্ষককে প্রতিটি শিশুর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং শিশুদের সাথে সাথে থাকতে হবে।

১০-খ ২: শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা

শিক্ষক সাপ্তাহিক রুটিন ও প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্ধারিত কাজসমূহ পরিচালনা করবেন। কাজের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনায় শিশুদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনা যেতে পারে। যেমন- প্রথম মাসের পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ অংশের পাঠ থেকে প্রথম সাতদিন হুবহু রুটিন অনুসরণ না করে শিশুদের মধ্যে পরিচিতির কাজ করাবেন। যে কোনে

১০-খ ৩: শিশুকে উৎসাহিতকরণ

প্রতিটি শিশুই কাজের স্বীকৃতি চায়। তাই শিশুকে যেকোনো কাজ করতে দিয়ে কাজ চলাকালে প্রশংসামূলক শব্দ ও বাক্য (বাহ্/সুন্দর/ভালো হচ্ছে) ব্যবহারের মাধ্যমে এবং শেষে হাততালি দিয়ে ফুল অথবা খুশির ইমোজি দেখিয়ে উৎসাহ প্রদান ও প্রশংসা করতে হবে।

১০-খ ৪: উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে স্থানীয়ভাবে কিছু উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়বে। যেমন- পাতা, কাঠি, কাগজ, বোতাম, ছোটো ইটের টুকরা বা পাথর ইত্যাদি। শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার রুটিন অনুসরণ করে শিক্ষক ক্লাস শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে রাখবেন। ইচ্ছেমতো খেলার জন্য চারটি ভুবনে (কর্নারে) বিভিন্ন ধরনের উপকরণের তালিকা (পৃষ্ঠা নং ......) দেওয়া আছে যেখানে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় এমন অনেক উপকরণ রয়েছে। শিক্ষক নিজ উদ্যোগে এবং অন্যদের সহায়তায় এসব উপকরণ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। শ্রেণিতে বিভিন্ন কাজের সময় শিশুরা যেসব খেলনা তৈরি করবে শিক্ষক সেগুলোকেও ভুবনে (কর্নারে) সংরক্ষণ করবেন। এছাড়া শিক্ষক শিশুদের পিতামাতা ও স্থানীয় অভিভাবকদের সহায়তায় বিভিন্ন খেলনা সংগ্রহ করতে পারেন তবে তা হতে হবে শিশুবান্ধব এবং নিরাপদ। সংগৃহীত উপকরণগুলো দীর্ঘদিন আকর্ষণীয় ও টেকসই রাখার জন্য যথাযথ সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। উপকরণ সংরক্ষণে শিক্ষক নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন-

- প্রতিদিন কাজের শুরুতে খেলা বা কাজে যে উপকরণ প্রয়োজন, সে অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজিয়ে রাখবেন।
- প্রতিদিন কাজ শেষে উপকরণগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের সম্পৃক্ত করে ছোটো ছোটো দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে কে কোন দায়িত্ব পালন করবে তা দিনের শুরুতে শিশুদের জানিয়ে দিতে হবে।

১০-খ ৫: বিভিন্ন অংশীজনের সাথে যোগাযোগ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা শিক্ষকের একার পক্ষে সম্ভব না। এ জন্য অভিভাবক ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের অংশীজন যেমন- প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষার সব কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মী ও কর্মকর্তা, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অংশীজনদের সক্রিয় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহায়ক হবে-

- শিশু জরিপ, ভর্তি, উপস্থিতি ও নিরাপত্তা।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ, বিতরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও তৈরি।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের খেলার ব্যবস্থা।
- এসএমসি ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় এবং চিহ্নিত সমস্যাসমূহ স্থানীয়ভাবে সমাধান।
- প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সমস্যা সমাধান।
- এলাকায় বিদ্যমান অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসমূহ (যেমন: ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো, কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদি) শিশুদের জন্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে মতবিনিময়।
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও মেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের অংশগ্রহণে সহায়তা।

১০-খ ৬: সামাজিক সচেতনতা তৈরি

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের জন্য সামাজিক সচেতনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকগণ যদি প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণির কার্যক্রম সম্পর্কে জানেন এবং কাজের গুরুত্ব বোঝেন, তাহলে তাদের কাছ থেকে সবসময় সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে শিক্ষক নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন।

যেমন-

- অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতি মাসে একটি করে সভা করা। সভায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা।
- বিভিন্ন সময়ে শিশুদের বাড়িতে যাওয়া এবং তাদের ভালো-মন্দ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা।
- বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে নিজে উদ্যোগী হয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলা এবং কুশল বিনিময় করা।

১০-খ ৭: প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয়

শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি

- শিক্ষক প্রতিদিন যে যে বিষয়/কাজ/খেলা করাবেন তার আগের দিন অবশ্যই ঐ বিষয়/কাজ/খেলা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিবেন। এতে শ্রেণি পরিচালনা সহজ ও আনন্দদায়ক হবে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় উপকরণের প্রয়োজন হলে (যেমন- ফুল, বিচি, কাঠি ইত্যাদি) শিক্ষক সেই বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আগের দিন শিশুদের কী কী উপকরণ নিয়ে আসতে হবে তা বলে দিবেন।

শিখন শেখানো Kvh©µg পরিচালনা

- শিখন-শেখানোর সুবিধার্থে প্রতিটি বিষয়/কাজ/খেলা রুটিন অনুযায়ী শিশুদের করাবেন।
- প্রতিদিনের কাজের শুরুতে শিক্ষক কেন্দ্রে উপস্থিত শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে ও দূর করতে সচেষ্ট হবেন। এজন্য কোনো ধাঁধা, ঘটনা, গান বা গল্পের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- জাতীয় সংগীত এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে প্রতিদিনের কাজ শুরু করবেন।
- প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা প্রতিটি কাজ বুঝতে পারছে কি না এবং সঠিকভাবে করতে পারছে কি না শিক্ষক অবশ্যই সেদিকে নজর রাখবেন।
- প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের সময় শিশুদের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করবেন।
- সপ্তাহের শেষ দিনে যতটুকু সম্ভব নির্ধারিত বিষয়গুলো/কাজগুলো নিয়ে পুনরালোচনা করবেন।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে জায়গা থাকলে সেখানে খেলা ও ব্যায়াম করাবেন। যদি বাইরে জায়গা না থাকে তাহলে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে করাবেন।
- শিশুদের পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ করে দিবেন। বিশেষ করে গল্প বলার সময় গল্পের চরিত্র বা ঘটনা শিশুদের অভিজ্ঞতার সাথে মেলাতে সাচেষ্ট হবেন।
- মিলেমিশে থাকা, পারস্পারিক সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে শিক্ষক শিশুদের নিকট বিভিন্ন গল্প ও উদাহরণ উপস্থাপন করবেন।
- শিশুদের ছোটো-খাটো ঝগড়া-বিবাদ নিরসনে শিক্ষক সচেতন থাকবেন।
- বিভিন্ন প্রকার ভালো লাগা, খারাপ লাগা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি বিনিময় করতে শিক্ষক শিশুদের উদ্বুদ্ধ করবেন।
- বড়োদের সম্মান করা, ছোটোদের স্নেহ করা, সকলে মিলে-মিশে থাকা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক শিশুদের নিয়মিত বলবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে সচেষ্ট করবেন।
- সত্য কথা বলা, অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না ধরা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছোটো ছোটো মজার গল্প বা ঘটনা শিক্ষক শিশুদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

সমাপনী

- শিশুদের খেলনা, উপকরণ ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার জন্য তাদের উৎসাহিত করবেন। সব ধরনের চার্ট এবং উপকরণ শ্রেণিতে ব্যবহারের পর সেগুলো ভালোভাবে গুছিয়ে রাখবেন।
- শিক্ষক হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রেকর্ড করবেন, শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে বলবেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিবেন।

পরিচিতি
ও
দৈনিক সমাবেশ

পরিচিতি

- নিজের পরিচিতি
- বিদ্যালয় পরিচিতি
- সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিতি

দৈনিক সমাবেশ

- কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব
- জাতীয় সংগীত
- ভাব বিনিময়
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণির শিশুদের জন্য পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ এর বিভিন্ন কাজ রাখা হয়েছে। পরিচিতির কাজগুলো শিক্ষক প্রথম মাসে করাবেন। পরবর্তী সময়ে সারা বছর দৈনিক সমাবেশের কাজগুলো করাবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারা।

২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।

২.৩ নিকটজনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।

৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বয়স উপযোগী কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।

৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।

৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।

৭.১ কৌতুহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।

৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।

ক। পরিচিতি

কাজ । ১ নিজের পরিচিতি

শিখনফল

২.২.১ পরিবারের সদস্য, বন্ধুদের সাথে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৩.১.২ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষকের নির্দেশনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে উপস্থিত সকল শিশুর সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক নিজের পরিচয় শিশুদের দিবেন এবং স্পষ্ট করে নিজের নাম বলবেন।
- এবার প্রত্যেক শিশুকে আলাদা আলাদাভাবে তাদের নাম বলতে বলবেন।
- একজন নিজের নাম বললে তার পরের জনের নাম জিজ্ঞেস করতে বলবেন। যেমন- আমার নাম ......, তোমার নাম কী?
- শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে নিজের ছবি (সম্ভব হলে) আনতে বলবেন এবং সবার ছবি নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবেন।

কাজ । ২ বিদ্যালয় পরিচিতি

শিখনফল

৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৭.১.১ নিজের, বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের সামনে বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন সহজ ও মজা করে উপস্থাপন করবেন যাতে শিশুরা সহজে বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বিদ্যালয়কে আপন ভাবতে পারে। শিশুরা বিদ্যালয়ে আসার প্রথম মাসে শিক্ষক তাদেরকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন। এছাড়াও বিদ্যালয় ও এর আশপাশ বা নিকট পরিবেশের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিবেন। যেমন- বিদ্যালয়ের নাম, বিদ্যালয়ের অবস্থান (ঠিকানা), শিশুরা কোন শ্রেণির ইত্যাদি বলবেন এবং শিশুদের নিকট থেকে পরবর্তী সময়ে শুনবেন।
- দৈনিক সমাবেশ ও জাতীয় সংগীতের পর শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। তারপর বলবেন- আজ আমরা আমাদের বিদ্যালয় সম্পর্কে জানব। তোমরা কি বলতে পারবে আমাদের বিদ্যালয়ের নাম কী? মাঠে কী আছে? পুকুরটি কোথায়? বিদ্যালয়ের পিছনে কী কী গাছ আছে? টিউবওয়েল কোথায়? শিশুদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন। তারপর শিক্ষক নিজে শিশুদের বিদ্যালয় সম্পর্কে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের নিয়ে লাইন করে বিদ্যালয়ের চারপাশ ঘুরে ঘুরে কোথায় কী কী আছে তা দেখাবেন। যেমন- টয়লেট কোথায়, কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয়; খাবার পানি কোথায় পাওয়া যাবে; খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন, প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকদের বসার জায়গা ও অন্য সুযোগ- সুবিধা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে দিবেন।
- পুকুর বা জলাশয় থাকলে শিশুদের সেটা দেখিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা দিবেন।
- এ কাজটি প্রথম ১৫/২০ কর্ম দিবস ধরে চলতে পারে। পরিচিতিমূলক কাজটি যেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয় সেদিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন। পরিচিতির সময় বিষয় সংশ্লিষ্ট মজার অভিজ্ঞতা বা গল্প শিশুদের কাছ থেকে শুনবেন এবং শিক্ষক নিজেও বলবেন।

কাজ । ৩ সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিতি

শিখনফল ২.২.১ পরিবারের সদস্য, বন্ধুদের সাথে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

শিশুদের বিদ্যালয়ে আগমনের প্রথম দিন থেকেই শিক্ষক তাদের প্রত্যেকের নাম, বাবা-মায়ের নাম ও তার প্রিয় বন্ধুদের নাম জানার জন্য ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো এমনভাবে করবেন যাতে শিশুরা মজা পায় এবং আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দেয়। আলাপের মতো করে ধারাবাহিকভাবে এ কার্যক্রমটি চলতে থাকবে। এছাড়া প্রতিদিনের বিভিন্ন খেলার যে কার্যক্রম থাকবে তার ভিতর দিয়েও শিশুরা সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচিত হবে।

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের নাম ধরে ডাকবেন।
- শিশুরা তার সহপাঠীদের নাম জানবে এবং তাদের বন্ধুদের নাম বলবে।
- শিক্ষক মাঝে মাঝে শিশুদের নিয়ে বছরের শুরুর দিকে নামের খেলা করবেন। এক্ষেত্রে শিশু প্রথমে নিজের নাম বলে পাশের বন্ধুকে নির্দেশ করে তার নাম জানতে চাইবে। যেমন- একজন শিশু বলবে, আমার নাম সুমি, বন্ধু তোমার নাম কী? পাশের বন্ধু বলবে, আমার নাম রিপন বন্ধু তোমার নাম কী? এভাবে পর্যায়ক্রমে শিশুরা নামের খেলাটি বছরের শুরুর দিকে খেলবে।
- শিক্ষক শিশুকে নিজের নাম, বাবা-মা, ভাইবোনের নাম বলতে উৎসাহিত এবং সহায়তা করবেন।
- পরিবারের নিকট আত্মীয় (দাদা-দাদি/দাদা-ঠাকুমা, নানা-নানি, মামা-মামি, চাচা-চাচি, খালা-খালু/মাসি-মেসো, ফুপু-ফুপা /পিসা-পিসি) সম্পর্কে বলতে বলবেন। এছাড়াও যদি অন্য ধর্মের শিশু থাকে তবে তারা যে সম্বোধন করে সে অনুযায়ী বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক নিজের নাম শিশুদের বলবেন এবং অন্যান্য শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে নিয়ে এসে শিশুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন এবং প্রতিটি শিশুকে নিজের নাম বলতে বলবেন।

খ। দৈনিক সমাবেশ

কাজ । ১ কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব

শিখনফল

২.১.১ পরিবারের সদস্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে।
২.২.১ পরিবারের সদস্য, বন্ধুদের সাথে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
২.২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন বস্তু ও খাবার ভাগাভাগি করতে পারবে।
২.২.৩ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সহযোগিতা করতে পারবে।
২.৩.১ নিকটজনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের নিয়ে হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- শিশুদের বলবেন, তোমরা সবাই কেমন আছো? তোমাদের বাড়িতে বাবা-মা ও ভাই-বোনেরা কেমন আছে? এরপর দৈনিক ৩/৪ জন শিশুকে বলার সুযোগ দিবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে শিক্ষক সব শিশুকে বলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের ভালোলাগা/খারাপ লাগার অনুভূতি প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে ভাব বিনিময়ের যথাযথ পরিবেশ তৈরি করে আলোচনা করবেন।
- যদি বিপজ্জনক কোনো ঘটনা (পানিতে পড়া, কুকুর কামড়ানো) ঘটে তবে শিক্ষক শিশুদের সতর্ক করে দিবেন, যাতে এমন অবস্থায় পড়তে না হয়।
- ভালো ঘটনাকে প্রশংসা করবেন যাতে সবাই ভালো কিছু শিখতে ও করতে আগ্রহী হয়। নৈতিকতা বা আদর্শ নির্ভর ঘটনা/ খবর উপস্থাপনে শিক্ষক শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিশুদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হয়েছে কি না? হলে তা নিরসন করবেন এবং এমন যেন না হয়, সে বিষয়ে শিশুদের বলবেন।
- শিক্ষক বলবেন আমরা সবাই বন্ধু, সবাই মিলেমিশে খেলাধুলা করব এবং খেলতে খেলতেই আমরা নানা বিষয় সম্পর্কে জানব এবং শিখব।

কাজ । ২ জাতীয় সংগীত

শিখনফল

৩.৪.২ সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.৪.৩ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।
৬.১.৯ জাতীয় সংগীত পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক সব শিশুকে একে অপরের পিছনে দুই/তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং সবার উদ্দেশ্যে বলবেন, আমরা এখন জাতীয় সংগীত গাইব। জাতীয় সংগীত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুই হাত দুই পাশে নিচের দিকে রেখে সোজা হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে বলবেন।
- শিক্ষক নিজে জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে (সুর, তাল, লয় বজায় রেখে) গাইবেন।
- জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি সকল শিশুকে বুঝিয়ে/দেখিয়ে দিবেন।
- শিশুরা প্রতিদিন শিক্ষকের সঙ্গে জাতীয় সংগীত গেয়ে দিনের কাজ শুরু করবে।
- জাতীয় সংগীত শেষ করার পর শিক্ষক শিশুদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করতে বলবেন। শিক্ষক নিজে করে দেখিয়ে দিবেন এবং বলবেন, তোমরা জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাকে ভালোবাসবে এবং সম্মান করবে।
- শিক্ষক শিশুদের বলবেন আমাদের জাতীয় পতাকা আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি। শিক্ষক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখাবেন এবং তার অবদান সম্পর্কে বলবেন।

কাজ । ৩ ভাব বিনিময়

শিখনফল

২.২.১ পরিবারের সদস্য, বন্ধুদের সাথে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৫ ছোটো ও সহজ বাক্য শুনে নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের জানা বিভিন্ন ঘটনা/গল্প বলতে বলবেন এবং অন্যদের তা শুনতে উৎসাহিত করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের প্রশ্ন করবেন- আমরা বিদ্যালয় বন্ধ হলে বা ঈদ, পূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, বড়োদিনের ছুটির সময় কোথায় বেড়াতে যাই?
- শিশুরা অনেক জায়গার নাম বলবে কিন্তু শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শিশুরা দাদা ও নানা বাড়ি বেড়াতে যাই এ শব্দগুলো বলে।
- শিশুরা যখন দাদা বাড়ি বলবে তখন শিক্ষক বলবেন, দাদা বাড়িতে কে কে আছে। দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফু-ফুপা ও আরও অনেকে আছে। শিশুর ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শিশুদের সাথে কথা বলবেন।
- আবার শিশুরা যখন নানা বাড়ি বলবে তখন নানা বাড়িতে কে কে থাকে যেমন- নানা- নানী, মামা-মামি ও আরও অনেকে আছে। শিশুর ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শিশুদের সাথে কথা বলবেন।
- এছাড়া শিক্ষক বিভিন্ন উৎসব ও জাতীয় দিবস নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিশুদের নিজেদের এলাকায় উদযাপিত বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবেন এবং অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । ৪ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

শিখনফল

৬.১.১১ নিজের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জেনে নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারবে।
৬.১.১২ নিজের ব্যবহার্য জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারবে।
৭.৩.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জিনিসপত্র যত্নের সাথে ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

শিক্ষক শিশুদেরকে সবসময় শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বলবেন। শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো শিক্ষক তত্ত্বাবধান করবেন। শিশুরা কাগজের টুকরা, ব্যবহৃত টিসু, খাবারের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে এ বিষয়ে শিক্ষক তাদের সচেতন করবেন।

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে নিম্নলিখিত ছড়াটি সুর করে বলতে বলতে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের বারান্দা পরিষ্কার করবেন এবং বাড়িতেও যেন শিশুরা এভাবে করে তা শিক্ষক শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন।

টুকরো কাগজ, ময়লা জিনিস
পড়ে আছে ঐ
চুপটি করে তুলে নেব
করব না হইচই।
আশেপাশের নোংরা পচা
দেখতে কিছু পেলে
তুলে নিয়ে ঝুড়ির মাঝে
সবাই দেব ফেলে।

- কাগজের টুকরা ছাড়াও পড়ে থাকা অন্য জিনিসের নাম উল্লেখ করে শিক্ষক পরিচ্ছন্নতার কাজ করে শিশুদের শেখাবেন।
- শিশুদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেমন- পোশাক, জুতা পায়ে স্কুলে আসা, গোসল করা, হাত ধোয়া, চুল, নখ, দাঁত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি বিষয় খেয়াল করবেন।
- শিক্ষক শিশুদেরকে দিনের কার্যক্রম শেষে উপকরণ ও খেলনা যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে বলবেন।
- খেলা অধ্যায়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যে যে খেলা রয়েছে সেগুলো এখানে খেলবেন।
- শিশুদের দিয়ে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের অনুশীলন করাবেন। যেমন- বোতাম লাগানো-খোলা, চুল আঁচড়ানো, শ্রেণিকক্ষে ঢোকার আগে জুতা খুলে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা এবং প্রস্থানের সময় সঠিকভাবে জুতা পরা।
- প্রতিটি কার্যক্রমের শেষে শিশুদের বই, খাতা, পেন্সিল, খেলনা ও অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে বলবেন। শিশুরা সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখতে পারছে কি না তা শিক্ষক খেয়াল রাখবেন।

শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা

ব্যায়াম

খেলা

ইচ্ছেমতো খেলা

নির্দেশনার খেলা

ব্যায়াম

একটি কর্মক্ষম, হাসি-খুশি, সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য প্রত্যেক শিশুর সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন প্রয়োজন। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যায়াম অন্যতম উপায়। ব্যায়াম শিশুদের পেশী সঞ্চালনে দক্ষতা এবং শারীরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও শিশুদের শারীরিক জড়তা নিরসন, আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য ব্যায়াম একটি কার্যকর মাধ্যম। এসব বিষয় এবং প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) পর্যায়ে শিশুদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যসূচিতে ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য এখানে মোট ৭টি ব্যায়ামের চিত্রসহ নিয়মাবলি দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অন্য কার্যক্রম শুরুর আগে পর্যায়ক্রমে ব্যায়ামগুলো করাতে হবে। ব্যায়াম করার সময় ধাপগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিক্ষক শিশুর অভ্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অবশ্যই নিজে ব্যায়ামগুলো করে দেখাবেন।

শিশুদের জন্য ব্যায়ামের গুরুত্ব-

- হাত ও পায়ের পেশী সবল হবে।
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (যেমন- হাত, পা, ঘাড়, কোমর) সঞ্চালিত হবে।
- মেরুদণ্ড সুগঠিত হবে।
- শারীরিক কার্যক্ষমতা বাড়বে।
- অলসতা দূর হবে ও সতেজতা বৃদ্ধি পাবে।
- শরীরের ভারসাম্য রক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- শৃঙ্খলাবোধ বাড়বে।
- মনোযোগ বাড়বে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হবে।
- পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হবে।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিশুদের জন্য নির্বাচিত ব্যায়ামগুলো হলো-

১. ব্যায়াম: হাঁটা
২. হাতের ব্যায়াম: ফুলকলি
৩. হাতের ব্যায়াম: হাত নাড়ানো
৪. হাত-পা ও পিঠের ব্যায়াম: হাতি
৫. হাত ও পায়ের ব্যায়াম: তালি বাজানো
৬. কোমরের ব্যায়াম: কোমর দোলানো
৭. হাঁটুর ব্যায়াম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।

১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।

১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা।

৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বয়স উপযোগী কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।

শিখনফল

১.১.১ সহায়তা নিয়ে ও সাবলীলভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে।

১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে।

১.২.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোটো ছোটো কাজ করতে পারবে।

১.৩.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে ছোটো ছোটো কাজ করতে পারবে।
৩.১.১ বয়স উপযোগী কাজ আগ্রহের সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।
৩.১.২ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষকের নির্দেশনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

- ব্যায়ামের জন্য শিশুদের সাড়িতে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তুলনামূলক লম্বায় ছোটো শিশুরা সামনের দিকে এবং লম্বায় বড়োদের পর্যায়ক্রমে পিছনের দিকে দাঁড় করাবেন।
- ব্যায়াম করানোর সময় শিশুদের শরীরের কোনো অংশে ব্যথা বা অন্য কোনো রকম সমস্যা অনুভূত হচ্ছে কি না শিক্ষক তা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন।
- প্রতিটি ব্যায়ামের পর শিশুদের কিছু সময় বিশ্রাম দিবেন।
- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় মাস অনুযায়ী ব্যায়ামের তালিকার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষক শিশুদের সেই অনুসারে ব্যায়াম করাবেন।
- শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাদের বাড়িতেও নিয়মিত ব্যায়ামগুলো করার জন্য উৎসাহিত করবেন। এ ব্যাপারে অভিভাবক সভার সময় অভিভাবকদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।
- শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু থাকলে এবং সেসব শিশুরা ব্যায়াম করতে না পারলে শিক্ষক তাদের অন্য শিশুদের ব্যায়াম শুরু করার সময় অন্য কোনো উপযোগী কাজ যেমন- আঁকিবুকি করা, ইচ্ছেমতো খেলা করতে দিবেন।

ব্যায়াম-১: হাঁটা

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	চিত্র
ধাপ ১: শিশুরা কাঁধে হাত রাখার পরিমাণ দূরত্ব রেখে একজন আরেকজনের পিছনে থেকে গোল হয়ে দাঁড়াবে। ধাপ ২: 'এক' বলার পর মেরুদণ্ড সোজা রেখে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করবে। ধাপ ৩: 'দুই' বলার পর শিশুরা আগের চেয়ে একটু জোরে হাঁটবে। ধাপ ৪: 'তিন' বলার পর শিশুরা পুনরায় আস্তে হাঁটা শুরু করবে। ধাপ ৫: 'চার' বলার পর শিশুরা থেমে যাবে।	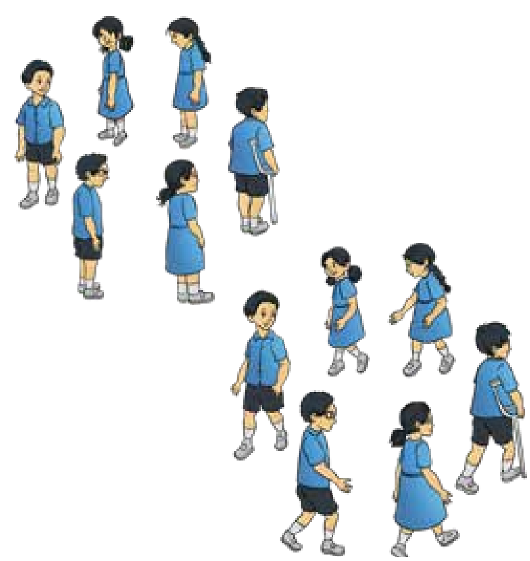
পরবর্তী সময়ে শিক্ষক প্রত্যেকটি ব্যায়ামের পর শিশুদের এ ব্যায়ামটি করাবেন।	

ব্যায়াম-২ঃ হাতের ব্যায়াম- ফুলকলি

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা কাঁধে ও পাশে হাত রাখার পরিমাণ দূরত্ব রেখে দুই বা তিন সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	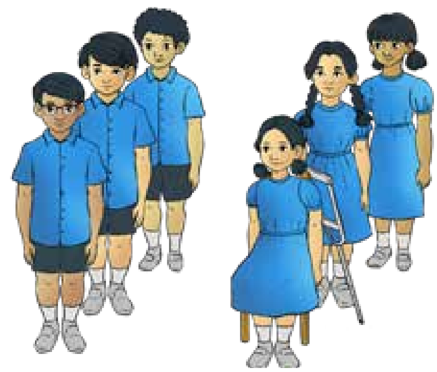
২	‘এক’ বললে শিশুরা মাথার ওপর আড়াআড়িভাবে হাত তুলবে এবং ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুতি নিবে।	
৩	‘কলি’ বললে শিশুরা হাতের আঙুলগুলো একসঙ্গে ফুলের কলির মতো করবে।	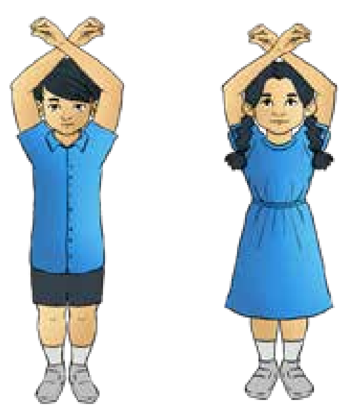

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘ফুল’ বললে আঙুলগুলো খুলে ফুলের মতো করবে। এভাবে তিনবার ‘কলি’ এবং তিনবার ‘ফুল’ এর মতো করবে।	
৫	‘দুই’ বললে শিশুরা হাত নামিয়ে ফেলবে।	
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৩: হাতের ব্যায়াম- হাত নাড়ানো

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা দুই বা তিন সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	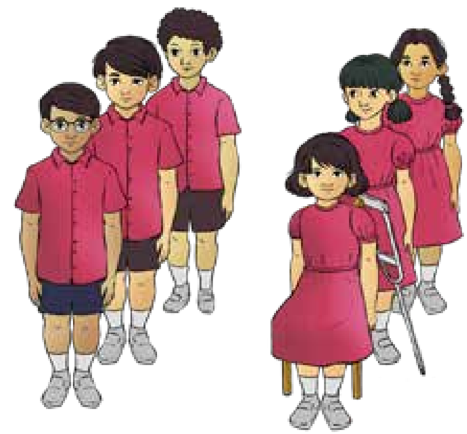
২	‘এক’ বললে শিশুরা দুই হাত দুই পাশে প্রসারিত করবে।	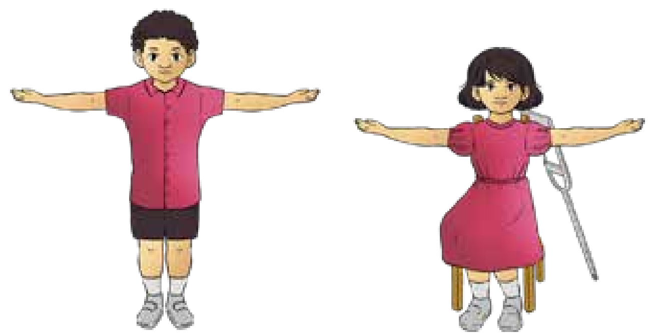
৩	‘দুই’ বললে শিশুরা দুই হাত মাথার উপর হাত তুলে তালি দিবে।	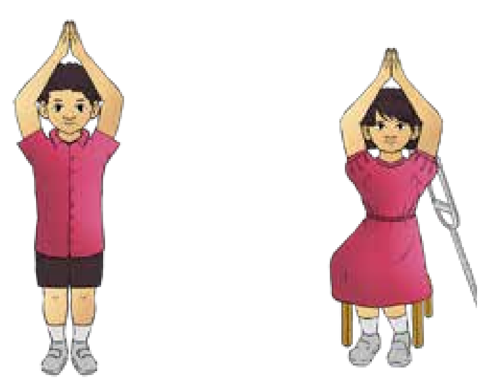

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘তিন’ বললে শিশুরা আবার দুই হাত দুই পাশে প্রসারিত করবে।	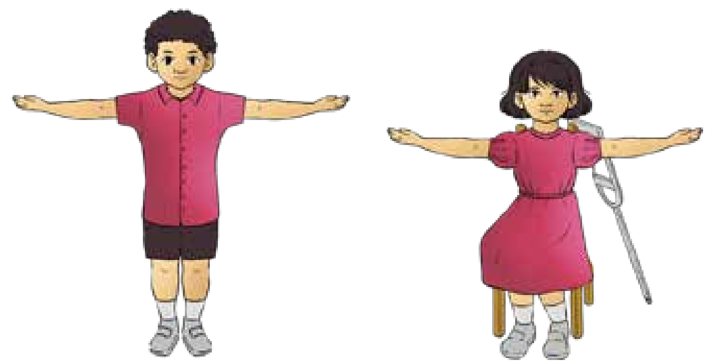
৫	‘চার’ বললে শিশুরা দুই হাত নিচে নামাবে।	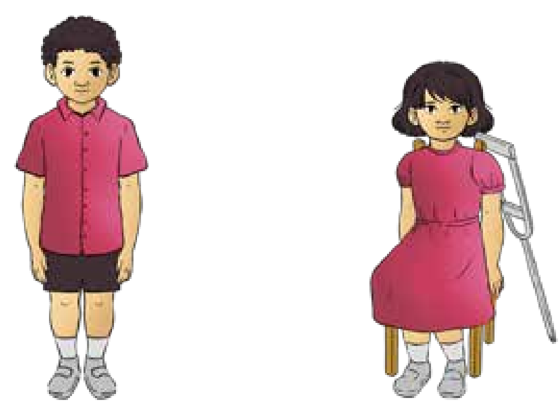
এভাবে শিশুরা এক থেকে চার গণনা করে ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৪: হাত ও পিঠের ব্যায়াম- হাতি

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা একজন আরেকজনের পিছনে কাঁধে হাত রেখে জায়গা নেবে এবং সোজা হয়ে দুই বা তিন লাইনে দাঁড়াবে।	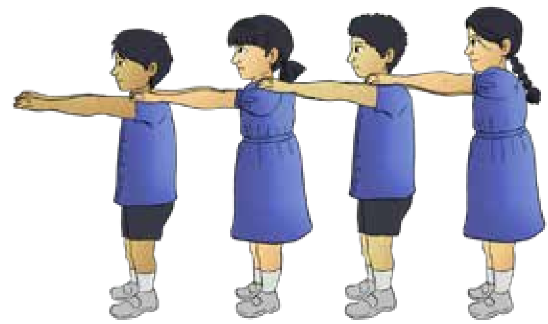
২	'এক' বলার পর শিশুরা বাহু মাথার সাথে লাগিয়ে দুই হাত সোজা উপরে তুলে প্রস্তুত হবে।	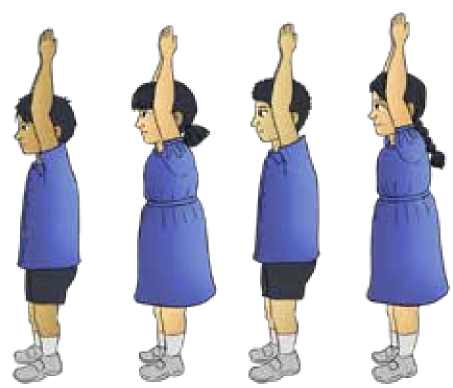
৩	'দুই' বলার পর শিশুরা দুই হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে সামনে ঝুঁকবে। তাদের দৃষ্টি সব সময় হাতের দিকে থাকবে।	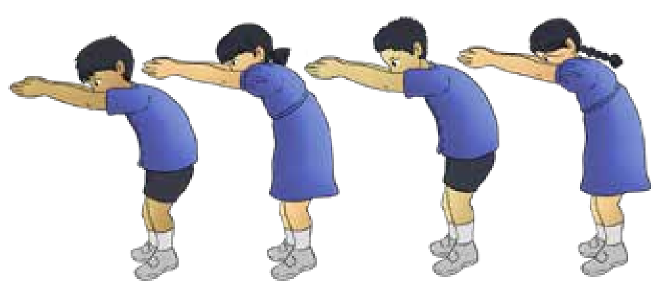

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘তিন’ বললে দুই হাত উপরের দিকে রেখে পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	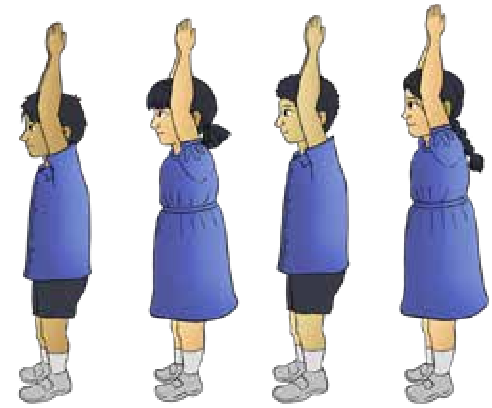
৫	‘চার’ বললে শিশুরা হাত নিচে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	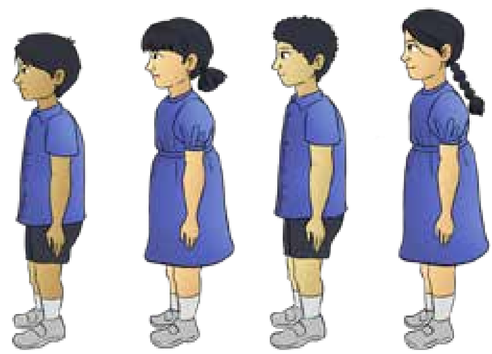
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৫ঃ হাত ও পায়ের ব্যায়াম- তালি বাজানো

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা দুই বা তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	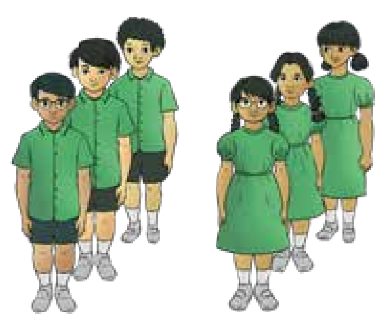

ধাপ	করণীয়	চিত্র
২	'এক' বললে শিশুরা উপরের দিকে লাফ দিয়ে দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করে এবং দুই পা একটু ফাঁক করে দাঁড়াবে।	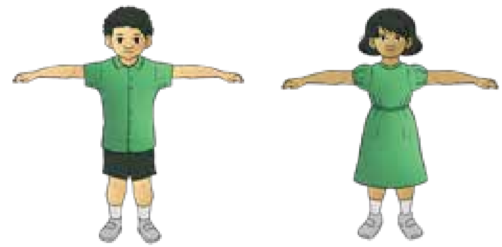
৩	'দুই' বললে শিশুরা উপরের দিকে লাফ দিয়ে দুই হাত উপরে তুলে তালি বাজাবে এবং দুই পা একত্র করে দাঁড়াবে।	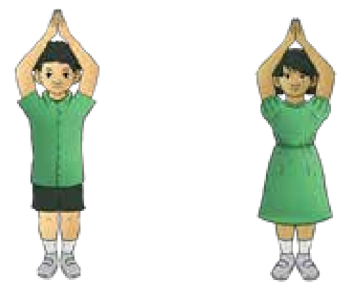
৪	'তিন' বললে শিশুরা উপরের দিকে লাফ দিয়ে দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করে এবং দুই পা একটু ফাঁক করে দাঁড়াবে।	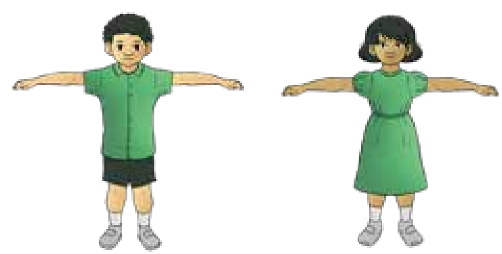
৪	'চার' বলার সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে লাফ দিয়ে দুই হাত নিচে নামাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	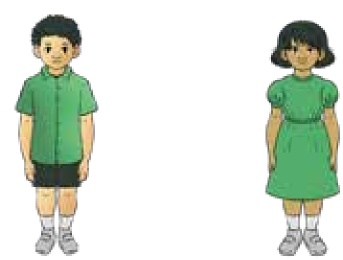
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি চারবার করবে। এরপর 'এক' নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৬ঃ কোমরের ব্যায়াম- কোমর দোলানো

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা কোমরে দুই হাত রেখে দুই বা তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	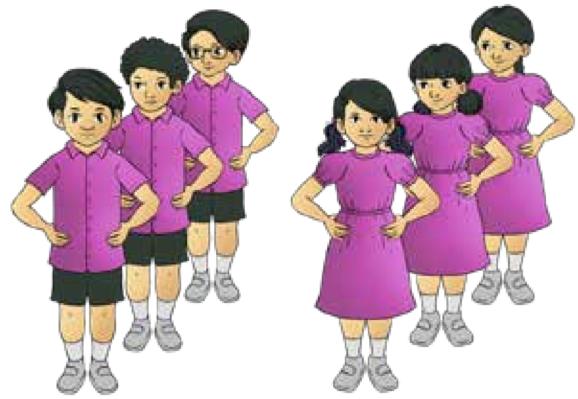
২	‘এক’ বললে শিশুরা কোমর ধরে রেখে শরীরের উপরের অংশ ডান দিকে বাঁকা করবে।	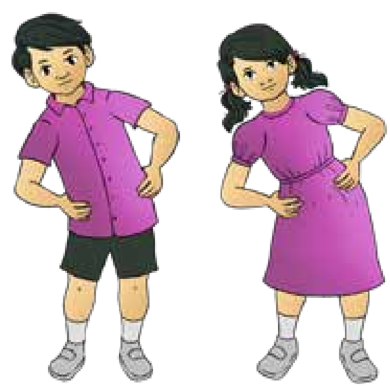
৩	‘দুই’ বললে শিশুরা কোমর ধরেই সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	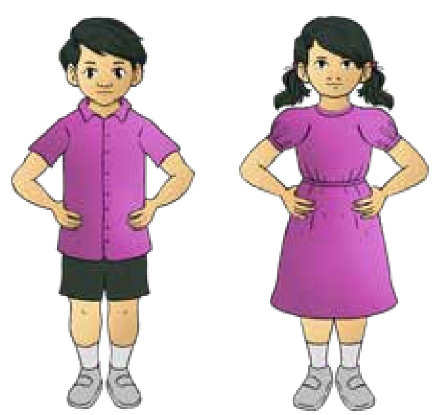

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	'তিন' বললে শিশুরা কোমর ধরে বাম দিকে বাঁকা করবে।	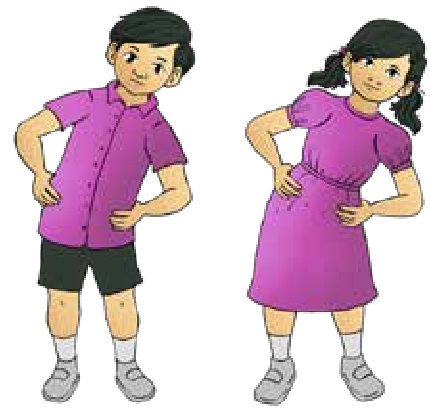
৫	'চার' বললে কোমর ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	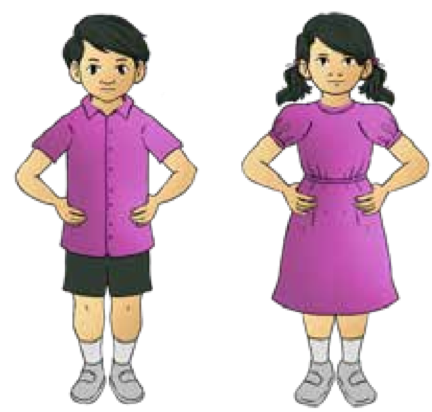
৬	এরপর শিশুরা কোমর থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	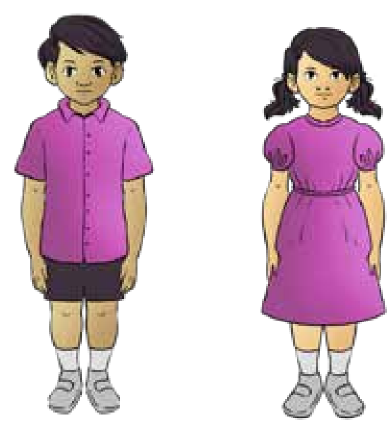
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর 'এক' নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৭ঃ হাঁটুর ব্যায়াম

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা দুই বা তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	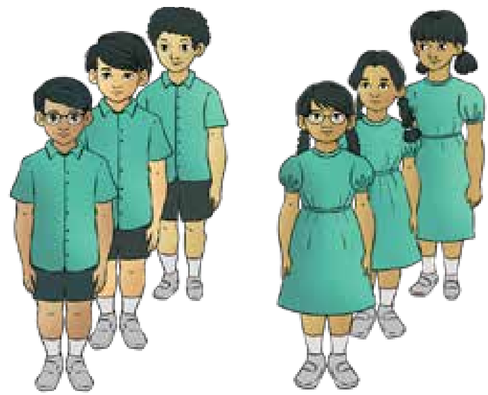
২	‘এক’ বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাঁটু স্পর্শ করবে এবং বাম হাত শরীরের বাম পাশে সোজা রাখবে।	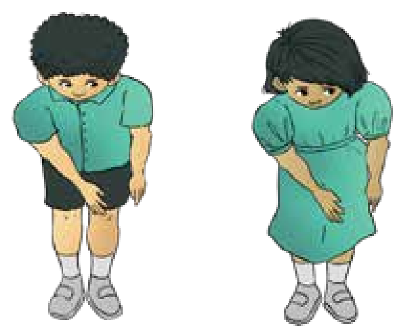
৩	‘দুই’ বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার শিশুরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘তিন’ বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাঁটু স্পর্শ করবে এবং ডান হাত শরীরের ডান পাশে সোজা রাখবে।	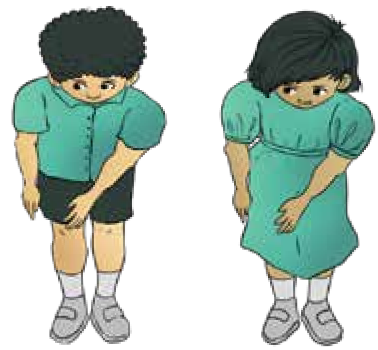
৫	‘চার’ বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	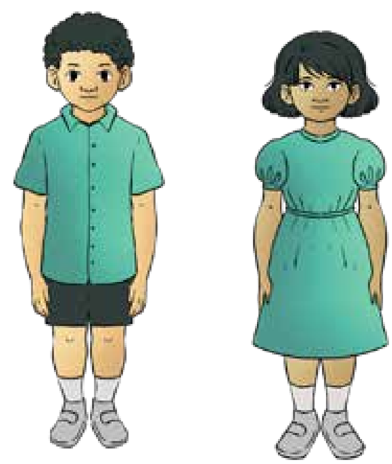

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি কমপক্ষে চার বার অনুশীলন করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।

খেলা

খেলা হলো শিশুর সবচেয়ে পছন্দনীয় একটি কাজ। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পর্যায়ে শিশুর জন্য খেলা হলো শেখার একটি অন্যতম উপায়। বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জন ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ, বিনোদন এবং সার্বিক বিকাশ লাভের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুরা যেমন একাকী ও ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করে, তেমনই অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোট বা বড় দলে খেলতে ভালবাসে। এসব বিষয় এবং প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের বয়স বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পাঠ্যসূচিতে খেলা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এসব খেলাকে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পাঠ্যসূচিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক) ইচ্ছেমতো খেলা খ) নির্দেশনার খেলা।

ক) ইচ্ছেমতো খেলা

শিক্ষক ইচ্ছেমতো খেলার নিয়মাবলি অনুসরণ করে শিশুদের নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনা করবেন।

খ) নির্দেশনার খেলা

শিক্ষক বর্ণিত খেলার পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের নিয়ে ভিতরের খেলা এবং বাহিরের খেলা পরিচালনা করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।
১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।
১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা।
৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
৪.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারা।
৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সাথে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা ও আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।
৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।

শিখনফল

১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে।
১.২.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোট ছোট কাজ করতে পারবে।
১.২.৩ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করতে পারবে।
১.৩.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে ছোট ছোট কাজ করতে পারবে।
৩.২.৫ খেলাধুলায় আনন্দ সহকারে বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.২.১ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর রং, আকৃতি, গঠন শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৪ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন আকৃতির বস্তু শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৫ রং, আকার-আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু সাজাতে ও শ্রেণিকরণ করতে পারবে।
৫.১.৬ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে অনুমানপূর্বক পরিমাপ করতে পারবে।
৫.১.৭ রং, আকার-আকৃতির ভিত্তিতে সহজ নকশা/প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবে।
৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর রং চিনে বলতে পারবে।
৬.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর ছবি রং করতে পারবে।
৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.১০ স্থানীয় সাধারণ বাদ্যযন্ত্র শনাক্ত করতে পারবে।

ক) ইচ্ছেমতো খেলা

বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা এবং সার্বিক বিকাশ লাভ ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। প্রত্যেক শিশুরই স্বকীয়তা ও শেখার নিজস্ব ধরন রয়েছে। ইচ্ছেমতো খেলা শিশুর স্বকীয়তা বজায় রেখে সৃজনশীলতা প্রকাশের একটি অন্যতম পদ্ধতি। এ ধরনের খেলার মাধ্যমে শিশু একাকী কিংবা অন্য শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী যা কিছু করতে চায় বা খেলতে চায় তাই করার সুযোগ পায়। ইচ্ছেমতো খেলার মাধ্যমে শিশুরা একে অপরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়া শেখে। এছাড়া শিশুরা নিজে নিজে অথবা অন্যের সাহায্যে কাজ করতে শেখে। এভাবে শিশুরা তাদের পছন্দমতো খেলার মাধ্যমে অনুসন্ধান, আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ পায়।

ইচ্ছেমতো খেলায় শিশুর যেসব দক্ষতা অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো-

- **সৃজনশীলতা**
- **কল্পনাশক্তি**
- **আত্মবিশ্বাস**
- **আত্মসচেতনতা**
- **সক্রিয় অংশগ্রহণ**
- **বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব**
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ**
- **আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ**
- **সহযোগিতার মানসিকতা**

ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনার নিয়ম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে খেলা একটি দৈনন্দিন কাজ। ইচ্ছেমতো খেলার সময় শিশুরা ৪টি ভাগে ভাগ হয়ে ৪টি ভুবনে (কর্নারে) যেমন- কল্পনার ভুবন (কর্নার), রঙের ভুবন (কর্নার), গল্পের ভুবন (কর্নার) এবং বাহিরের ভুবন (পানি ও বালির কর্নার) সাজিয়ে রাখা উপকরণ নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেলবে। শিক্ষক শিশুদের শুধু ৪টি ভুবনের (কর্নারের) নাম বলবেন। শিশুরা তাদের পছন্দমতো ভুবনে (কর্নারে) গিয়ে সেখানে রাখা উপকরণ নিয়ে তাদের ইচ্ছেমতো খেলবে। তবে কেউ ইচ্ছে করলে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে যেকোনো জায়গায় খেলতে পারবে। তাছাড়া খেলার সময় শিশুরা এক ভুবনের (কর্নারের) উপকরণ অন্য ভুবনে (কর্নারে) নিয়ে যেতে পারবে। শিশুরা যাতে এককভাবে, জোড়ায় বা ছোটো দলে তাদের পছন্দ অনুযায়ী মুক্তভাবে খেলতে পারে সেটাই ইচ্ছেমতো খেলার মুখ্য বিষয়। ৪টি ভুবনে (কর্নারে) বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে রাখা হলেও শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো যেকোনো উপকরণ নিয়ে খেলতে পারবে এবং তাদের পছন্দমতো কিছু তৈরি করতে পারবে। এ খেলায় শিশুর বন্ধু নির্বাচনে, খেলার ভুবন (কর্নার), উপকরণ ও বিষয় নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এ সময় শিক্ষক তাদের কোনো ধরনের নির্দেশনা না দিয়ে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখবেন, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করবেন। যা শিশুদের খেলায় অংশগ্রহণে আরো বেশি আগ্রহী করে তুলবে। এসব বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখেই ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনা করতে হবে।

ইচ্ছেমতো খেলায় শিক্ষকের করণীয়

ইচ্ছেমতো খেলা সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকের কাজ মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- প্রস্তুতিমূলক কাজ
- খেলা চলাকালীন কাজ
- শিশুদের বিশেষ আচরণের ক্ষেত্রে কাজ

প্রস্তুতিমূলক কাজ

- চারটি ভুবনকে (কর্নারকে) উপকরণ দিয়ে সাজাবেন।
- ভুবনের (কর্নারের) সব উপকরণ একসাথে না দিয়ে কিছু উপকরণ রেখে দিবেন। পরে বাকি উপকরণ দিয়ে আবার কিছু উপকরণ তুলে রাখবেন। এভাবে ভুবনের (কর্নারের) উপকরণে বৈচিত্র্য আনবেন।

- প্রতিটি ভুবনের (কর্নারের) ধরন অনুযায়ী উপকরণগুলো এক জায়গায় রাখবেন, যেমন-বড়ো ব্লকগুলো এক জায়গায়, কিউবগুলো আরেক জায়গায়, তিনকোনাগুলো আরেক জায়গায় রাখা। কিছু উপকরণ আলাদা প্যাকেটে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- উপকরণগুলো কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইনে সাজিয়ে রাখবেন না, এতে শিশুরা মনে করতে পারে উপকরণগুলো দিয়ে এভাবেই ডিজাইন করতে হয়। শিশুর স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া জরুরি।
- চারটি ভুবন (কর্নার) সম্পর্কে সব শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন এবং পরিচিত করাবেন।
- কোনো ভুবনে (কর্নারে) নতুন উপকরণ যোগ হলে তা শিশুদের জানাবেন।
- অভিনয়মূলক খেলার সময় পোশাক বা মুখোশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন।

খেলা চলাকালীন কাজ

- শিশুদের তাদের পছন্দ অনুযায়ী ৪টি ভাগে ভাগ হতে বলবেন। এক্ষেত্রে কোনো শিশুর বিশেষ কোনো ভুবনের (কর্নারের) প্রতি আগ্রহ থাকলে তাকে ঐদিনের জন্য জোরাজুরি করে অন্য কর্নারে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।
- কোন শিশু কী খেলবে বা কার সাথে খেলবে, তাকে তার পরিকল্পনা করতে বলবেন এবং শিশুদের দলে বা জুটিতে খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ইচ্ছেমতো ভুবনে (কর্নারে) গিয়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিশু যেন একদিনে ঘুরে ঘুরে সবগুলো কর্নারে খেলে সেভাবে তাদের উৎসাহিত করবেন।
- কোনো নির্দিষ্ট ভুবনে (কর্নারে) যদি বেশি ভিড় হয়, তাহলে খালি ভুবনে (কর্নারে) গিয়ে শিক্ষক নিজেই খেলবেন। শিক্ষককে খেলতে দেখে ২/১ জন শিশু তার সঙ্গে খেলতে উৎসাহী হবে। যদি কোনো শিশু খালি ভুবনে (কর্নারে) খেলতে উৎসাহী না হয় তাহলে তাকে জোর করবেন না।
- শিশুরা যদি কোনো উপকরণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, সেক্ষেত্রে তাদের কোনো একটি আকর্ষণীয় উপকরণ দিয়ে আকৃষ্ট করে কাড়াকাড়ি থামাবেন।
- কোনো শিশু খেলতে উৎসাহিত না হলে তাকেও অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করবেন।
- শিশুরা যা খেলছে বা তৈরি করছে, তা তার বন্ধুদের বা শিক্ষকের কাছে বলতে বা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুরা যেন অন্য শিশুর মতো একই ধরনের খেলা অনুকরণ না করে নিজস্ব কিছু করে, তাদের খেলায় যেন সৃজনশীলতা থাকে সেদিকে খেলায় রাখবেন।
- শিশুরা যেন একই খেলা বারবার বা প্রতিদিন না করে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।
- শিশুদের অভিনয়মূলক ও কল্পনা করে দীর্ঘ সময় নিয়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- গল্পের ভুবনে (কর্নারে) যেসব বই থাকে, শিশুরা বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখার সময় তারা যদি চায় শিক্ষক তাঁদের গল্প পড়ে শোনাবেন।
- রঙের ভুবনে (কর্নারে) খেলার সময় শিশুরা যেসব ছবি আঁকে সেই ছবিতে তাদের নাম ও তারিখ লিখে দিয়ে, সেগুলো শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টানানোর ব্যবস্থা করবেন।

খেলা শেষের কাজ

- ইচ্ছেমতো খেলা শেষে শিক্ষক ঝুনঝুনি/ঢোল বাজিয়ে অথবা হাততালি দিয়ে বিভিন্ন ভুবন (কর্নার) থেকে শিশুদের একত্রিত করার জন্য উৎসাহিত করবেন, যাতে তারা আনন্দের সঙ্গে পরবর্তী খেলায় বা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ৪টি ভুবনের (কর্ণারের) উপকরণগুলো গুছিয়ে রাখবেন।
- সবশেষে শিশুদের হাত-মুখ ধুয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হতে বলবেন।

বিশেষ নির্দেশনা

ইচ্ছেমতো খেলার সময় শিক্ষক শিশুদের কোনো ধরনের নির্দেশনা না দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন। তবে খেলার সময় শিশুদের একই উপকরণ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা না দিয়ে এবং মুক্ত প্রশ্ন করে উৎসাহিত করবেন। যেমন-

- কোনো শিশু ব্লক দিয়ে কিছু তৈরি করলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "ব্লক দিয়ে তুমি কী বানিয়েছো? ব্লক দিয়ে তুমি আর কী কী বানাতে চাও?"
- একইভাবে বাহিরের ভুবনে (পানি ও বালির কর্নারে) শিশুরা খেললে, তাদের কাছে জানতে চান, "তুমি পানির বোতলটি নিয়ে কী করতে চাও? পানি ভরেছো কি না? কীভাবে ভরেছো? কত মগ/কাপ পানি বোতলে ঢেলেছো দেখাতে বলতে পারেন"।
- কোনো শিশু কিছু আঁকলে তার কাছে জানতে চাইতে পারেন, কী আঁকছো? তোমার আঁকা ঘরের মধ্যে কে কে আছে? তারা কী করছে ইত্যাদি।
- কোনো শিশু বোতাম দিয়ে খেললে, তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এখানে কী কী রং আছে? কার হাতে বোতাম বেশি রয়েছে? শিশুদের বোতাম গুনে দেখাতে বলবেন।
- ইচ্ছেমতো খেলা শেষে শিশুরা যাতে উপকরণগুলো বিভিন্ন ভুবনে (কর্নারে) গুছিয়ে রাখে এবং তারা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।

শিশুদের ভিন্ন ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ

ইচ্ছেমতো খেলার সময় সাধারণত শিশুরা স্বপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নানাভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলা বা কাজে অংশগ্রহণ করে। কিছু শিশু ভিন্ন ধরনের আচরণ করতে পারে। ইচ্ছেমতো খেলার সময় শিশুর এসব ভিন্ন ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় নিচের ছকে দেওয়া হলো-

শিশুদের ভিন্ন ধরনের আচরণ	শিক্ষকের করণীয়
১. **উদ্বেগপূর্ণ আচরণ:** দুশ্চিন্তাযুক্ত থাকা, মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকা, অযথাই কান্নাকাটি করা।	১. এই ধরনের শিশুদের আলাদাভাবে সময় দিয়ে অন্যদের সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন। যেমন- তোমার কী মন খারাপ? তোমার কেমন লাগছে? তুমি কাকে বন্ধু পেলে খুশি হবে? তুমি কী খেলতে বা করতে চাও? ইত্যাদি। অন্য শিশুদের এই ধরনের শিশুদের সঙ্গে নিয়ে খেলতে বলবেন। প্রয়োজনে ঐ শিশুর সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করবেন।
২. **উদ্দেশ্যহীন আচরণ:** শিশু নিজে নিজে না খেলা, অন্য শিশুর খেলা না দেখা, উদ্দেশ্যহীন বা অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়ানো।	২. এই ধরনের শিশুদের অনির্দেশনামূলক কথার মাধ্যমে খেলায় অংশগ্রহণ করাবেন। যেমন- তুমি কী করছ? সবাই তো খেলছে, তুমি কী খেলতে চাও? কার সঙ্গে খেলতে চাও? কী দিয়ে খেলতে চাও? ইত্যাদি।

৩. **দর্শকসুলভ আচরণ:** নিজে নানারকম কাজ বা খেলায় অংশগ্রহণ না করে অন্যের খেলা/কাজ দেখে বা অন্যের কথা শুনে সময় কাটাতে পছন্দ করা। অন্যের খেলা দেখে এরা বেশি মজা পায়। এই শিশুদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস কম থাকে।	৩. এই ধরনের শিশুদের অনির্দেশনামূলক কথার মাধ্যমে খেলায় অংশগ্রহণ করাবেন। যেমন- তুমিও তাদের মতো খেলতে পারো, কোন খেলাটি তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে? চলো আ-মরা সেই খেলাটি খেলি ইত্যাদি।
৪. **আগ্রাসী আচরণ:** খেলার সময় অন্যের জিনিস কেড়ে নেওয়া বা ভেঙে ফেলা, অন্য শিশুকে মারা বা আঘাত করা হঠাৎ অন্য শিশুদের সাথে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়া।	৪. এই ধরনের শিশুদের আলাদাভাবে সময় দিয়ে আদর যত্ন সহকারে কথা বলে ব্যবস্থাপনা করবেন এবং অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলে মিশে খেলতে উৎসাহিত করবেন। যেমন- তুমি কী নিয়ে খেলতে চাও? যারা সুন্দর করে খেলে আমি তাদের খুব পছন্দ করি। তুমি অন্যদের সঙ্গে খেলতে চাইলে তারাও তোমার সঙ্গে খেলবে। আচ্ছা তুমি কোন কর্নারে খেলতে চাও? কাকে তুমি সাথী হিসেবে পেতে চাও? ইত্যাদি শিশুর ভালো দিকগুলো জেনে তার ভিত্তিতে শিশুকে প্রশংসা করবেন। তাকে এই বিশ্বাস দিতে হবে যে, কেউ তাকে অপছন্দ করে না (সবাই তাকে পছন্দ করে)। এভাবে শিশুর আচরণ যতদিন পরিবর্তন না হয়, ততদিন কাজটি করবেন। অন্য কারো সঙ্গে খেলতে না চাইলে প্রথম কিছুদিন শিক্ষক নিজে শিশুর সঙ্গে খেলবেন।

ইচ্ছেমতো খেলার উপকরণ

ইচ্ছেমতো খেলার জন্য শিশুদের যত বেশি ধরনের উপকরণ দেওয়া যাবে, তারা তত বেশি কল্পনা করে সৃজনশীল কাজ করতে পারবে। এই উপকরণগুলো হতে হবে আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়। ইচ্ছেমতো খেলার জন্য প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপকরণ থাকতে হবে। শিশুদের সুবিধার্থে উপকরণগুলো চারটি ভুবনে (কর্নারে) সাজিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কল্পনার ভুবন (কর্নার), রঙের ভুবন (কর্নার), পানি ও বালির ভুবন (কর্নার), গল্পের ভুবনে (কর্নারে) অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণের নমুনা তালিকা দেওয়া হলো।

উপকরণ সংগ্রহ

ইচ্ছেমতো খেলার জন্য উপকরণগুলো সবসময় বাইরে থেকে নাও পাওয়া যেতে পারে বা আংশিক পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক অভিভাবকদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে যা সহজলভ্য বা তৈরি করা সম্ভব, সেসব উপকরণ বিভিন্ন ভুবনে (কর্নারে) সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন- মাটি দিয়ে তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, চুলা, পুতুল, কাঠের ব্লক, বাঁশের টুকরা, পাতার তৈরি বিভিন্ন বাঁশি, চশমা, ঘড়ি, পাথর, বিচি, কাগজের তৈরি মুখোশ, বোতলের তৈরি ঝুনঝুনি, বোতাম, দড়িলাফ খেলার দড়ি ইত্যাদি। শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের খেলনা বানিয়ে নিয়ে আসার অনুরোধ করে কিংবা সমাবেশে তাদের দিয়ে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করিয়ে বিদ্যালয়ে শিশুদের খেলার জন্য রাখতে পারেন। তাছাড়া শিশুরা চারু ও কারু ক্লাসে যে সব উপকরণ তৈরি করবে, তা শ্রেণিতে ইচ্ছেমতো খেলার জন্য রাখতে পারেন। শিক্ষক নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে শিশুদের খেলার জন্য ব্লক, পুতুল, খেলনা মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। যেমন- কাঠমিস্ত্রির সঙ্গে কিংবা কাঠের দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাঠ সংগ্রহ করে ব্লক বানানো কিংবা ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান হিসেবে খেলনা নেওয়া ইত্যাদি। উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক, স্বল্পমূল্য, নিরাপদ এবং শিশুর বিকাশ উপযোগিতার দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে।

চারটি ভুবন (কর্নার) ও উপকরণের তালিকা

ভুবন (কর্নার) ও ভুবন (কর্নার) ভিত্তিক উপকরণ

(ক) কল্পনার ভুবন (কর্নার)

❖ **কেনা উপকরণ**

১. প্লেট ৩টি (প্লাস্টিক)
২. চামচ ৩টি (স্টিল)
৩. গ্লাস ৩টি (প্লাস্টিক)
৪. হাঁড়ি-পাতিলের সেট (এলুমিনিয়াম)
৫. আসবাবপত্রের সেট (চেয়ার, টেবিল, আলনা, খাট ইত্যাদি)
৬. পশু-পাখির সেট (প্লাস্টিক)
৭. পুতুল সেট (বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে)
৮. টেলিফোন, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি মডেল
৯. বিভিন্ন যানবাহনের সেট (বাস, রেলগাড়ি, রিকশা, সিএনজি ইত্যাদি) মডেল
১০. ডাক্তারি সেট, পুষ্টিকর খাবারের চার্ট
১১. বিভিন্ন খেলনা বাদ্যযন্ত্র, যেমন- একতারা, ঢোল ইত্যাদি
১২. কাঠের/ প্লাস্টিকের ব্লক (বিভিন্ন আকৃতির এবং রঙের ব্লক)
১৩. জীবজন্তু (প্লাস্টিকের)
১৪. টেনিস বল

❖ **তৈরি করা ও প্রাকৃতিক উপকরণ**

১. পুতুল (কাপড়, তুলা, কাগজ ও মাটির তৈরি)
২. মাছ (কাপড়, কাগজ, সুপারি গাছের খোলের তৈরি)
৩. হাড়ি-পাতিল (প্লাস্টিক/মাটির তৈরি)
৪. বিভিন্ন ফল (প্লাস্টিক/মাটির তৈরি)
৫. বিভিন্ন ফুল (কাগজের তৈরি, প্রকৃতি থেকে পাওয়া)
৬. পাখি (কাগজের তৈরি)
৭. পালকি (কাঠ ও বাঁশের তৈরি)
৮. নৌকা (কাগজের তৈরি)
৯. চামচ (নারকেল মালার তৈরি)
১০. কৌটা
১১. মালা (কাগজ/ঝড়ে পড়া ফুলের মালা/পাট কাঠির মালা/ পুতির মালা)
১২. মুকুট (কাগজের/সোলার তৈরি)
১৩. দাড়িপাল্লা (নারকেলের মালার তৈরি)
১৪. পাখা, কুলা (কাগজ/খেজুর পাতা, তাল পাতা ও বাঁশের তৈরি)
১৫. চেয়ার, টেবিল ও খাট (কার্টুন/কাগজের বাক্সের তৈরি)
১৬. ঝুড়ি, পাটি, ছিকা (বাঁশ, বেত, পাটের তৈরি)
১৭. বিচি রাখার জন্য কাপড়/কাগজের ব্যাগ
১৮. ঝুনঝুনি এবং ডুগডুগি (দুধের কৌটা ও বাঁশের তৈরি)
১৯. মাটির পিরামিড
২০. বাঁশের চরকি
২১. মাছ, ফল, ফুল, পাখির পাজেল (কাগজের তৈরি)
২২. পাথর (বিভিন্ন রং করা)
২৩. ম্যাচিং কার্ড
২৪. সংখ্যার কার্ড (০ থেকে ১০ পর্যন্ত)
২৫. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছবি সম্বলিত পাজেল ও কার্ড (বৈশাখি মেলা, শহিদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধের ছবি ইত্যাদি)
২৬. বিভিন্ন ধরনের বিচি
২৭. বল (বিভিন্ন রংয়ের কাপড়ের তৈরি)

ভুবন (কর্নার) ও ভুবন (কর্নার) ভিত্তিক উপকরণ
(খ) রঙের ভুবন (কর্নার) ❖ **কেনা উপকরণ** ১. কগজ (সাদা/রঙিন) ২. ছবি আকার বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- রং পেন্সিল, ক্রেয়ন, জলরং ৩. বিভিন্ন রঙের বল ৪. প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন রঙের বস্তু (ফুল, পাতা, সবজি ইত্যাদি)

ভুবন (কর্নার) ও ভুবন (কর্নার) ভিত্তিক উপকরণ	
(গ) গল্পের ভুবন (কর্নার) ❖ **কেনা উপকরণ** ১. গল্পের বই ২. ছবিভিত্তিক গল্পের বই ৩. বিভিন্ন রকমের ছবি ৪. কাগজের তৈরি মুকুট এবং মুখোশ ৫. পাপেট (কাগজ/কাপড়ের তৈরি) ৬. ফ্লাস কার্ড	**(ঘ) পানি ও বালির ভুবন (কর্নার)** ❖ **কেনা উপকরণ** ১. ২টি বড়ো গামলা (প্লাস্টিক) ২. ২টি গ্লাস (প্লাস্টিক) ❖ **তৈরি করা ও প্রাকৃতিক উপকরণ** ১. বোতল ৫টি (প্লাস্টিক) ২. বোতলের ছিপি (৫-১০টি) ৩. বোতলের অংশ (ফানেল হিসেবে ব্যবহারের জন্য) ৪. পানির ঝরনা (প্লাস্টিক বোতল ও বাঁশের তৈরি) ৫. নৌকা (কাগজের, পাতার) ৬. বালি এবং পানি (গামলার অর্ধেক করে) ৭. পেঁপে গাছের ডাটা, পানি মাপার কৌটা ইত্যাদি ৮. পানিতে ভাসে ও ডোবে এমন বস্তু

বিঃ দ্রঃ- চারটি ভুবনে (কর্ণারে) ব্যবহৃত খেলনাগুলো যেন ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য নিরাপদ হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

খ) নির্দেশনার খেলা

নির্দেশনার খেলার মাধ্যমে শিশুরা একে অপরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানে ও শেখে। এছাড়াও নির্দেশনার খেলা শিশুর ভাব গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান, আবেগ-অনুভূতি, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষা করার মনোভাব তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের জন্য নির্দেশনার খেলাকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্দেশনার খেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১) ভিতরের খেলা
২) বাহিরের খেলা

১. ভিতরের খেলা

ভিতরের খেলাগুলো সাধারণত শ্রেণিকক্ষের ভিতরে গোল হয়ে নিয়ম অনুযায়ী এবং আনন্দদায়ক উপায়ে খেলা করা হবে। খেলাগুলো সহজ থেকে কঠিন এই ধারাক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। খেলার জন্য বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনায় রেখে বহুল প্রচলিত ২৮টি 'ভিতরের খেলা' এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভিতরের খেলার তালিকা

১. নামের খেলা (নিজের নাম)	১৫. ফলের নামের খেলা
২. শুনি ও উড়ি	১৬. বলোতো আমি কী করি?
৩. বাজনার সাথে হাত বদল	১৭. থেমে যাও
৪. যা করি তাই করো	১৮. কে বলে মিউ?
৫. বিড়াল তোমার মাছ নিলো কে?	১৯. স্মৃতির খেলা
৬. বলতো আমার বন্ধু কে?	২০. খাবারের নামের খেলা
৭. পিছনের বস্তু স্পর্শ করে বলা	২১. বল পাসিং
৮. আগের মতো সাজাই	২২. জিনিস চেনার খেলা
৯. জোড়া তৈরির খেলা	২৩. যা বলি তা দেখাও
১০. ফুলের নামের খেলা	২৪. বলতো কীসের শব্দ?
১১. আমি যা দেখি, তা কি তুমি দেখো?	২৫. মালা গো মালা
১২. দলনেতা খুঁজে বের করি	২৬. যানবাহনের নামের খেলা
১৩. ছন্দে ছন্দে হাততালি	২৭. পাখির নামের খেলা
১৪. রুমাল খোঁজা	২৮. প্রযুক্তির নামের খেলা

বিশেষ নির্দেশনা

শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলা ছাড়া শিক্ষক স্থানীয় ও লোকজ কোনো খেলাও শিশুদের নিয়ে খেলতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, খেলাগুলো যেন প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুদের বয়স ও বিকাশ উপযোগী এবং শিশুর জন্য নিরাপদ হয়। শিক্ষক শিশুদের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী আগের মাসের করা খেলা থেকে কিছু খেলা পরের মাসগুলোতে পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।

ভিতরের খেলার মাধ্যমে শিশুর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা

খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত খেলার নিয়মগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ এবং শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি খেলা থেকেই শিশুরা চারটি বিকাশ ক্ষেত্রের বিভিন্ন দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে।

ভিতরের খেলা পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

বার্ষিক এবং সাপ্তাহিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক পর্যায়ক্রমে খেলাগুলো পরিচালনা করবেন। শিশুদের সঙ্গে শিক্ষক নিজেও খেলায় অংশগ্রহণ করবেন। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে সম্পর্ক সহজ, ভীতিহীন ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি খেলা পরিচালনা করবেন। তবে সব খেলার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ নিয়মসমূহ শিক্ষক মেনে চলবেন-

- খেলা পরিচালনা করার আগে খেলার পরিচালনার নির্দেশনা (পদ্ধতি) ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- উপকরণের প্রয়োজন হলে আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন।
- খেলা শুরু করার আগে খেলার নিয়মাবলি শিশুদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং নিজে নেতৃত্ব দিয়ে খেলাটি শিশুদের দিয়ে খেলাবেন। পরবর্তীতে শিশুদের নেতৃত্বেও খেলাটি খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- সব শিশু যাতে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যেকোনো খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।
- কোনো খেলা শিশুদের আয়ত্ত্বে এসে গেলে তাদের দিয়ে খেলা পরিচালনা করাবেন। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিশু যেন খেলা পরিচালনা করার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যদি কোনো শিশুর শারীরিক সমস্যা থাকে তবে তাকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করবেন।
- খেলায় ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

শারীরিক ও পেশীজ্ঞ কার্যক্ষমতা (খেলা)

খেলা । ১ নামের খেলা (নিজের নাম)

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে একটি বড়ো গোল তৈরি করবেন। তারপর হাত ছেড়ে দিবেন।
- শিশুদের বলবেন, "আমরা এখন নামের খেলা খেলব"।
- শিক্ষক প্রথমে নিজের নাম বলবেন তারপর ডান অথবা বাম পাশের শিশুকে জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমার নাম কী?"
- পাশের শিশু নিজের নাম বলে আবার তার পাশের শিশুকে জিজ্ঞাসা করবে- তোমার নাম কী?
- এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকে নিজের নাম বলে পরের জনের নাম জিজ্ঞাসা করে খেলা শেষ করবে।
- কারো নাম বলতে অসুবিধা হলে শিক্ষক অথবা অন্যরা সহযোগিতা করবেন।
- খেলাটি আয়ত্তে আসার পর শিশুদের নেতৃত্বে খেলাটি পরিচালনা করবেন।

খেলা । ২ শুনি ও উড়ি

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। দাঁড়ানোর সময় একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়াতে হবে।
- এবার শিশুদের বলবেন শুনি ও উড়ি নিয়ে একটি মজার খেলা খেলব।
- এরপর শিক্ষক বলবেন "কাক ওড়ে" তখন শিশুরা দুই হাত পাখি ওড়ার মতো করে দোলাবে। যখন বলবেন, "হাতি ওড়ে" তখন হাত না উঠিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।
- যেসব প্রাণী বা বস্তু ওড়ে (যেমন- কবুতর, চড়ুই, ময়না, কাক, চিল, উড়োজাহাজ ইত্যাদি) সেগুলোর নাম বলার পর শিশুরা হাত উঠিয়ে উড়ার মতো ভঙ্গি যদি না করে তা হলে খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে। আর যেসব প্রাণী বা বস্তু ওড়ে না (যেমন- চেয়ার, টেবিল, ঘর, হাতি, গরু ইত্যাদি) সেগুলোর নাম বলার পর হাত উঠালে বাদ হয়ে যাবে।
- এভাবে নিয়মানুযায়ী খেলাটি চালিয়ে যাবেন। শিশুদের হাততালি দিয়ে প্রশংসা করে খেলাটি শেষ করবেন।
- খেলাটি আয়ত্তে আসার পর শিশুদের মধ্য থেকে কাউকে খেলাটি পরিচালনা করার সুযোগ দিবেন।

খেলা । ৩ বাজনার সাথে হাত বদল

উপকরণ বল অথবা কাপড়ের তৈরি বিচির ব্যাগ, ঝুনঝুনি, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। যেকোনো একজন শিশুর হাতে বলটি বা বিচির ব্যাগ দিবেন।
- এরপর বলবেন, আপনি যখন ঝুনঝুনিটি বাজাবেন (ঝুনঝুনির বদলে অন্য কোনো বাজনা বাজিয়ে বা হাততালি দিয়েও খেলাটি চালানো যেতে পারে) তখন যার হাতে বল/বিচির ব্যাগ আছে সেটা সে পাশের জনের হাতে দিবে।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে একজন আরেকজনের হাতে বল/বিচির ব্যাগ দিবে। যতক্ষণ বাজনা বাজবে, ততক্ষণ হাত বদল হতে থাকবে। বাজনা থামলে যার হাতে বলটি থাকবে, সে খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে।
- এভাবে ঝুনঝুনি বাজিয়ে কয়েকবার খেলাটি পরিচালনা করবেন ও সবশেষে যে থাকবে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন।
- খেলাটি আয়ত্ত্বে আসার পর শিশুদের খেলাটি পরিচালনা করার সুযোগ দিবেন।

খেলা । ৪ যা করি তাই করো

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর শিশুদের খেলার নিয়মটি সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষক যেকোনো একটি অঙ্গভঙ্গি বা কাজ করবেন যে কাজটি শিশুরাও অনুসরণ করবে। যেমন- মাথা চুলকানো, নাচ করা, হাততালি দেওয়া ইত্যাদি।
- তারপর শিক্ষকের ডানপাশে দাঁড়ানো শিশুটি অন্য একটি অঙ্গভঙ্গি বা কাজ করবে এবং তা সবাই অনুসরণ করবে।
- এভাবে এক এক করে প্রত্যেকেই একটি করে নতুন নতুন অঙ্গভঙ্গি বা কাজ করবে এবং সকলেই তা অনুসরণ করবে।
- পরিশেষে শিক্ষক নিজে আরেকটি নতুন মজার কিছু করে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ৫ বিড়াল তোমার মাছ নিলো কে?

উপকরণ বিড়ালের মুখোশ ও কাগজের তৈরি মাছ

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে গোল হয়ে বসবেন। তাদের বলবেন আজ আমরা বিড়াল সেজে মজা করে খেলব।
- তারপর শিশুদের মধ্যে থেকে একজন আগ্রহী শিশুকে বিড়াল হতে আহ্বান করবেন। যে বিড়াল হতে চায় তাকে মুখোশটি পরিয়ে দিবেন। গোলের ঠিক মাঝখানে বিড়ালের মুখোশ পরা শিশুটিকে বসতে বলবেন ও তার পাশে খাবার হিসেবে মাছটি রাখবেন।
- বিড়ালের মুখোশ পরা শিশুটিকে চোখ বন্ধ করতে বলবেন। এবার শিক্ষক কোনো শিশুকে ইশারা করবেন যেন সে এসে চুপিচুপি মাছটি নিয়ে যায়। শিশুটিকে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসে মাছটি পিছনে লুকিয়ে ফেলতে বলবেন।
- এবার গোলে বসা শিশুরা হাত পিছনে নিয়ে একসঙ্গে সুর করে বলতে থাকবে, "বিড়াল তোমার মাছ নিলো কে?" আর বিড়ালের মুখোশ পরা শিশুটি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে, কার কাছে মাছ আছে।
- শিশুটি সঠিকভাবে বলতে পারলে যার কাছে মাছ আছে সে বিড়াল হবে।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ জানিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ৬ বলতো আমার বন্ধু কে?

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন এবং খেলার নিয়মটি সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক নিজে প্রথমে একজন শিশুকে তার বন্ধু বানিয়ে খেলাটি খেলবেন। এরপর অন্যান্য শিশুদের দিয়ে খেলাটি করাবেন।
- একজন শিশু গোলে দাঁড়ানো শিশুদের মধ্য থেকে একজনকে মনে মনে বন্ধু ভাববে এবং সবাইকে তার সেই বন্ধু সম্পর্কে বলবে। যেমন- আমার বন্ধু নীল জামা পড়েছে, মাথায় ফিতা আছে, বলতো আমার বন্ধুটি কে?
- এবার গোলে দাঁড়ানো সবাই চিন্তা করে বলবে এখানে কে তার বন্ধু। যে আগে সঠিকভাবে বলতে পারবে সে হাততালি পাবে। এবার আগে যে বন্ধু বানিয়েছিল তার পরের জন তার বন্ধু সম্পর্কে বলবে এবং অন্যরা বন্ধুকে খুঁজে বের করবে।
- সবশেষে শিক্ষক হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ৭ পিছনের বস্তু স্পর্শ করে বলা

উপকরণ বল, বিচি, চামচ, পাথর, ব্লক, কাঠি, পুতুল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খেলনা এবং একটি কাপড়ের থলে/ব্যাগ

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে গোল হয়ে বসবেন। থলে বা ব্যাগের মধ্যে সব উপকরণ ভরে নেবেন।
- এবার গোল বসা যেকোনো একজন শিশুর পিছনে গিয়ে থলে বা ব্যাগ থেকে একটি উপকরণ বের করবেন। শিশুটি যেন উপকরণটি দেখতে না পায়।
- শিশুটি তার হাত পিছনে নিয়ে খেলনাটি স্পর্শ করবে এবং বুঝতে চেষ্টা করবে এটা কী। আপনি শিশুটিকে প্রশ্ন করবেন- এটা কী শক্ত না নরম? কীসের তৈরি? এটার নাম কী?
- শিশুটি উত্তর বলার পর সবাইকে বস্তুটা দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন, উত্তর ঠিক হয়েছে কি না। যদি সঠিক হয় তাহলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে কয়েকজন শিশুকে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে প্রশ্ন করে খেলাটি পরিচালনা করবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ৮ আগের মতো সাজাই

উপকরণ বিচি, কাঠি, পাথর, বক, পুতুল, প্লাস্টিকের জীবজন্তু ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এরপর আপনার সামনে সবাই যাতে দেখতে পায় এমনভাবে ৪/৫টি উপকরণ সাজিয়ে রাখবেন এবং সবাইকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন।
- তারপর একজন শিশুকে চোখ বন্ধ করতে বলবেন অথবা ঘুরে বসতে বলবেন। এবার আপনি দ্রুত ২/১টি উপকরণ জায়গা বদল করে সাজাবেন।
- এবার শিশুটিকে চোখ খুলতে বলবেন বা আগের মতো বসতে বলবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন- খেলনাগুলো ঠিক আছে কি না? ঠিক না থাকলে আগে যেভাবে সাজানো ছিল তাকে এসে সেভাবে সাজাতে বলবেন। শিশুটি সাজাতে পারলে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন। না পারলে অন্য একজনকে সাজিয়ে দিতে বলবেন।
- এভাবে সব শিশুকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে দিবেন। খেলাটি শিশুদের আয়ত্তে এলে আগ্রহী কোনো শিশুকে খেলাটি পরিচালনা করতে দিবেন।

খেলা । ৯ জোড়া তৈরির খেলা

উপকরণ বিভিন্ন ধরনের বিচি বা গাছের ঝরাপাতা বা বিভিন্ন রঙের কাগজের টুকরা

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। যতজন শিশু আছে ততটি পাতা আপনার কাছে রাখবেন। বিভিন্ন ধরনের দু'টি করে পাতা নিবেন। যেমন- দুটি আম পাতা, দুটি কাঁঠাল পাতা, দুটি পেয়ারা পাতা ইত্যাদি।
- এবার বলবেন, আমি পাতাগুলো তোমাদের সামনে ছড়িয়ে দেব। তারপর ঝুনঝুনি বাজাব এবং ঝুনঝুনি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাই একটি করে পাতা নিবে এবং যারা একই রকম পাতা পাবে তারা দু'জন করে জোড়া বাঁধবে।
- এবার পাতাগুলো ছড়িয়ে দিবেন, ঝুনঝুনি বাজাতে থাকবেন এবং সবাইকে দ্রুত একটি করে পাতা নিতে বলবেন এবং জুটি বাঁধতে বলবেন।
- এবার ঝুনঝুনি বাজানো বন্ধ করবেন। যারা জুটি বাঁধতে পেরেছে তাদের হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।
- এভাবে খেলাটি আরো ২/৩ বার করবেন যাতে শিশুরা বিভিন্ন জনের সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারে।
- যদি কোনো শিশুর শারীরিক সমস্যা থাকে তবে তাকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করবেন।

খেলা । ১০ ফুলের নামের খেলা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এরপর বলবেন, আজ আমরা মজা করে ফুলের নামের খেলা খেলব। সবাইকে মনে মনে একটি ফুলের নাম ঠিক করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক গল্পের মতো করে খেলাটি শুরু করবেন। যেমন- মনে করো আমরা একদিন একটি বড়ো বাগানে গিয়েছি, বিভিন্ন রকমের ফুল, যেমন- আমি গোলাপ ফুল দেখেছি। এরপর ডান অথবা বাম পাশের শিশুটিকে জিজ্ঞেস করবেন- তুমি কি দেখেছো? শিশুটি বলবে- আমি বেলি ফুল দেখেছি। এরপর শিশুটি পরের শিশুকে জিজ্ঞেস করবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে শিশুরা ফুলের নাম বলবে। এখানে ফুলের নাম পুনরাবৃত্তি হলেও সমস্যা নাই।
- এভাবে খেলাটি একে একে শেষ জন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।
- পরবর্তীতে খেলাটি শিশুদের আয়ত্তে আসার পর শিশুদের দিয়ে খেলাটি পরিচালনা করাবেন।
- যদি কোনো শিশুর কথা বলতে সমস্যা থাকে তবে তাকে খেলাটি খেলতে বিশেষভাবে সহায়তা করবেন।

খেলা । ১১ আমি যা দেখি, তা কি তুমি দেখো?

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর শ্রেণিকক্ষে আছে এমন একটি জিনিস দেখে সবার উদ্দেশ্যে বলবেন, "আমি যা দেখি, তা কি তুমি দেখো? আমি দেখি, একটি পুতুল/একটি লাল ফিতা।"
- শিক্ষক বলার পর জিনিসটি দেখার জন্য একটু সময় দিবেন এবং হাত তুলতে বলবেন, যে শিশু সবার আগে হাত তুলতে পারবে, তাকে বলতে উৎসাহিত করবেন। সে বলতে পারলে হাততালি দিবেন, না পারলে পরের জনকে বলতে দিবেন। এভাবে কয়েকবার খেলাটি খেলবেন। খেয়াল রাখবেন, যা আপনি দেখাবেন, তা যেন শ্রেণিকক্ষের মধ্যে থাকে।
- তারপর শিশুদের মধ্যে থেকে ২/১ জন আগ্রহী শিশুকে খেলাটি পরিচালনা করতে উৎসাহিত করবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১২ দলনেতা খুঁজে বের করি

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন এবং খেলার নিয়মটি সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন।
- তারপর একজন আগ্রহী শিশুকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেতে বলবেন এবং এমন জায়গায় দাঁড়াতে বলবেন যাতে ভিতরের কাউকে দেখতে না পায় এবং ভিতরের কথা শুনতে না পায়। গোল হয়ে দাঁড়ানো শিশুদের মধ্য থেকে একজন দলনেতা হবে।
- এবার দলনেতা বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি বা কাজ করবে এবং নেতার মতো করে গোলের সবাই একই রকম অঙ্গভঙ্গি বা কাজ করবে। যেমন- মাথার ওপর হাততালি দেওয়া, তুড়ি বাজানো, নাচের অঙ্গভঙ্গি করা ইত্যাদি।
- এরপর দলনেতা যখন অঙ্গভঙ্গি শুরু করবে তখন বাহিরের শিশুটি শ্রেণিকক্ষে আসবে এবং দলনেতাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। দলনেতাকে যখন বের করে ফেলবে তখন নেতা শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাবে এবং অন্য একজন দলনেতা হবে।
- এভাবে খেলাটি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১৩ ছন্দে ছন্দে হাততালি

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর সবাইকে বলবেন যে, এখন আমরা নানাভাবে হাততালি দেব। একেকবার একেকজন নেতা হবে এবং আমরা সবাই নেতার মতো করে হাততালি দেব।
- শিক্ষক যেকোনো একটি ছন্দে হাততালি দিয়ে দেখিয়ে দিবেন। যেমন- কাব তালি, বৃষ্টি তালি, সংখ্যা তালি (১ বললে একটি তালি, ২ বললে দুইটি তালি) তারপর সবাইকে নিয়ে একই ছন্দে হাততালি দিতে থাকবেন। কিছুক্ষণ পর হাততালি থামিয়ে দিবেন।
- এবার শিক্ষকের ডানে অথবা বামে দাঁড়ানো শিশুকে শিক্ষকের দেখানো ছন্দে হাততালি দিয়ে দেখাতে বলবেন এবং আগের মতো সবাই মিলে হাততালি দিবেন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিশুকে একই ছন্দে হাততালি দিতে বলবেন ও একইভাবে সব শিশুকে তা অনুকরণ করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করে খেলাটি পরিচালনা করবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১৪ রুমাল খোঁজা

উপকরণ রুমাল

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এরপর খেলার নিয়মটি সবাইকে বলে দিবেন। একজন শিশুর হাতে রুমালটি থাকবে। সে রুমাল হাতে নিয়ে গোল হয়ে বসা শিশুদের চারদিকে দৌড়াবে।
- তারপর শিশুটি দৌড়াতে দৌড়াতে তার পছন্দমতো কোনো একজনের পিছনে রুমালটি ফেলে দিবে। এমনভাবে ফেলতে হবে যাতে, যার পিছনে ফেলা হয়েছে, সে যেন দেখতে না পায়।
- এবার যার পিছনে রুমালটি ফেলা হয়েছে, সে যদি বুঝতে পারে, তবে রুমালটি তুলে নিয়ে একইভাবে আরেকজনের পিছনে গিয়ে ফেলবে। আর আগের শিশুটি তার জায়গায় গিয়ে বসবে। আর যদি বুঝতে না পারে, তবে যে রুমাল ফেলেছিল, সে ঘুরে এসে যার পিছনে রুমাল আছে, তার পিঠে আস্তে করে একটা টোকা দেবে এবং তখন সে রুমাল নিয়ে আগের মতো অন্য আরেকজনের পিছনে গিয়ে ফেলবে।
- এভাবে নিয়মানুযায়ী খেলাটি পরিচালনা করবেন। সবাই যাতে একবার করে রুমাল পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১৫ ফলের নামের খেলা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে একটি বড়ো গোল তৈরি করবেন। এবার হাত ছেড়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর বলবেন আমরা আজ ফলের নামের খেলা খেলব। সবাইকে মনে মনে ফলের নাম ঠিক করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক গল্পের মতো করে খেলাটি শুরু করবেন। যেমন- মনে করো আমরা একদিন একটি বড়ো বাগানে গিয়ে বিভিন্ন রকমের ফল, যেমন- আমি আম দেখেছি। এরপর ডান অথবা বাম পাশের শিশুটিকে জিজ্ঞেস করবেন- তুমি কী দেখেছো? শিশুটি বলবে- আমি কাঁঠাল দেখেছি। এরপর শিশুটি পরের শিশুকে জিজ্ঞেস করবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে শিশুরা ফলের নাম বলবে। এখানে ফলের নাম পুনরাবৃত্তি হলেও সমস্যা নাই।
- এভাবে খেলাটি একে একে শেষ জন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিশুকে খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিবেন। পরবর্তীতে খেলাটি শিশুদের আয়ত্তে আসার পর খেলাটি পরিচালনা করতে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১৬ বলতো আমি কী করি?

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে গোল হয়ে বসবেন।
- এরপর শিশুদের বলবেন, আমরা এখন সবাই একবার করে অভিনয় করবো। একজনের অভিনয় দেখে সবাইকে বলতে হবে, সে কিসের অভিনয় করলো।
- এবার শিক্ষক যেকোনো কাজের অভিনয় করে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, আমি কী করেছি। যেমন- ফসল কাটা, ঝাড়ু দেওয়া, বই পড়া ইত্যাদি। বলতে পারলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- এবার শিশুদের মধ্যে থেকে অভিনয়ের জন্য যেকোনো শিশুকে আহ্বান জানাবেন ও অন্য শিশুদের বলতে বলবেন, সে কী করেছে। একে একে সবাইকে অভিনয়ের সুযোগ দিবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১৭ থেমে যাও

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক একটি গান অথবা ছড়া আবৃত্তি করবেন। গান বা ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ইচ্ছেমতো অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে উৎসাহিত করবেন।
- এবার গান গাইতে গাইতে হঠাৎ আপনি বলবেন, "থেমে যাও" তখন যে যে অবস্থায় আছে সে সে অবস্থাতেই থেমে যাবে। আর নড়াচড়া করতে পারবে না। যদি কেউ নড়াচড়া করে, তবে সে খেলা হতে বাদ হয়ে যাবে।
- এভাবে কয়েকবার খেলাটি পরিচালনা করবেন তবে প্রতিবার গান/ছড়া পরিবর্তন করতে হবে।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১৮ কে বলে মিউ?

উপকরণ বিড়ালের মুখোশ (কাগজের তৈরি)

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর একজন আগ্রহী শিশুকে "মা বিড়াল" হবার সুযোগ দিবেন। এবার তাকে বিড়ালের মুখোশ পরে গোল থেকে বাইরে গিয়ে চোখ বন্ধ করতে বলবেন। ৩/৪ জনকে বিড়াল ছানা হতে বলবেন।
- তারপর গোলের সবাইকে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে (এমনভাবে ঢাকবে যাতে বুঝা না যায় কে কথা বলছে বা মুখ নাড়ছে) বলবেন। যারা বিড়াল ছানা হয়েছে তাদেরকে মিউ মিউ করে ডাকতে বলবেন। অন্যেরা কোনো শব্দ করবে না।
- এবার মা বিড়ালকে বৃত্তের ভিতরে আসতে বলবেন এবং তার ছানাগুলোকে (যারা মিউ মিউ ডাকছে) খুঁজে বের করতে বলবেন। মা বিড়াল তার ছানাদের খুঁজে বের করবে। পরে অন্য একজন মা বিড়াল হবে এবং একই নিয়মে খেলাটা চলবে। সবাই যাতে মা বিড়াল হওয়ার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১৯ স্মৃতির খেলা

উপকরণ বল, পাথর, ফুল, ফল, বীচি, টিনের কৌটা, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি এবং একটি গামছা/তোয়ালে/কাপড়ের টুকরা

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- গোলের মাঝখানে ৪/৫টি উপকরণ রেখে কাপড় বা গামছা দিয়ে ঢেকে দিবেন।
- এরপর কাপড়টি সরিয়ে সবাইকে উপকরণগুলো দেখতে দিবেন। সবাই ভালো করে খেয়াল করবে সেখানে কী কী উপকরণ আছে।
- এবার এক মিনিট পর উপকরণগুলো ঢেকে দিবেন এবং যেকোনো একজনকে জিজ্ঞেস করবেন, "তুমি যা যা উপকরণ দেখেছো, তার নাম বলো"। এভাবে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করবেন। সম্ভব হলে সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন ।
- যে সবচেয়ে বেশি উপকরণের নাম বলতে পারবে, তাকে অভিনন্দন জানান এবং সবাইকে হাততালি দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২০ খাবারের নামের খেলা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। সবাইকে বলবেন খাবারের নামের খেলা খেলবো। সকল শিশুকে মনে মনে তার পছন্দের খাবারের নাম ঠিক করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক গল্পের মতো করে বলবেন- তোমরা কি জানো আমার পছন্দের খাবার কী? আমার মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ। এরপর ডান অথবা বামপাশের শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন- তোমার কী খেতে পছন্দ? শিশু তার পছন্দের খাবারের নাম বলে তার পাশের শিশুকে জিজ্ঞেস করবে- তোমার কী খেতে পছন্দ? এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিশু একে অপরকে জিজ্ঞেস করে খেলাটি চালিয়ে যাবে।
- শিশুরা পছন্দের খাবারের নামের বদলে অন্য যেকোন খাবারের নাম ব্যবহার করতে পারবে। খাবারের নাম পুনরাবৃত্তি হলে কোন সমস্যা নেই।
- কোন শিশু বলতে না পারলে শিক্ষক তাকে সহযোগিতা করবেন।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২১ বল পাসিং

উপকরণ বল

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর বলবেন, এই খেলার জন্য একজন নেতার দরকার হবে। নেতার কাছে বলটি থাকবে। নেতা তার ডানদিকে একজনের কাছে বলটি পাস করবে। বলটি যে পেল সে তার পরের জনকে দিবে। নিয়ম হলো, নেতা বলটি যেভাবে দিয়েছিল প্রত্যেককে সেভাবেই দিতে হবে। যেমন- নেতা বলটি সামনে দিয়ে, মাথার উপর দিয়ে, পিছন দিয়ে ইত্যাদি যেকোনো একভাবে বল ডান অথবা বামপাশের শিশুকে পাসিং করবে এবং পর্যায়ক্রমে নেতার দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী বল সকল শিশুর হাত ঘুরে আবার নেতার কাছে আসবে।
- এভাবে বিভিন্নভাবে বল পাস করার মাধ্যমে খেলাটি চলবে।
- শিক্ষক নিজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে শিশুদের উৎসাহ দিবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২২ জিনিস চেনার খেলা

উপকরণ বিভিন্ন প্রকারের বাস্তব/খেলনা সবজি (আলু, পটল, বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়স ইত্যাদি)

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের গোল হয়ে বসতে বলবেন।
- এরপর আপনি কোনো একটি সবজি একজন আগ্রহী শিশুর হাতে দিন এবং বাজনা বাজাতে শুরু করবেন।
- তারপর শিশুদের বলবেন বাজনার তালে তালে সবজিটি হাত বদল করতে।
- এবার হঠাৎ করে বাজনা থামিয়ে দিন এবং যার হাতে সেই মুহূর্তে সবজিটি থাকবে তাকে দাঁড়াতে বলবেন। সবজিটির নাম ও সেটা সম্পর্কে ২/১টি বাক্য বলতে শিশুটিকে উৎসাহিত করবেন। যেমন- রং কেমন, খেতে কেমন, কাঁচা বা রান্না করে খেতে হয় কি?
- এভাবে বিভিন্ন সবজি নিয়ে খেলাটি খেলবেন। খেয়াল রাখবেন সব শিশু যাতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সবজি সম্পর্কে বলার সুযোগ পায়।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২৩ যা বলি তা দেখাও

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর শিশুদের বলবেন, আমি যা দেখাতে বলবো তোমাদের (শিশুদের) তা দেখাতে হবে, যেমন- দেখাও তোমার ডান হাত (শিশুরা তখন ডান হাত উঁচু করবে)। যারা ভুল করবে তারা বাদ হয়ে যাবে। বাদ হলে তারা গোলের ভিতর আপনার কাছে এসে দাঁড়াবে।
- এবার আপনি ইচ্ছেমতো বলবেন। যেমন- দেখাও দেখি ৪টি আঙুল, দেখাও তোমার ডান কান, দেখাও তোমার বাম চোখ, এভাবে ডান/বাম/শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ/বসা/দাঁড়ানো ইত্যাদি নানা কিছু নির্দেশনা দিয়ে দেখাতে বলে খেলাটি পরিচালনা করবেন।
- শিশুরা ঠিকমতো খেলতে পারছে কি না তা খেয়াল করবেন ও সবাইকে খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- পরবর্তীতে খেলাটি শিশুদের আয়ত্ত্বে আসার পর ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের নেতৃত্বে খেলাটি পরিচালনা করতে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২৪ বলতো কীসের শব্দ?

উপকরণ কাঠি, কাচের/স্টিলের গ্লাস, কাঠের তৈরি বাক্স, টিনের কৌটা, পাথর, ঝুনঝুনি, চাবি, বাঁশ, প্লাস্টিকের বোতল ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং শিক্ষক গোল থেকে একটু দূরে সব উপকরণ রেখে সেখানে গিয়ে বসবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের চোখ বন্ধ করতে বলবেন এবং উপকরণে সাহায্যে বিভিন্নভাবে শব্দ করবেন। যেমন- ঝুনঝুনি বাজিয়ে, চামচ/কাঠি দিয়ে গ্লাস বা টিনের কৌটায় বারি দিয়ে, প্লাস্টিকের বোতলের ভিতরে পাথর/মার্বেল/যেকোন ছোট বস্তু দিয়ে বাজিয়ে, হাতে তালি বা তুরি বাজিয়ে ইত্যাদি বিভিন্নভাবে শব্দ তৈরি করবেন। এরপর শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন- বলতো এটি কীসের শব্দ? শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে বিভিন্নভাবে শব্দ তৈরি করে খেলাটি কয়েকবার খেলবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের দিয়ে খেলাটি পরিচালনা করাবেন এবং প্রায়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২৫ মালা গো মালা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

খেলার পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। যেকোনো একজন আগ্রহী শিশুকে গোলের মাঝখানে গিয়ে বসতে বলবেন।
- এরপর গোলে দাঁড়ানো শিশুদের নিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে নিচের ছড়াটি আবৃত্তি করবেন।
- মাঝে বসা শিশুটি ছড়ার সাথে মিল রেখে অভিনয় করবে এবং কথা বলবে।

মালা গো মালা,
এসো করি খেলা
একটি মেয়ে বসে আছে
তার কোনো বন্ধু নেই (মাঝের শিশুটি কান্নার ভঙ্গি করবে)
ওঠো গো ওঠো, (মাঝের শিশুটি উঠে দাঁড়াবে)
চোখের পানি মোছো (শিশুটি চোখের পানি মুছবে)
হাত দিয়ে সালাম কর (শিশুটি সবাইকে সালাম করবে)

- তারপর মাঝের শিশুটি যাকে বন্ধু বানালো, তাকে এবার মাঝখানে গিয়ে বসতে বলবেন এবং একই নিয়মে খেলাটি চালিয়ে যাবেন। সবাই যাতে মাঝখানে যাওয়ার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- প্রয়োজনে শিশুদের ছড়া বলতে সহযোগিতা করবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২৬ যানবাহনের নামের খেলা

উপকরণ ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে একটি বড়ো গোল তৈরি করবেন। এবার হাত ছেড়ে দিবেন। বলবেন আমরা আজ বিভিন্ন যানবাহনের নামের খেলা খেলবো।
- এরপর শিক্ষক খেলাটি শুরু করে বলবেন, আমি নৌকায় চড়ে মামার বাড়ি যাই। এবার শিক্ষকের ডান অথবা বাম পাশের শিশুটি বলবে আমি রিকশা চড়ে মামার বাড়ি যাই। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে একটি করে যানবাহনের নাম বলে খেলাটি চালিয়ে যাবে। যানবাহনের নাম পুনরাবৃত্তি হতে পারে।
- এভাবে একে একে শেষজন পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে হবে। ধীরে ধীরে খেলাটি শিশুদের দিয়ে শুরু করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষক ফ্লিপ চার্টের (পৃষ্ঠা ....) এ যানবাহনের ছবি দেখিয়ে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন।
- খেলায় বৈচিত্র আনার জন্য শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন যানবাহন চালানোর/চড়ার ভূমিকাভিনয় করবেন (অভিনয় ও শব্দ করে)। সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২৭ পাখির নামের খেলা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর বলবেন, আমরা পাখির নামের খেলা খেলবো। সবাইকে মনে মনে একটি করে পাখির নাম ঠিক করতে বলবেন।
- শিক্ষক নিজে দুই হাত প্রসারিত করে পাখির মতো উড়ার অভিনয় করে একটি পাখির নাম বলবেন, যেমন- 'আমি শালিক'। এরপর ডান অথবা বাম পাশের শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কী পাখি হবে? শিশুটি 'আমি দোয়েল' বলে হাত নেড়ে উড়ার অভিনয় করবে। এভাবে একে একে সকল শিশু পাখির নাম বলবে আর উড়ার অভিনয় করে খেলাটি শেষ করবে। এক্ষেত্রে পাখির নাম পুনরাবৃত্তি হতে পারে।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে সব শিশুকে নিয়ে খেলাটি পরিচালনা করবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ২৮ প্রযুক্তির নামের খেলা

উপকরণ খেলনা/ছবি (কম্পিউটার, ফ্রিজ, টেলিভিশন, বিভিন্ন মেশিনপত্র ইত্যাদি), ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের গোল হয়ে বসতে বলবেন। এবার গোলের মাঝখানে খোলা মেঝেতে কয়েকটি উপকরণ- খেলনা কম্পিউটার, ফ্রিজ, টেলিভিশন, বিভিন্ন মেশিনপত্র ইত্যাদি রাখবেন। লক্ষ রাখবেন, শিশুরা যেন উপকরণগুলো সহজে দেখতে পায়।
- তারপর শিশুদের, গোলের মাঝখানে রাখা উপকরণগুলো ভালভাবে ১/২ মিনিট সময় নিয়ে সবাইকে ভাল করে দেখতে বলবেন। এবার, একজনকে ১টি জিনিস হাতে তুলে নিতে বলবেন এবং জিনিসটি সম্পর্কে কিছু বলতে বলবেন (১/২টি শব্দ/বাক্য)। শিশুদের একজনের বলা শেষ হলে তার পাশের জনকে বলতে বলবেন। এভাবে একজন একজন করে সবাইকে সুযোগ দিবেন।
- শিশুদের জিনিসটি সম্পর্কে নতুন কিছু (নাম, ব্যবহার ইত্যাদি) বলতে উৎসাহিত করবেন। শিশুরা কোনো জিনিস সম্পর্কে যদি একান্তই না বলতে পারে তবে, আপনি নিজে জিনিসটি সম্পর্কে সহজে ২/৩ বাক্যে বর্ণনা দিবেন।
- পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জিনিস সংযুক্ত করে খেলাটিকে আরও আনন্দময় করবেন। শিশুরা বলতে পারলে তাদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করবেন। সবশেষে শিক্ষক শিশুদের ফ্লিপ চার্টের (পৃষ্ঠা ....) প্রযুক্তির ছবি দেখিয়ে আলোচনা করবেন।

২. বাহিরের খেলা

বাহিরের খেলাগুলো সাধারণত শ্রেণিকক্ষের বাইরে খোলা মাঠে পরিচালনা করতে হবে। তবে প্রচণ্ড রোদ বা বৃষ্টির কারণে শ্রেণিকক্ষে বাহিরের খেলা করা যেতে পারে। এই খেলাগুলো সহজ থেকে কঠিন এই নিয়ম অনুসারে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে। খেলার জন্য বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনায় রেখে এখানে মোট ১৮টি 'বাহিরের খেলা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাহিরের খেলার তালিকা

১. আতা পাতা কিসের পাতা	১০. লাইন লম্বা করি
২. ইচ্ছেমতো আঁকা	১১. কানামাছি ভোঁ ভোঁ
৩. হাঁস দৌড়	১২. বাঘ ছাগল
৪. লাল বাতি সবুজ বাতি	১৩. পাহাড়-নদী
৫. বাজনার সাথে হাঁটা	১৪. রশির ওপর হাঁটি
৬. ছুঁয়ে আসা	১৫. ওপেনটি বাইস্কোপ
৭. কুমির কুমির	১৬. আমার ঘরে কে রে?
৮. নানাভাবে পার হই	১৭. শুনি ও চলি
৯. দেখি কে ফেলতে পারে?	১৮. সবাই মিলে লাফিয়ে চলি

বিশেষ নির্দেশনা

সহায়িকায় বর্ণিত খেলা ছাড়া শিক্ষক স্থানীয় ও লোকজ কোনো খেলাও শিশুদের নিয়ে খেলতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে খেলাগুলো যেন প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুদের বয়স ও বিকাশ উপযোগী হয় এবং শিশুরা সহায়ক ও নিরাপদ পরিবেশে খেলতে পারে। শিক্ষক শিশুদের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী আগের মাসের করা খেলা থেকে কিছু খেলা পরের মাসগুলোতে পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।

বাহিরের খেলার মাধ্যমে শিশুর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা

খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত খেলার পদ্ধতিগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ এবং শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি খেলা থেকেই শিশুরা চারটি বিকাশ ক্ষেত্রের বিভিন্ন দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে।

বাহিরের খেলা পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

বার্ষিক এবং সাপ্তাহিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক পর্যায়ক্রমে খেলাগুলো পরিচালনা করবেন। এই খেলাগুলো খেলার জন্য শিশুরা যাতে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছোটাছুটি করতে পারে, সে জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হবে। তবে বাহিরের জায়গার অভাব থাকলে শ্রেণিকক্ষের ভিতরেই খেলাগুলো করাতে হবে। খেলা শেষে শিশুদের পরিষ্কার পরিছন্ন করে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসতে হবে। শিশুদের সঙ্গে শিক্ষক নিজেও খেলায় অংশগ্রহণ করবেন। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে সম্পর্ক সহজ ভীতিহীন ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি খেলা পরিচালনা করবেন। তবে সব খেলার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ নিয়মসমূহ শিক্ষক মেনে চলবেন-

- খেলা পরিচালনা করার আগে খেলার নির্দেশনা পড়ে খেলাটি পরিচালনার পদ্ধতি ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- উপকরণের প্রয়োজন হলে আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন।
- খেলা শুরু করার আগে খেলার নিয়মাবলি শিশুদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং নিজে নেতৃত্ব দিয়ে খেলাটি শিশুদের দিয়ে খেলাবেন।
- খেলায় সব শিশু যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যেকোনো খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।
- কোনো খেলা শিশুদের আয়ত্ত্বে এলে তাদের দিয়ে খেলা পরিচালনা করাবেন। পর্যায়ক্রমে যাতে প্রত্যেক শিশু খেলা পরিচালনা করার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যদি কোনো খেলার পদ্ধতিতে শিশু বাদ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি থাকে সেক্ষেত্রে শিশু যেন মন খারাপ না করে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বাদ হয়ে যাওয়া শিশু/শিশুদের সেসময় হাততালি দিয়ে অন্য বন্ধুদের উৎসাহিত করতে বলবেন।
- যদি কোনো শিশুর শারীরিক সমস্যা থাকে তবে তাকে খেলতে বিশেষভাবে সহায়তা করবেন।
- খেলায় ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

খেলা । ১ আতা পাতা কিসের পাতা

উপকরণ বিভিন্ন রকমের ঝরা পাতা

পদ্ধতি

- খেলা শুরু করার আগে শিক্ষক নিকট পরিবেশ থেকে ঝরা পাতা সংগ্রহ করে বিভিন্ন পাতার, (যেমন- আম, জাম, লেবু, কাঁঠাল ইত্যাদি) সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিবেন। এরপর একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রতি ধরনের ৩টি করে পাতা সাজিয়ে রাখবেন। এবার মাটিতে বড়ো করে একটি গোল আঁকবেন এবং শিশুদের নিয়ে গোলের ভিতর দাঁড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক বলবেন, আমি যখন বলব "আতা পাতা" তখন শিশুরা বলবে "কিসের পাতা"। শিক্ষক যে পাতার নাম বলবেন, শিশুরা দৌড়ে গিয়ে সে পাতা নিয়ে আসবে। যেমন- আম পাতা।
- যে শিশুরা পাতা নিয়ে আসতে পারবে সেই শিশুরা বিজয়ী হবে। সবাই বিজয়ী শিশুদের হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবে।
- এভাবে বিভিন্ন পাতার নাম বলে খেলাটি পরিচালনা করবেন। খেলাটি শিশুদের আয়ত্তে আসার পর তাদের খেলা পরিচালনার সুযোগ দিবেন।
- শিশুর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাকে খেলতে সহায়তা করবেন।

খেলা । ২ ইচ্ছেমতো আঁকা

উপকরণ রঙের ভুবনের (কর্নারের) উপকরণ, কাঠি, ইটের টুকরা বা চক জাতীয় এমন কিছু যা দিয়ে কাগজ/মাটিতে আঁকা যায়

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের বাহিরে এনে ছোটো ছোটো দলে ভাগ করবেন। তারা বড়ো দলেও গোল হয়ে বসতে পারে।
- এরপর শিশুদের আঁকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিবেন এবং এ সব উপকরণ দিয়ে মাটিতে দাগ টেনে তাদের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে বলবেন।
- এবার আপনি দলে দলে গিয়ে বা প্রত্যেকের কাছে গিয়ে দেখবেন সবাই আঁকছে কি না। আঁকার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করবেন। কোনো শিশু আঁকতে না পারলে তখন তাকে আঁকতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনে হাতে ধরে তাকে আঁকতে সহযোগিতা করবেন।
- এভাবে ইচ্ছেমতো আঁকার খেলাটি খেলবেন। এক এক করে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে শুনুবেন, সে কী এঁকেছে। প্রত্যেককে আঁকার জন্য ধন্যবাদ দিবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ৩ হাঁস দৌড়

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের বাহিরে নিয়ে যাবেন।
- এরপর শিক্ষক মাঠের দুপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে সোজা দাগ দিবনে।
- তারপর শিশুদের একপাশে দাগ বরাবর হাঁসের মতো করে লাইন ধরে বসতে বলবেন। এরপর শিশুদের হাঁসের মতো বসা অবস্থায় হেটে হেটে অপর পাশের দাগের কাছে আসতে বলবেন। এভাবে শিশুরা হাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে এগিয়ে যাবে। যে শিশু আগে অপর পাশের দাগ পর্যন্ত যেতে পারবে সে বিজয়ী হবে।
- শিক্ষক ১, ২, ৩ বলে অথবা বাঁশি বাজিয়ে মজা করে খেলাটি খেলাবেন ও শিশুদের হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাকে খেলতে সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে খেলাটি খেলাবেন।

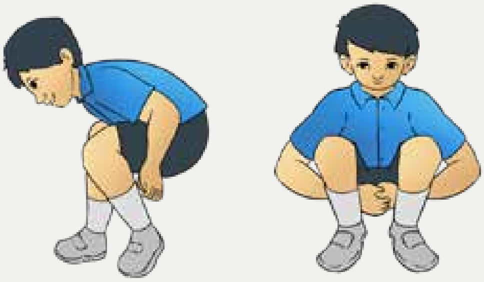

খেলা । ৪ লাল বাতি সবুজ বাতি

উপকরণ লাল ও সবুজ রং-এর কার্ড (হাতে তৈরি), ফ্লাস কার্ড

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের পাশাপাশি লম্বা লাইন করে দাঁড়াতে বলবেন। সবাইকে বলবেন আজ আমরা রাস্তা পারাপারের খেলা করব।
- এরপর সবাইকে ফ্লাস কার্ডের ছবি দেখিয়ে বলবেন, রাস্তা পারাপারের সময় লাল বাতি জ্বললে আমরা হেঁটে রাস্তা পার হবো কারণ তখন গাড়ি থেমে থাকে। আবার, সবুজ বাতি জ্বললে আমরা রাস্তা পার হবো না (অপেক্ষা করব) কারণ তখন রাস্তায় গাড়ি চলে।

- এবার, শিক্ষক শিশুদের লাইন থেকে ২০/২৫ হাত দূরত্বে লাল ও সবুজ কার্ড দুটি হাতে নিয়ে দাঁড়াবেন। খেলার নিয়মটি বলে দিবেন, "যখন আমি 'লাল বাতি' বলব তখন তোমরা সবাই চলা শুরু করবে অর্থাৎ রাস্তা পারাপারের জন্য হাঁটা শুরু করবে। আবার, যখন আমি 'সবুজ বাতি' বলব তখন তোমরা সবাই থেমে যাবে"। বলার সময় পর্যায়ক্রমে সবুজ ও লাল কার্ড দেখাতে হবে।
- রাস্তা পারাপরের খেলার সময় যেসব শিশুরা 'লাল বাতি' বললে বা লাল কার্ড দেখালে থেমে যাবে এবং 'সবুজ বাতি' বললে বা সবুজ কার্ড দেখালে হাঁটবে তারা খেলা থেকে বাদ পড়বে। এভাবে কয়েকবার খেলাটি খেলাবেন। যারা খেলা থেকে বাদ পড়বে, তাদেরকে শিক্ষক নিজের কাছে ডেকে নিয়ে দাঁড়াবেন।
- যারা শেষ পর্যন্ত আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী খেলতে পারবে তাদের হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন। শিশুরা খেলাটি ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারলে তাদের খেলাটি পরিচালনা করার সুযোগ দিবেন।

খেলা । ৫ বাজনার সাথে হাঁটা

উপকরণ ঝুনঝুনি, ডুগডুগি (বাজনা বাজানো যায় এমন কিছু) এবং চক

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের বাহিরে নিয়ে পাশাপাশি এক লাইনে দাঁড় করাবেন এবং লাইন থেকে কিছু দূরে মাটিতে একটি দাগ টানবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের বলবেন, আমি যখন ঝুনঝুনি বাজাবো তখন সবাই হেঁটে হেঁটে দাগের দিকে যেতে থাকবে এবং যখন বাজানো বন্ধ করবো, তখন দাঁড়িয়ে পড়বে। কেউ যদি বাজনা বাজানোর সময় দাঁড়িয়ে থাকে বা বাজনা না বাজালে হাঁটে তাহলে সে খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে।
- এবার যে শিশু সবার আগে দাগ পর্যন্ত যেতে পারবে, সে বিজয়ী হবে। খেলা থেকে বাদ হয়ে যাওয়া শিশুরা খেলায় অংশগ্রহণকারীদের হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবে।
- এভাবে খেলাটি চালিয়ে যাবেন। যে সকল শিশুরা দাগ পর্যন্ত যেতে পেরেছে, তাদেরকে হাততালির মাধ্যমে উৎসাহিত করে খেলা শেষ করবেন।

খেলা । ৬ ছুঁয়ে আসা

উপকরণ বিভিন্ন খেলনা/ব্লক/যেকোন বস্তু, সহজলভ্যতা অনুযায়ী উপকরণ

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে পাশাপাশি লম্বা লাইন করে দাঁড়াবেন। এবার দূরে কোনো কিছু একটা দেখিয়ে (হতে পারে একটা আম গাছ/বা কোনো ব্লক বা খেলনা/বস্তু রেখে) শিশুদের বলবেন যে তাদের সেটা ছুঁয়ে আসতে হবে।
- এরপর ১, ২, ৩ বললে শিশুরা দৌড়ে গিয়ে আম গাছটি ছুঁয়ে আসবে। যে শিশুটি প্রথম ছুঁয়ে আসবে, সে এসে আপনার হাত ধরবে। ২য় শিশুটি প্রথম শিশুটির হাত ধরবে। ৩য় শিশুটি ২য় শিশুটির হাত ধরবে। এভাবে সবাই আসার পর একটা লম্বা লাইন হবে। এতে বোঝা যাবে কে সবার আগে এসেছে আর কে সবার পরে এসেছে।
- এবার আবার অন্য কিছু একটা দেখিয়ে ১, ২, ৩ বলবেন এবং ছুঁয়ে আসতে বলবেন। হতে পারে একটি খড়ের গাদা/গাছ/অন্য কোনো বস্তু। শিশুরা আগের মতোই ছুঁয়ে এসে হাত ধরে দাঁড়াবে।
- এভাবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেলাটি চালিয়ে যাবেন। খেয়াল রাখবেন শিশুরা যেন ধাক্কাধাক্কি না করে এবং কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। পরবর্তীতে শিশুদের দলে ভাগ করে খেলাটি খেলবেন।

খেলা । ৭ কুমির কুমির

উপকরণ চক/কয়লা, কাঠি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাবেন। চক, কাঠি বা কয়লা দিয়ে মাটিতে ৩টি গোল আঁকবেন। সবাইকে বলে দিবেন গোলগুলো হলো পাহাড়, বন ও নদী। আগ্রহী একজন শিশুকে কুমির হতে বলবেন।
- এবার শিশুদের পাহাড় ও বনে ভাগ হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন এবং কুমিরকে নদীতে গিয়ে দাঁড়াতে বলবেন।
- এরপর পাহাড়ে এবং বনে দাঁড়ানো শিশুরা নদীতে নামতে নামতে বলবে, "এ নদীতে কুমির নাই, তাড়াতাড়ি নেমে যাই"। কুমির তখন চেষ্টা করবে শিশুদের ধরতে। কুমির ধরতে এলে শিশুরা সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় ও বনের গোলের মধ্যে চলে যাবে। যদি কুমির কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে সে কুমিরের দলে চলে যাবে এবং কুমির হবে। ১, ২, ৩ বলে বা তালি বাজিয়ে আবার খেলাটি শুরু করবেন।
- এভাবে একে একে যখন সবাই কুমির হয়ে যাবে, সবাইকে হাততালি ও ধন্যবাদ জানিয়ে খেলা শেষ করবেন।
- শিশুর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাকে খেলতে সহায়তা করবেন।

খেলা । ৮ নানাভাবে পার হই

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের এক পাশে লাইনে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন। অপরপাশে একটি দাগ টানবেন এবং বলবেন, একে একে সবাইকে অপর পাশের দাগ পর্যন্ত যেতে হবে। তবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা অঙ্গভঙ্গি করে যেতে হবে।
- প্রথমে একজন আগ্রহী শিশুকে যেকোনো এক ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে অপরপাশে যেতে বলবেন। যেমন- ব্যাঙের মতো লাফিয়ে, নেচে নেচে, দ্রুত হেঁটে, এক পায়ে লাফিয়ে ইত্যাদি। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজে দেখিয়ে দিবেন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে সব শিশু বিভিন্ন ভঙ্গিমায় অপর দাগ পর্যন্ত যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন সকল শিশু ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায় পার হয়।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ৯ দেখি কে ফেলতে পারে?

উপকরণ বিচির ব্যাগ/প্লাস্টিক বল এবং প্লাস্টিকের গামলা/ঝুড়ি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের লাইন করে দাঁড় করাবেন।
- এরপর শিক্ষক একটি গামলা/ঝুড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবেন এবং গামলা/ঝুড়ি থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪/৫ ফিট) সোজা দাগ টানবেন।
- এবার একজন শিশুকে ডেকে ঐ দাগ বরাবর দাঁড়াতে বলবেন এবং বিচির ব্যাগ/প্লাস্টিকের বলটি গামলা/ঝুড়ির মধ্যে ছুড়ে ফেলতে বলবেন। প্রথমবার না ফেলতে পারলে প্রতি শিশু পরপর মোট ৩ বার করে সুযোগ পাবে।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে সব শিশু খেলায় অংশ নেবে।
- যে সব শিশু গামলার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে পারছে তাদের হাততালির মাধ্যমে উৎসাহিত করবেন।

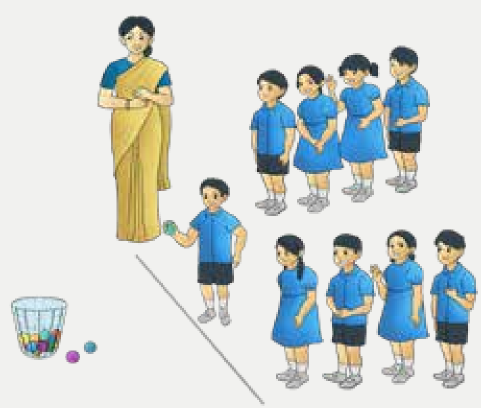

খেলা । ১০ লাইন লম্বা করি

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের দু'টি দলে ভাগ করবেন এবং দুই সারিতে মুখোমুখি দাঁড়াতে বলবেন।
- এরপর শিশুদের একই জায়গা থেকে লাইন শুরু করতে বলবেন এবং হাত ধরে লাইন লম্বা করতে বলবেন। প্রত্যেক দল চেষ্টা করবে তাদের লাইন বেশি লম্বা করতে। লাইন লম্বা করার জন্য শিশুরা তাদের হাত যতটা সম্ভব প্রসারিত করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে অন্য কোনো বস্তুও ব্যবহার করতে পারবে।
- এবার দু'টি লাইনের মধ্যে যে লাইন বেশি লম্বা হবে, তারা জয়ী হবে।
- সবশেষে দুই দলকেই হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ দিন এবং খেলা শেষ করবেন।

খেলা । ১১ কানামাছি ভোঁ ভোঁ

উপকরণ নরম, পাতলা ও পরিষ্কার কাপড়/ফিতা/রুমাল

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাবেন এবং মাটিতে বড়ো করে একটি গোল আঁকবেন।
- এরপর বলবেন, আজ আমরা মজা করে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলাটি খেলব।
- তারপর শিশুদের মধ্য থেকে আগ্রহী একজনকে কানামাছি হতে বলবেন। কানামাছি শিশুটির চোখ নরম কাপড় দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে দিবেন।
- এবার সবাই কানামাছিকে ছুঁতে চেষ্টা করবে আর সুর করে বলবে, "কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পারো তাকে ছোঁ"। কানামাছি চেষ্টা করবে, যেকোনো একজনকে ধরতে। যদি কানামাছি কাউকে ধরে ফেলতে পারে তাহলে নতুন শিশুটি কানামাছি হবে। এভাবে খেলাটি কয়েকবার খেলবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১২ বাঘ-হরিণ

উপকরণ বাঘ ও হরিণের কাগজের/প্লাস্টিকের তৈরি মুখোশ

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে বড়ো করে গোল তৈরি করবেন এবং বলবেন, আজ আমরা একটি মজার খেলা খেলব।
- এরপর দুইজন আগ্রহী শিশুদের মধ্যে একজনকে বাঘের মুখোশ পড়ে বাঘ ও অন্যজনকে হরিণের মুখোশ পড়ে হরিণ হতে বলবেন।
- তারপর হরিণকে গোলের ভিতরে যেতে বলবেন। বাঘ গোলের বাইরে থাকবে।
- এবার শিক্ষক ১, ২, ৩ গণনা করে খেলা শুরু করবেন। খেলা শুরু হবার পর বাঘ চেষ্টা করবে হরিণকে ধরতে আর হরিণ চেষ্টা করবে বাঘ যেন ছুঁতে না পারে। গোলে দাঁড়ানো শিশুরা চেষ্টা করবে বাঘ যেন হরিণকে ছুঁতে না পারে। বাঘ যদি হরিণকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে তাহলে খেলা শেষ হবে।
- এভাবে কয়েকজনকে বাঘ ও হরিণ হওয়ার সুযোগ দিয়ে খেলা শেষ করবেন।
- খেলাটি আয়ত্ত্বে এলে আগ্রহী শিশুদের নেতৃত্বে খেলাটি খেলতে উৎসাহ দিবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ১৩ পাহাড়-নদী

উপকরণ চক এবং ‘পাহাড়’ ও ‘নদী’ লেখা/ছবির আঁকা কার্ড/ফ্লাস কার্ড

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের বলবেন, আজ আমরা একটি মজার খেলা খেলব।
- এরপর মাটিতে লম্বা করে একটি দাগ দিবেন। দাগের এদিকে পাহাড় ও অন্য দিকে ‘নদী’ লেখা কার্ড (সম্ভব হলে পাহাড় ও ‘নদীর’ ছবি যুক্ত কার্ড) দু’টি রাখবেন। এখন শিশুদের দাগের যেকোনো একদিকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিবেন।
- ধরা যাক শিশুরা পাহাড় লেখা কার্ড/ছবির পাশে রয়েছে। এবার শিশুদের বলবেন আপনি ‘নদী’ বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই লাফ দিয়ে ‘নদী’ লেখা/ছবির অংশে যাবে। কেউ যদি ঠিক সময়ে এবং ঠিকভাবে যেতে না পারে, তাহলে খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে।
- একইভাবে ‘পাহাড়’ বললে ‘নদী’ থেকে ‘পাহাড়’-এ আসবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে খেলা চলতে থাকবে। যারা নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে না, তারা খেলা থেকে বাদ পড়বে। শেষ পর্যন্ত যে শিশুটি টিকে থাকবে, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করে সকলের উদ্দেশে হাততালি দিয়ে খেলা শেষ করবেন।
- খেলাটি আয়ত্ত্বে এলে আগ্রহী শিশুদের নেতৃত্বে খেলাটি খেলতে উৎসাহ দিবেন।

খেলা । ১৪ রশির উপর হাঁটি

উপকরণ রশি, বাঁশি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের বলবেন- আজ আমরা একটি মজার খেলা খেলব।
- এরপর মাটিতে দাগ দিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে তিনটি সরলরেখা আঁকবেন অথবা সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তিনটি রশি দিয়ে সরলরেখা তৈরি করবেন।
- তারপর শিশুদের সমান ভাগে ভাগ করে রশিগুলোর সামনে ৩/৪টি পৃথক লাইনে দাঁড় করাবেন। শিক্ষক বাঁশি ফুঁ দিলে প্রতি লাইনের একজন করে শিশু রশির উপর দিয়ে হেঁটে অপর প্রান্তে পৌঁছাবে। হাঁটার সময় খেয়াল রাখবেন শিশুর পা যেন রশির ওপর থেকে সরে না যায়।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে ৩ জন করে শিশু নিয়ে নিয়ম অনুযায়ী খেলাটি পরিচালনা করবেন।
- খেলাটি আয়ত্তে এলে আগ্রহী শিশুদের নেতৃত্বে খেলাটি খেলতে উৎসাহ দিবেন।

খেলা । ১৫ ওপেনটি বাইস্কোপ

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের বলবেন, আজ আমরা একটি মজার খেলা খেলব।
- শিশুদের পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে লম্বা লাইন তৈরি করতে বলবেন। দু'জন আগ্রহী শিশুকে খেলা পরিচালনার জন্য নির্বাচন করবেন।
- এবার খেলা পরিচালনাকারী শিশু দু'জন একে অপরের হাত ধরে উঁচু করে মুখোমুখি দাঁড়াবে। এবার লাইনের শিশুরা নিচের গানটি গাইতে গাইতে অপর দু'জন শিশুর হাতের নিচ দিয়ে ঘুরতে থাকবে।

ওপেনটি বাইস্কোপ,
নাইন টেন টেইসকোপ
সুলতানা বিবিয়ানা,
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
সাহেব বলেছেন যেতে
পান-সুপারি খেতে।
পানের আগায় মৌরী বাটা,
ইস্পিরিং-এর চাবি আটা
যার নাম রেনু বালা,
তারে দিলাম মু-ক্তা-র মালা।

- গানটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ 'মুক্তার মালা' কথাটি বলার সময় যে শিশুটি তাদের হাতের নিচে আসবে তাকে তারা আঁকাবে এবং আঁকানো শিশুটি খেলা থেকে বাদ যাবে।
- এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন শিশু অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ খেলাটি চলতে থাকবে। পরবর্তী সময়ে অন্য শিশুদের খেলা পরিচালনার সুযোগ দিবেন।

খেলা । ১৬ আমার ঘরে কে রে?

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন।
- তারপর একজন শিশুকে গোলের ভিতরে ও একজনকে গোলের বাইরে দাঁড় করিয়ে খেলাটি পরিচালনা করবেন।
  - বাহিরের শিশুটি বলবে, আমার ঘরে কে রে?
  - ভিতরের শিশুটি বলবে, আমি রে।
  - বাহিরের শিশুটি বলবে, কী খাও?
  - ভিতরের শিশুটি বলবে, আম খাই (অন্য কিছুর নামও বলতে পারে)।

- বাহিরের শিশুটি বলবে, আমের পয়সা চাই।
- ভিতরের শিশুটি বলবে, যদি পয়সা না দেই?
- বাহিরের শিশুটি বলবে, না দিলে ছুঁয়ে দেই।

- বাহিরের শিশুটি এ কথা বলে চেষ্টা করবে গোলের ভিতরের শিশুটিকে ছুঁয়ে দিতে কিন্তু ভিতরের শিশুটি তাকে ছুঁতে দিবে না। গোলের শিশুরা তখন শক্ত করে হাত ধরে থাকবে।
- এবার নিয়মানুযায়ী খেলাটি চালিয়ে যাবেন। বাহিরের শিশুটি যখন ভিতরের শিশুটিকে ছুঁতে পারবে তখন খেলা শেষ হবে। এভাবে আরও কয়েকজন শিশুকে গোলের ভিতরে ও বাইরে এনে খেলাটি পরিচালনা করবেন।

খেলা । ১৭ শুনি ও চলি

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের বাইরে নিয়ে গিয়ে একপাশে লম্বা লাইনে দাঁড় করাবেন। অপর পাশে একটি দাগ টানবেন এবং আপনি সেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক একটি করে নির্দেশনা দিবেন। যেমন- বাস চলে। তখন শিশুরা চলবে। আবার যদি বলেন, গাছ চলে তখন শিশুরা দাঁড়িয়ে থাকবে। অর্থাৎ যেসব জিনিস চলে এমন কিছুর নাম বললে শিশুরা চলবে। যেমন- বাস, রিকশা, নৌকা, মানুষ, হাতি ইত্যাদি।
- আর যেসব জিনিস চলে না এমন কিছুর নাম বললে শিশুরা দাঁড়িয়ে থাকবে। যেমন-গাছ, ঘর, চেয়ার, টেবিল, সেতু ইত্যাদি। কিন্তু কোনো শিশু যদি চলে এমন জিনিসের নাম বললে শিশু দাঁড়িয়ে থাকে বা চলে না এমন জিনিসের নাম বললে চলতে থাকে, তাহলে সে খেলা থেকে বাদ যাবে।
- এভাবে খেলাটি চালিয়ে যাবেন। যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে তাকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন এবং ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।
- শিশুর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাকে খেলতে সহায়তা করবেন।

খেলা । ১৮ সবাই মিলে লাফিয়ে চলি

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে আসুন এবং এক পাশে লাইন করে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক “এবার সামনে লাফিয়ে চলো” বলে ১-৩ পর্যন্ত গণনা করবেন। শিশুরা আপনার গণনার সঙ্গে সঙ্গে ৩টি লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। কেউ নির্দেশনা অনুযায়ী খেলতে না পারলে সে বাদ পড়বে।
- এভাবে “এবার সামনে লাফিয়ে চলো” কথাটির বদলে “এবার ডানে লাফিয়ে চলো”, “এবার বামে লাফিয়ে চলো”, কথাগুলো বলে একইভাবে ১ থেকে ৩ পর্যন্ত গণনা করে খেলাটি পরিচালনা করবেন। খেলাটি শিশুদের আয়ত্ত্বে এসে গেলে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত গণনা করে খেলাটি পরিচালনা করবেন।
- হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

সামাজিক ও আবেগিক

আমার পরিবার

আবেগ অনুভূতির প্রকাশ

মিলেমিশে থাকা

সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছন্দের প্রকাশ

শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ

শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ বিকাশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু নিজের ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে, অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে, বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে পারে। শিশু বিভিন্ন ঝুঁকি ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। সামাজিক-আবেগিক বিকাশের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-regulatisn) দক্ষতার বিকাশ ঘটে। আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক দক্ষতা শিশুকে আচরণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তার আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তার নমনীয়তা প্রকাশে সাহায্য করে। নিজের মনের ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে পারার দক্ষতা অর্জন করা প্রতিটি শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দক্ষতাটির ফলাফল সুদূরপ্রসারী এবং জীবনব্যাপী। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা এই দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মা-বাবা হলেন শিশুর প্রথম শিক্ষক। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পারিবারিক বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি শিশু ধীরে ধীরে সামাজিক দক্ষতাগুলো অর্জন করে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিশতে পারা ও ভাব বিনিময় করা, নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমেই তার সামাজিকীকরণ শুরু হয়। নিজের পরিচয় জানা, পরিবারের সদস্যদের পরিচয় জানা, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা, নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারা; পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ চিহ্নিত করতে পারা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারা এসব বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা।
২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
২.৩ নিকটজনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।
৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।

কাজ । ১ শুভেচ্ছা বিনিময় করি

শিখনফল

২.১.১ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে।
২.১.২ পরিবারের বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে পারবে।
৩.২.১ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের ছবি, চিত্র/ভিডিও (সালাম/আদাব দেওয়া, কুশল বিনিময়, ছোটদের স্নেহ করা)/ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের কাছে তাদের প্রত্যেকের বাড়ির বিভিন্ন সদস্য সম্পর্কে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাইবেন।
- শিশুদের কাছ থেকে আসা উত্তরের আলোকে 'পরিবার' সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন।
- শিশুদের কাছ থেকে তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে শুনবেন।
- এরপর উপকরণে উল্লিখিত ছবি/চিত্র/ভিডিও/ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং...) প্রদর্শন করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সালাম/আদাব/কুশল বিনিময়ের কৌশলগুলো দেখানোর পর সেগুলো বুঝিয়ে বলবেন।
- পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন।
- পরিবারের বড়দের সম্মান দেখানোর পাশাপাশি ছোটদের আদর, স্নেহ, ভালোবাসার বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন এবং পরিবারে সেগুলো চর্চা করতে বলবেন।
- এরপর 'আমরা আপনজন' গল্পের বই পড়ে শোনাবেন।

- এবার পরিবারের সদস্যদের কাছে নিজের প্রয়োজন প্রকাশে ভূমিকাভিনয় করে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের করতেও উৎসাহিত করবেন।
- এরপর শিশুদের দিয়ে জোড়ায়/দলীয়ভাবে কুশল বিনিময়ের কৌশলগুলো অনুশীলন করাবেন।

কাজ । ২ আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি

শিখনফল ২.২.১ পরিবারের সদস্য, বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ অনুভূতি প্রকাশের ফ্ল্যাশ কার্ড (ইমোজি), ছবি, চিত্র, ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এরপর শিশুদের সামনে বিভিন্ন আবেগ প্রকাশের ছবি/ফ্ল্যাশ কার্ড (ইমোজি) প্রদর্শন করবেন এবং শিশুদের হাসি, কান্না, রাগ, দুঃখ ইত্যাদি আবেগ-অনুভূতি অভিনয় করে দেখাবেন।
- এবার শিশুদের বিভিন্ন আবেগের প্রতীকগুলোর ছবি প্রদর্শন করে বুঝিয়ে বলবেন।
- ভালোভাবে বুঝিয়ে বলার পর শিশুদের দিয়ে বিভিন্ন আবেগ প্রকাশের ভূমিকাভিনয় করাবেন।
- এরপর নিজে আবেগ প্রকাশের বিভিন্ন অনুভূতি মুখভঙ্গি করে দেখাবেন এবং শিশুদের এক এক করে মুখভঙ্গির বিষয়টি জিজ্ঞাসা করবেন।
- তারপর আমরা কখন হাসি, কখন কাঁদি, কখন ভয় পাই ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন।

আবেগ অনুভূতি প্রকাশের প্রতীক বা চিহ্ন

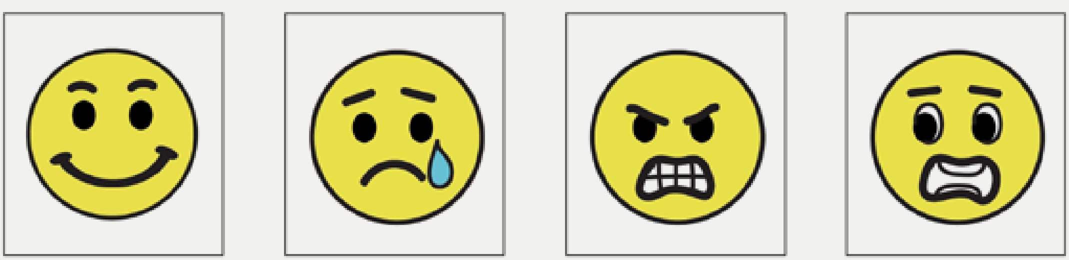

হাসি কান্না রাগ ভয়

কাজ । ৩ মিলেমিশে থাকি

শিখনফল
২.২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন বস্তু ও খাবার ভাগাভাগি করতে পারবে।
২.২.৩ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সহযোগিতা করতে পারবে।
২.২.৪ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন এবং শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের চর্চা করবেন।
- এরপর শ্রেণিকক্ষের চারটি ভুবনে (কর্নারে) রাখা খেলনাগুলো থেকে কিছু খেলনা শিশুদের সামনে রাখবেন এবং সবাইকে ভাগ করে নিতে বলবেন।
- কিছু শিশু হয়তো একই খেলনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুদের মিলেমিশে ভাগাভাগি করে খেলার কথা বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিশুদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে শিক্ষক সহায়িকার বাইরের খেলা 'ইচ্ছেমতো আঁকা' খেলাটির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিবেন। শিশুদের বলবেন, খেলাটি খেলার সময় বন্ধুদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপকরণ ভাগাভাগি করবে এবং একে অপরকে সহযোগিতা করবে।
- শিশুদের বলবেন, কখনো কিছু প্রয়োজন হলে বন্ধুদের কাছে সহযোগিতা চাইবে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবে।
- একইভাবে পরিবারের সবাই মিলেমিশে থাকা এবং পরিবারের বড়দের ও ছোটদের সঙ্গে খাবার বা অন্য কোনো জিনিস ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টি শিক্ষক সহায়িকার "তুলির জন্মদিন" (পৃষ্ঠা...) গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলবেন।
- সবশেষে দলে অথবা জোড়ায় মিলেমিশে থাকার অভিনয় করাবেন এবং বাড়িতেও চর্চা করতে বলবেন।

কাজ । ৪ সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করি

শিখনফল

২.১.৩ পরিবারের সদস্যদের নিকট নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করতে পারবে।
২.৩.১ নিকটজনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করতে পারবে।
২.৩.২ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের নিকট আবেগ প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

ইমোজি কার্ড

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন এবং শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর নিজের সুবিধা-অসুবিধা (গরম লাগা, ঠান্ডা লাগা, বসতে কষ্ট হওয়া, শরীর খারাপ বোধ করা ইত্যাদি) এ বিষয়গুলো অভিনয় করে দেখাবেন। তারপর শিশুদের এমন পরিস্থিতিতে তার সুবিধা-অসুবিধা নিকটজনের কাছে প্রকাশের বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার প্রত্যেক শিশু তার পাশের জনকে নিজের পছন্দ-অপছন্দের খাবার/খেলার নাম বলতে বলবেন। প্রথমে আপনি পছন্দ-অপছন্দের কথা বলে খেলা শুরু করবেন এবং এক এক করে প্রত্যেক শিশুকে দিয়ে কাজটি করাবেন।
- এরপর পিপাসা লাগা, টয়লেটে যাওয়া, কিছু খেতে চাওয়া, ঘুরতে যাওয়া, খেলার আগ্রহ ইত্যাদি প্রকাশের ভূমিকাভিনয় নিজে করবেন। পরবর্তীতে শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রত্যেকটি দলকে ২/১টি কাজের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন।
- এভাবে শিশুরা যেন পরিবারের সদস্য ও নিকটজনকে তার সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছন্দের কথা প্রকাশ করতে পারে সে ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- এবার শিশুদেরকে বিশেষ কিছু পরিস্থিতি বা ঘটনা যেমন- অন্য কেউ আঘাত করলে, কোন কিছু ছিনিয়ে নিলে, ভয় পেলে ইত্যাদি গল্পাকারে বলবেন। এমন পরিস্থিতিতে পড়লে শিশুরা কী করবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। শিশুদের উত্তরগুলো শুনে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং এ ঘটনাগুলো পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলবেন।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

আগ্রহের সাথে কাজ করি

মিলেমিশে থাকি

ভালো কাজ করি

পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানি

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অন্যান্য শিক্ষাস্তরের মতো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের জন্যও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিশুর পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠনে সৎ, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুর জীবনধারায় বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে ভালো কাজের অভ্যাস গঠন ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব।

'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের ৪টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার অধীনে ১৪টি শিখনফল রয়েছে। এই শিখনফলসমূহ হচ্ছে- আগ্রহের সঙ্গে কাজ করতে পারা, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষকের নির্দেশনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের গ্রহণযোগ্য অনুরোধ আনন্দের সঙ্গে রক্ষা করা, পরিবারের সদস্যদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন, পরিবারের সবার প্রতি যত্নশীল হওয়া, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বয়সোপযোগী কাজে আনন্দসহকারে বন্ধু ও সমবয়সীদের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ, খেলাধুলায় আনন্দ সহকারে বন্ধু ও সমবয়সীদের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ, ভালো কাজ চিহ্নিত করা, বিদ্যালয় ও পরিবারে ভালো কাজ করা, সহপাঠি/বন্ধুদের সঙ্গে কাজে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ, পরিবারের রীতি-নীতি অনুসরণ, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে বলতে পারা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলসমূহ অন্যান্য শিখনক্ষেত্রের শিখনফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিখনক্ষেত্রের ৩.৩.৩, ৩.৪.৩ (দৈনিক সমাবেশ), ৩.১.২, ৩.২.৪, ৩.২.৫ (খেলা), ৩.১.১ (ভাষা ও যোগাযোগ), ৩.৪.৩ (গান), ৩.২.১, ৩.২.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৩.৩, ৩.৪.১, ৩.৪.২ (গল্প), ৩.১.১, ৩.১.২, ৩.২.৪, ৩.৩.৩ (পরিবেশ ও জলবায়ু) শিখনফলগুলো অর্জিত হবে। উল্লেখ্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিভিন্ন শিখনফল সামগ্রিক শ্রেণি কার্যক্রমের সঙ্গেও সম্পর্কিত। সুতরাং এই শিখনক্ষেত্রের শিখনফলসমূহ মূলত আন্তঃক্ষেত্রীয়ভাবে বিন্যস্ত রয়েছে যা সারা বছর জুড়ে শ্রেণির বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে। পাশাপাশি শিশুর পরিবারের বিভিন্ন কাজ ও শিশুর দৈনন্দিন আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিখনফলসমূহ অর্জিত হবে।

দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার লক্ষ্যে অল্প বয়স থেকেই শিশুদের জাতীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং জাতীয় দিবস (যেমন- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি) উদযাপনে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও শিক্ষক ছবি/চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে এবং চারু-কারু কাজের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা, ফুল, ফল, পাখি ইত্যাদির সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করাবেন এবং এগুলো তাদের রং করতে উৎসাহিত করবেন।

শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত শিখনফলসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শিশুরা যেন শ্রেণির বিভিন্ন কাজ, ছোট ছোট নির্দেশনা ও খেলার মধ্য দিয়ে এই শিখনফলসমূহ অর্জন করে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বয়স উপযোগী কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।
৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
৩.৩ ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারা।
৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

কাজ । ১ আগ্রহের সাথে কাজ করি

শিখনফল

৩.১.১ বয়স উপযোগী কাজ আগ্রহের সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।
৩.১.২ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষকের নির্দেশনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে।
৩.১.৩ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের গ্রহণযোগ্য অনুরোধ আনন্দের সাথে রক্ষা করতে পারবে।

উপকরণ

পোস্টার/চিত্র/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন আজ সকালে তোমরা কী কী কাজ করেছো? শিশুরা কে কী কাজ করেছে সে সম্পর্কে বলতে উৎসাহিত করবেন। শিশুরা নিজেদের মতো করে বলবে, যেমন- দাঁত ব্রাশ করেছি, আমি নিজে নাস্তা খেয়েছি, আমরা খেলনা গুছিয়ে রেখেছি, আমি চুল আঁচড়িয়েছি ইত্যাদি।

- শিশুরা বলতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করবেন এবং প্রশংসা করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক চিত্র, ভিডিও দেখিয়ে এই কাজগুলো দেখাতে পারেন
- সকালের এই কাজ ছাড়াও শিশুরা সারাদিন আর কী কী করে শিক্ষক তা নিয়ে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে বড়দের ও শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরন করা মা-বাবা, ভাই-বোন ও বন্ধুদের গ্রহণযোগ্য অনুরোধ রাখার বিষয়ে কথা বলবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিশুদের অংশগ্রহণে এই কাজগুলো ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবেন। এক্ষেত্রে প্রথমে যেকোনো একটি কাজ আগে শিক্ষক নিজে অভিনয় করে দেখাবেন এবং শিশুদের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন।
- শিশুরা যাতে বাড়িতেও নিজেদের কাজগুলো নিজেরা আগ্রহের সাথে করে সে জন্য উৎসাহ দেবেন।।

কাজ । ২ মিলেমিশে থাকি

শিখনফল

৩.২.৪ বয়স উপযোগী কাজে আনন্দ সহকারে বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারবে।
৩.২.৫ খেলাধুলায় আনন্দ সহকারে বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা সহপাঠী/বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে কী কী কাজ করো এবং একে অপরকে কীভাবে সহযোগিতা করো? শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের কথা শুনবেন এবং প্রয়োজনে মিলেমিশে কাজ করা ও সহযোগিতা করার কয়েকটি উদাহরণ দেবেন যেমন- বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকা, বন্ধুদের সাথে ঝগড়া না করা, খেলার সময় মিলেমিশে খেলা, প্রয়োজনে খেলনা ভাগ করে নেওয়া, কেউ পেন্সিল না আনলে তাকে পেন্সিল দিয়ে সহযোগিতা করা, কেউ ব্যাথা পেলে তাকে সাহায্য করা ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করে শ্রেণিকক্ষে থাকা চারটি ভুবনে (কর্নারে) খেলতে দেবেন এবং নিজেদের মধ্যে খেলনাগুলো ভাগ করে খেলতে বলবেন।
- খেলা শেষে শিশুদের মিলেমিশে খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখতে বলবেন। খেলনা গুছিয়ে রাখার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করতে বলবেন এবং শেষে শিশুদের প্রশংসা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে চলতে ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকা ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ নিয়ে নতুন কোনো কাজ শিশুদের ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে অনুশীলন করাবেন।

কাজ । ৩ ভালো কাজ করি

শিখনফল

৩.৩.১ ভালো কাজ চিহ্নিত করতে পারবে।
৩.৩.২ বিদ্যালয় ও পরিবারে ভালো কাজ করতে পারবে।
৩.৩.৩ সহপাঠী/বন্ধুদের সাথে ভালো কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন।
- শিশুরা আজ কে কী ভালো কাজ (যেমন- বড়দের সালাম দেওয়া, বন্ধুকে সাহায্য করা, সময়মতো বিদ্যালয়ে আসা, সময়মতো খাবার খাওয়া, খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া, মা-বাবাকে বাড়ির কাজে সহায়তা করা ইত্যাদি) করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন।
- এরপর শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন বিদ্যালয় ও পরিবারে আর কী কী ভালো কাজ হতে পারে। শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এবার শিশুদের বলবেন এখন আমরা একটি ভালো কাজ করব। শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে যদি কোন ময়লা (যেমন- কোনো কাগজের টুকরো বা জিনিস) পড়ে থাকলো তা তুলে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে বলবেন।
- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কারের পর শিশুদের অন্যান্য জিনিসগুলো (যেমন-বই, খেলনা ইত্যাদি) গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে শিশুদের প্রতিদিন তার শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- অনুরূপভাবে শিশুরা যেনো বাড়িতে নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে এবং ভালো কাজে অংশগ্রহণ করে সে সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভালো কাজের ভূমিকাভিনয় করবেন।

কাজ । ৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানি

শিখনফল

৩.৪.১ পরিবারের রীতি-নীতি অনুসরণ করতে পারবে।
৩.৪.২ সামাজিক রীতি-নীতি সর্ম্পকে বলতে পারবে।
৩.৪.৩ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

উপকরণ

চিত্র/ছবি/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন।
- শিশুদেরকে তাদের পরিবারে কে কে আছেন তা জিজ্ঞাসা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিজের পরিবারের সদস্যদের কথা আগে বলবেন এবং শিশুদের বলতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- এবার শিশুদেরকে উদাহরন বা গল্পের মাধ্যমে পরিবারের বিভিন্ন রীতি-নীতি (যেমন- পরিবারে সবাই একসাথে খাওয়া, গল্প করা, শিশুদের নিয়ে খেলা করা, শিশুরা বড়দের কথা শুনা, ছোটদের স্নেহ করা ইত্যাদি) সম্পর্কে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক এইরকম পারস্পরিক সহযোগিতার দৃশ্য চিত্র/ভিডিও দেখাতে পারেন।
- শিশুদেরকে বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা এবং সবার সাথে মিলেমিশে থাকার বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।
- তারপর শিশুদের উদ্দেশ্য করে যেকোনো একটি উৎসবের নাম বলবেন যেমন- পহেলা বৈশাখ।
- শিশুদেরকে আরো কয়েকটি উৎসবের নাম বলতে উৎসাহিত করবেন এবং আমরা এইসব উৎসবে কী কী করি তা নিয়ে আলোচনা করবেন।
- এরপর বিভিন্ন উৎসবের ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন এবং শিশুরা এইসব উৎসব কীভাবে উদযাপন করে তা বলতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবের উপর শিশুদের নিয়ে ভূমিকাভিনয় করবেন।

ভাষা ও যোগাযোগ

শোনা ও বলা

প্রাক-পঠন

প্রাক-লিখন

ভাষা ও যোগাযোগ

ভাষা হলো ভাব প্রকাশের ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শ্রেণিতে শিশুরা মাতৃভাষায় কোনো কিছু শুনে বুঝতে পারা ও কথা বলার মাধ্যমে তাদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারার মতো দক্ষতা অর্জন করাই মূল লক্ষ্য। শিশুর মৌলিক ভাষাগত এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গান, গল্প ও ছড়া বলা, ছবি থেকে গল্প পড়া, ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি করা, ছবি আঁকা এবং রং করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই শ্রেণিতে শিক্ষকের কাজ হবে আনন্দের সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে শোনা ও বলা, প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখনের নানা কাজে শিশুকে সম্পৃক্ত করে শিশুর ভাষাগত দক্ষতা বিকাশের প্রাথমিক সূচনা ঘটানো এবং ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। শিশু যদি এই দক্ষতাগুলো শুরুতে ভালোভাবে অর্জন করতে পারে তবে পরবর্তীতে অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুর ভালো করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতেই শিশুরা সাবলীলভাবে পড়তে ও লিখতে পারবে তা নয়, এই শ্রেণিতে শিশুরা প্রতিদিন ভাষা সংক্রান্ত নানারকম কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে। এজন্য প্রতিদিন ক্লাস রুটিনে ১৫ মিনিট সময় বরাদ্দ রয়েছে। এই সময়ে শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে মজা করে শোনা ও বলা, প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখনের বিভিন্ন কাজ করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।
৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
৩.৩ ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারা।
৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।
৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
৪.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারা।
৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।

১। শোনা ও বলা

জন্মের পর থেকে শিশু তার চারপাশের আপনজনদের কথা শোনে এবং মুখ থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ করার চেষ্টা করে, যার কোনো অর্থ অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু তার পরিবার ও পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কথা বলার জন্য আধো-আধো শব্দ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু ধাপে ধাপে ছোট ছোট কথা বলে। আর এভাবেই শিশুর শোনা ও বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যা ভাষার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। শোনা ও বলার দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পরবর্তীকালে তার প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুদের শোনা ও বলার দক্ষতা বিকাশে গান, গল্প ও ছড়ার ভূমিকা ব্যাপক। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের নিয়ে আনন্দের সঙ্গে মজা করে গান, ছড়া ও গল্প করতে হবে, শিশুদের সঙ্গে বেশি বেশি কথা বলতে হবে এবং তাদেরকেও কথা বলতে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শিশুদের শ্রেণিতে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সুযোগ করে দিতে হবে। শিশুদের শোনা ও বলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্বাচিত কিছু ছড়া, গান ও গল্প দেওয়া হয়েছে এবং কথোপকথন ও অভিজ্ঞতার গল্প নামে কাজ রাখা হয়েছে। শিক্ষক এই কাজগুলো কীভাবে করবেন তার পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছড়া

শিশুদের ভাষার বিকাশে ছড়ার ভূমিকা ব্যাপক। ছন্দের তালে তালে শিশুরা ছড়া শুনতে ও বলতে পছন্দ করে। কাজেই শিশুদের সঙ্গে মজা করে ছড়া বলা প্রয়োজন। ছড়া বলা ও শোনার মাধ্যমে শিশুদের শোনার দক্ষতা বাড়ে এবং তারা নতুন নতুন শব্দ শুনতে ও বলতে পারে। শিশুদের সাথে ছড়া বলার মূল উদ্দেশ্য হলো উৎসাহ ও আনন্দের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও মজা করে ছড়া বলতে পারা, মুখস্থ করা নয়। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের জন্য ২৪টি ছড়া পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে শিশুরা এই ছড়াগুলো চর্চা করবে।

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে ছড়া বলা ও চর্চার আগে শিক্ষক প্রতিটি ছড়া ভালোভাবে নিজে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে পুরো ছড়াটি শিশুদের সামনে শুদ্ধ উচ্চারণে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কয়েকবার বলবেন। ছড়ার বিষয়বস্তু নিয়ে সহজভাবে কথা বলবেন যাতে ছড়াটির প্রতি শিশুদের আগ্রহ তৈরি হয়।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ছড়াটি কয়েকবার বলবেন এবং হাততালি দিয়ে শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- অতঃপর ছড়াটির দুই বা চার লাইন শিক্ষক নিজে শুদ্ধ উচ্চারণে বলবেন এবং শিশুদেরও বলতে বলবেন। প্রথম দুই লাইন সবার আয়ত্ত্ব হলে পরের দুই বা চার লাইন চর্চা করাবেন।
- এভাবে দুই বা চার লাইন করে পুরো ছড়াটি চর্চা করাবেন।
- যে শিশুরা ছড়াটি আগে আয়ত্ত্ব করতে পারবে, তাদেরকে সামনে ডেকে ছড়াটি বলতে উৎসাহ দেবেন। এই ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুকে ছড়া বলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ছড়াটি আয়ত্ত্বে আসার পর হাততালি দিয়ে, অঙ্গভঙ্গি ও মজা করে তাদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
- প্রয়োজনে অডিও শুনে/ভিডিও দেখে ছড়া বলতে সহায়তা করবেন।
- বর্ণিত ছড়াসমূহ ছাড়াও শিক্ষক স্থানীয়ভাবে গৃহীত ছড়া একই নিয়মে শিশুদের নিয়ে মজা করে করতে পারেন।

নির্বাচিত ছড়ার তালিকা

১. তাই তাই তাই
২. বাকবাকুম পায়রা
৩. মায়ের হাসি
৪. চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
৫. খোকন খোকন ডাক পাড়ি
৬. লক্ষ তারা ভাই বোনেরা
৭. Jump Jump
৮. নখ কাটি চুল ছাঁটি
৯. ঝুপুর ঝুপুর ঝুপুর
১০. আগডুম বাগডুম
১১. বাবুই টিয়া ময়না
১২. আয়রে আয় টিয়ে
১৩. Twinkle twinkle, little star
১৪. সিংহ মামা সিংহ মামা
১৫. জাম জামরুল কদবেল
১৬. নখের ভেতর রোগের বাসা
১৭. ঐ দেখা যায় তাল গাছ
১৮. চিরুনি আর আয়না
১৯. রোদের আলো চাঁদের আলো
২০. লালশাক কচুশাক
২১. ময়লা করতে পরিষ্কার
২২. খোকা যাবে মাছ ধরতে
২৩. আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
২৪. শাপলা মেয়ে

ছড়া-১
তাই তাই তাই

তাই তাই তাই,
মামা বাড়ি যাই
মামী দিলো দুধ ভাত
পেট ভরে খাই।

ছড়া-২
বাকবাকুম পায়রা

বাকবাকুম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল কি
চড়বে সোনার পালকি।

ছড়া-৩
মায়ের হাসি

মায়ের মুখে ফুলের হাসি
চাঁদের আলো রাশি রাশি
এই পৃথিবীর সবার চেয়ে
মাকে বেশি ভালোবাসি।

ছড়া-৪

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে?
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে।

ছড়া-৫

খোকন খোকন ডাক পাড়ি

খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন মোদের কার বাড়ি?
আয়রে খোকন ঘরে আয়,
দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।

ছড়া-৬

লক্ষ তারা ভাই বোনেরা

লক্ষ তারা ভাই বোনেরা
মিটমিটিয়ে হাসে,
ঝগড়াঝাটি কেউ করে না
কেবল ভালোবাসে।

ছড়া-৭

Jump Jump

Jump here, Jump there
Jump up, Jump down
Wave your arms, Kick your legs
And turn around
Jump here …………… around

ছড়া-৮

নখ কাটি চুল ছাঁটি

নখ কাটি চুল ছাঁটি
থাকব মোরা পরিপাটি,
গোসল করে তেল দেবো
থালা ভরে ভাত খাব,
ভালো করে দাঁত মাজি
জামা কাপড় পরে সাজি।

ছড়া-৯

ঝুপুর ঝুপুর ঝুপুর

ঝুপুর ঝুপুর ঝুপুর
বৃষ্টি সারা দুপুর,
কদম বনে ফুল ফুটেছে
ঘুম ধরে না খুকুর।

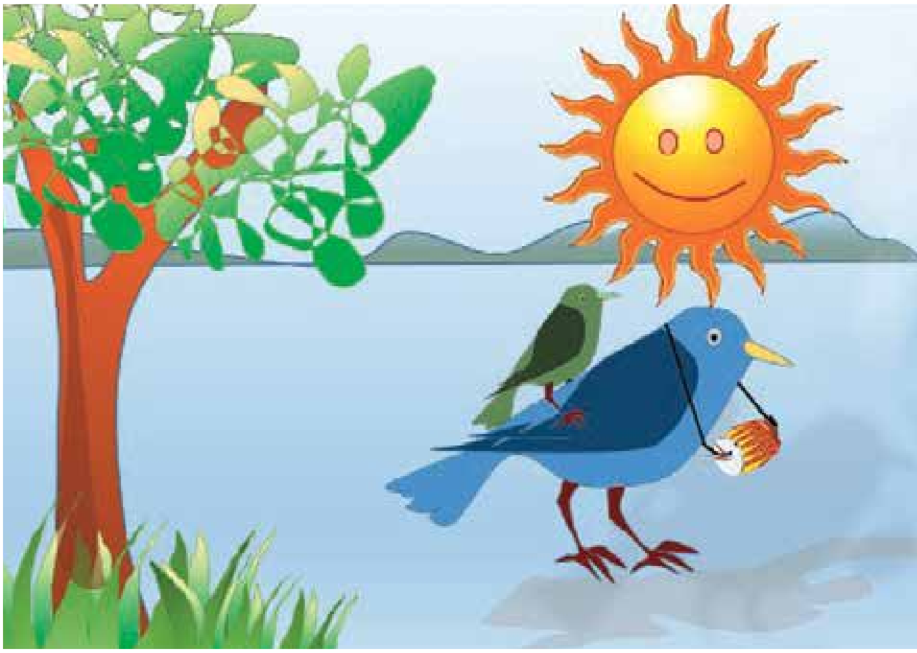

ছড়া-১০
আগডুম বাগডুম

আগডুম বাগডুম
ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক ঢোল ঝাঁঝর বাজে
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল কমলাফুলি,
কমলাফুলির টিয়েটা
সূয্যিমামার বিয়েটা।

ছড়া-১১
বাবুই টিয়া ময়না

বাবুই টিয়া ময়না
গায়ে কত গয়না,
আয় পাখি আয়না
খুকু কেন খায়না।

ছড়া-১২
আয়রে আয় টিয়ে

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে,
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাইনা দেখে ভোঁদর নাচে।
ওরে ভোঁদর ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

ছড়া-১৩

Twinkle twinkle, little star

Twinkle twinkle, little star
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle twinkle, little star,
How I wonder what you are.

ছড়া-১৪

সিংহ মামা সিংহ মামা

সিংহ মামা সিংহ মামা
করছ তুমি কী?
এই দেখনা কেমন তোমার
ছবি এঁকেছি।

ছড়া-১৫

জাম জামরুল কদবেল

জাম জামরুল কদবেল
আতা কাঁঠাল নারকেল
তাল তরমুজ আমড়া
কামরাঙা বেল পেয়ারা
পেঁপে ডালিম জলপাই
বড়ই দিলাম আর কি চাই?

ছড়া-১৬
নখের ভেতর রোগের বাসা

নখের ভেতর রোগের বাসা
ডাক্তারে যে কয়,
নিয়মিত কাটলে নখ
থাকে না যে ভয়।

ছড়া-১৮
চিরুনি আর আয়না

চিরুনি আর আয়না
খোকাখুকির বায়না
আঁচড়াতে চুল
হবে না কো ভুল।

ছড়া-১৭
ঐ দেখা যায় তাল গাছ

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
ঐ আমাদের গাঁ,
ঐ খানেতে বাস করে
কানা বগীর ছা।

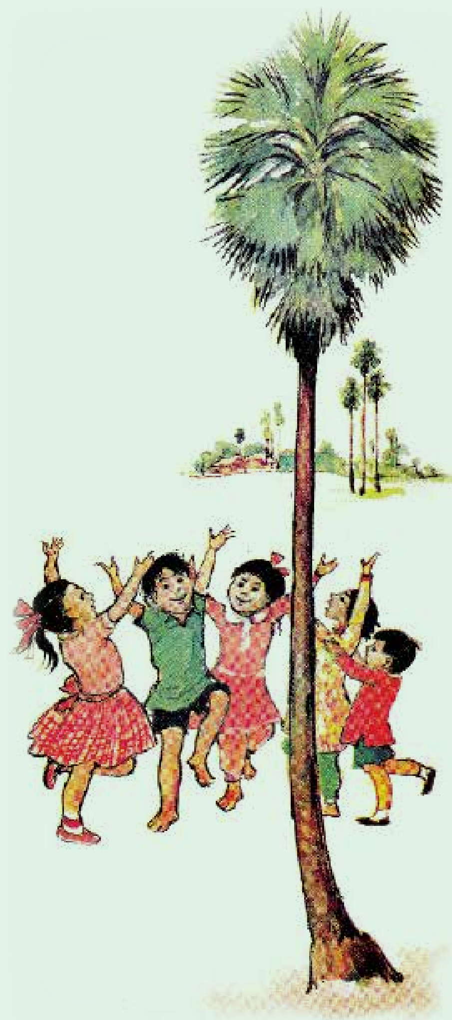

ছড়া-১৯

রোদের আলো চাঁদের আলো

রোদের আলো চাঁদের আলো
আকাশ থেকে আসে,
গাছ গাছালি গাঙের পানি
সেই আলোতে হাসে।

ছড়া-২০

লালশাক কচুশাক

লালশাক কচুশাক
ফুলকপি খাই
লাউ আর সিম খেয়ে
বড় মজা পাই।
মিষ্টিকুমড়া খাই
আরো খাই শসা
টুকটুকে লাল গাজর
খেতে ভারি মজা।

ছড়া-২১

ময়লা করতে পরিষ্কার

ময়লা করতে পরিষ্কার
মুখ ধুই কয়েকবার।
ভালো থাকি সুস্থ থাকি
নিজেকে রাখি চমৎকার।

ছড়া-২২

খোকা যাবে মাছ ধরতে

খোকা যাবে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে
মাছ নিয়ে গেল চিলে।

ছড়া-২৩

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা,
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।

ছড়া-২৪

শাপলা মেয়ে

বর্ষা ফোটায় শাপলা ফুল,
সবুজ শাড়ি কানে দুল।
শাপলা মেয়ের বাড়ি কই,
বিলের জলে হাসছে ওই।

গান

শিশুদের সঙ্গে মজা করে গান করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ছোট শিশুদের ভাষার বিকাশে গান বিশেষভাবে সহায়তা করে। সুরে সুরে শিশুরা গান গাইতে পছন্দ করে। গানের মাধ্যমে শিশুরা যেমন নতুন নতুন শব্দ শুনতে ও বলতে পারে, তেমনি সুর ও ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তাই শিশুদের সঙ্গে মজা করে গান করা প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের জন্য ৮টি গান রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ছড়া গান, দেশাত্মবোধক ও আঞ্চলিক গান রয়েছে। সপ্তাহে এক দিন করে মাসে একটি গান শিখবে ও পূর্বে শেখা গানগুলো অনুশীলন করবে, যাতে শেখা গানের কথা, সুর, ছন্দ সহজে বুঝতে পারে। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিশুরা পর্যায়ক্রমে সব গান শিখবে। উল্লেখ্য যে, সহায়িকায় বর্ণিত গান ছাড়া শিক্ষক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত আঞ্চলিক/দেশাত্মবোধক গানও একই নিয়মে শিশুদের শেখাতে পারেন।

শিখনফল

৩.৪.৩ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৬.১.৭ সুর ও ছন্দের তালে তালে বয়স উপযোগী গানে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৬.১.৮ ছন্দের তালে তালে বয়স উপযোগী গানের সাথে নাচতে পারবে।
৬.১.১০ স্থানীয় সাধারণ বাদ্যযন্ত্র শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা, ঘুঙুর, তবলা, হারমোনিয়াম ও স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে)

পদ্ধতি

- শিশুদের গান শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি গান নিজে ভালোভাবে আয়ত্ত করে নেবেন।
- প্রথমে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং গানের মূল বিষয়বস্তু সহজভাবে তাদের বুঝিয়ে বলবেন।
- এরপর পুরো গানটি শিশুদের সামনে গাইবেন এবং গানটি তাদের কেমন লাগলো তা জানতে চাইবেন।
- এবার শিক্ষক গানটির প্রথম অংশ শিশুদের সাথে নিয়ে মজা করে গাইবেন। প্রথম অংশ ভালোভাবে আয়ত্ত করার পর পরবর্তী অংশ গাইবেন। গানের কথা, সুর, ছন্দ, আয়ত্তে এলে শিশুরা হাততালি দিয়ে সকলে মিলে গাইবে।
- গানের কোনো কথা যদি কঠিন মনে হয় তবে শিক্ষক সহজভাবে শিশুদের তা বুঝিয়ে বলবেন।
- এভাবে পুরো গানটি শিশুদের নিয়ে সুর ও ছন্দের তালে তালে অনুশীলন করবেন।
- প্রয়োজনে অডিও শুনে/ভিডিও দেখে গান গাইতে শিশুদের সহায়তা করবেন।
- পুরো গানটি আয়ত্তে আসার পর শিশুদের একাকী ও দলে গাইতে উৎসাহিত করবেন এবং সহায়তা করবেন।
- পরবর্তীতে গানের সঙ্গে সঙ্গে দলগতভাবে শিশুদের নাচতে উৎসাহিত করবেন।

বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গান করার পাশাপাশি পৃথক ক্লাসে স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রের (যেমন- বাঁশি, একতারা, ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি) ছবি, চিত্র বা ভিডিও প্রদর্শন করে যন্ত্রগুলোর নাম বলবেন এবং শিশুদের কাছ থেকেও প্রদর্শিত বাদ্যযন্ত্রের নাম জানতে চাইবেন।
- শিশুরা বাদ্যযন্ত্রের নাম বলতে পারলে প্রশংসা করবেন এবং বলতে না পারলে চিনতে সহযোগিতা করবেন।
- বিদ্যালয়ে যদি কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকে শ্রেণিকক্ষে এনে তা শিশুদের দেখাবেন এবং প্রয়োজনে তাদের বাজিয়ে দেখতে সহায়তা করবেন।
- এছাড়া সুযোগ থাকলে নির্দিষ্ট কোনো একটি দিনে বাদ্যযন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে শিশুদের গান গাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন।

গানের তালিকা

১. আয় আয় চাঁদ মামা

২. ঝড় এলো এলো ঝড়

৩. হাট্টিমা টিম্ টিম্

৪. তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা

৫. প্রজাপতি প্রজাপতি

৬. ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি

৭. আঁকতে পারি প্রজাপতি

৮. চোখ দিয়ে দেখি আমি

গান-১

আয় আয় চাঁদ মামা

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো,
মাছ কাটলে মুড়ো দেবো,
কালো গাইয়ের দুধ দেবো,
দুধ খাওয়ার বাটি দেবো
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

গান-২

ঝড় এলো এলো ঝড়

ঝড় এলো, এলো ঝড়
আম পড় আম পড়
কাঁচা আম পাকা আম
টক টক মিষ্টি
এই যাহ্! এলো বুঝি বৃষ্টি।

গান-৩

হাট্টিমা টিম্ টিম্

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্।

গান-৪

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা
কোলা ব্যাঙের ছা।
খায় দায় গান গায়
তাই রে নাই রে না।

গান-৫

প্রজাপতি প্রজাপতি

প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙ্গিন পাখা
টুকটুকে লাল নীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা।
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙ্গিন পাখা।

গান-৬

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই পালং নাই
পিঁড়ি পেতে বসো
বাটা ভরা পান দেবো
গাল ভরে খেও
খুকুর চোখে ঘুম নেই
ঘুম দিয়ে যেও।

গান-৭

আঁকতে পারি প্রজাপতি

আঁকতে পারি প্রজাপতি
আঁকতে পারি চিল,
মেঘের ডানা ছাগলছানা
শাপলা ভরা বিল। (২)
শিশির ভেজা শিউলি বকুল
দীঘির কালো জল,
নদীর বাঁকে বকের সারি
আষাঢ় মাসের ঢল।।
আঁকতে পারি প্রজাপতি
আঁকতে পারি চিল....

গান-৮

চোখ দিয়ে দেখি আমি

চোখ দিয়ে দেখি আমি
কান দিয়ে শুনি
হাত দিয়ে কাজ করি
লিখি আর গুনি
পা দিয়ে হাঁটি
আর দৌড়ঝাঁপ করি
মুখ দিয়ে খাই আর
কথা বলি, পড়ি।।
নাকে নেই ঘ্রাণ আর
জিভে নেই স্বাদ
কত কিছু করি আমি
সারাদিন রাত।।
চোখ দিয়ে দেখি......

গল্প

গল্প শোনা শিশুর জন্য একটি আনন্দদায়ক কাজ। শিশুরা গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসে। বিশেষ করে শিশুর ভাষাবৃত্তিক বিকাশের জন্য গল্প শোনা ও বলা অত্যন্ত জরুরি। গল্প বলার সময় শিক্ষককে শিশুদের সঙ্গে শুদ্ধ উচ্চারণে ও স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে। গল্প নিয়ে শিশুদের ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ও তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুর জন্য মোট ১৫টি গল্প নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি গল্প এই শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি গল্পের মধ্যে ছবির গল্প হিসেবে ৫টি ছবির বই থাকবে এবং ৫টি গল্পের বই থাকবে।

শিখনফল

৩.২.১ পরিবারের সদস্যদের প্রতি, সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রর্দশন করতে পারবে।
৩.২.২ পরিবারের সকলের প্রতি যত্নশীল হতে পারবে।
৩.৩.১ ভালো কাজ চিহ্নিত করতে পারবে।
৩.৩.২ বিদ্যালয় ও পরিবারে ভালো কাজ করতে পারবে।
৩.৩.৩ সহপাঠী/বন্ধুদের সাথে ভালো কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৩.৪.১ পরিবারের রীতি-নীতি অনুসরণ করতে পারবে।
৩.৪.২ সামাজিক রীতি-নীতি সর্ম্পকে বলতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৫ ছোট ও সহজ বাক্য শুনে নিজের মতো করে বলতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
৬.১.৬ ধারাবাহিকভাবে গল্প বলতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকার গল্প ও গল্পের বই

শিক্ষক সহায়িকা ও গল্পের বই থেকে গল্প বলার পদ্ধতি

- গল্প বলার আগে শিক্ষক গল্পটি ভালোভাবে পড়ে ও বুঝে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে শিশুদের কাছাকাছি নিয়ে গোল হয়ে বসে গল্পের আসর তৈরি করবেন।
- গল্প বলার সময় শিক্ষক একটু উঁচু জায়গায় বসে বইটি এমনভাবে ধরবেন, যাতে সব শিশু দেখতে পায়।
- তারপর গল্পের ভাবের সঙ্গে মিল রেখে গলার স্বরের ওঠানামা ও অঙ্গাভঙ্গি করে গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনাবেন। গল্পটি শিশুরা বুঝতে পারছে কি না তা ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন।
- এরপর পড়া শেষ হলে শিক্ষক সহায়িকার গল্পের ক্ষেত্রে এবং গল্পের বই থেকে গল্প বলার ক্ষেত্রেও শিশুদের ছবি দেখার জন্য সময় দেবেন এবং ছবিতে শিশুরা কী দেখছে, কী বুঝতে পারছে, তা নিয়ে কথা বলবেন।
- গল্প বলার সময় শিক্ষক প্রয়োজনে উপকরণ (ছবি/পাপেট/পুতুল/মুখোশ ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারেন।
- নির্ধারিত গল্পের বই থেকে গল্প বলা শেষে শিক্ষক শিশুদের বইয়ের ছবি দেখার পাশাপাশি বইটি নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেবেন।
- শিশুদের গল্পটি আয়ত্ত্বে আসার পর তাদের মধ্য থেকে আগ্রহী কয়েকজন শিশুকে গল্পটি তার নিজের ভাষায় বলতে বলবেন এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিশু যেন সামনে এসে গল্প বলার সুযোগ পায় সেদিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন।
- শিশুরা কিছু শব্দ বা অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে গল্পটি বলতে পারলেও হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিবেন এবং প্রশংসা করবেন। গল্প বলার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুকে গল্প বলার সমান সুযোগ দেবেন।
- পরবর্তীতে গল্পটি আয়ত্ত্বে এলে ধারাবাহিকভাবে তা শিশুদের দিয়ে বলানো যেতে পারে।
- এছাড়া কিছু গল্পের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিখনফলকে ভিত্তি করে শিক্ষক গল্পের বিষয়বস্তু শিশুদের সঙ্গে সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন এবং শিশুদের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন।

ভাষা ও যোগাযোগ

ছবি দেখে গল্প বলা

ছবি দেখে গল্প বলা শিশুদের জন্য একটি আনন্দময় ও আগ্রহের কাজ। ছবির গল্পের বইয়ের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার ছবি দেখলে তারা কৌতুহলী হয়ে ওঠে। ছবি দেখে নিজের মতো গল্প বলতে দিলে শিশুরা নিজেদের স্বকীয়তার প্রকাশ করে থাকে। শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্য ছবি দেখে গল্প বলতে দেওয়া একটি কার্যকর উপায়। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের রুটিন অনুযায়ী গল্প বলার সময়ে শিক্ষক শিশুদের সাথে ছবি দেখে গল্প বলার কাজটি করবেন। ছবি দেখে গল্প বলার জন্য ৫টি ছবির গল্প বই রয়েছে। শিক্ষক নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ছবির গল্পের বই দেখে শিশুদেরকে নিজের মতো করে গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন। এক্ষেত্রে একেক শিশু একেকভাবে গল্পটি বলতে পারে, শিক্ষক এই ভিন্নতাকে বাঁধাগ্রস্ত না করে বরং উৎসাহিত করবেন।

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৫ ছোট ও সহজ বাক্য শুনে নিজের মতো করে বলতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
৬.১.৬ ধারাবাহিকভাবে গল্প বলতে পারবে।

উপকরণ

ছবির গল্পের বই ও ফ্লাস কার্ড

ছবি দেখে গল্প বলার পদ্ধতি

- ছবির গল্পের বই দেখে গল্প বলার কাজটি করার আগে শিক্ষক ভালোভাবে বইয়ের ছবিগুলো দেখে নিবেন এবং স্পষ্ট ধারণা রাখবেন।
- ছবি দেখে শিশুরা কী কী গল্প বলতে পারে তা অনুমান করে নিবেন।
- প্রথমে শিশুদের কাছাকাছি নিয়ে গোল হয়ে বসে গল্পের আসর তৈরি করবেন।
- এরপর শিক্ষক একটু উঁচু জায়গায় বসে ছবির বইটি এমনভাবে ধরবেন, যাতে সব শিশু বইয়ের ছবিগুলো দেখতে পায়।
- শিক্ষক একটি করে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বই থেকে ছবিগুলো শিশুদের দেখাবেন। এসময় শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, তারা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে? কাকে দেখছে? ইত্যাদি।
- শিশুদের চিন্তা করতে বলবেন, ছবির চরিত্রগুলো কী নিয়ে কথা বলছে অথবা ছবিতে কী ঘটনা ঘটছে। এভাবে শিশুদের ছবি নিয়ে প্রশ্ন করুন এবং ছবি নিয়ে ভাবতে বলুন।
- এরপর আগ্রহী সকল শিশুকে পর্যায়ক্রমে সামনে এসে ছবির বই দেখে তার মতো করে গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিশুরা ১/২টি বাক্য বা অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে গল্পটি বলতে পারলেও হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিবেন ও প্রশংসা করবেন এবং গল্পের মূলভাবটি শিশুদের বুঝতে সহায়তা করবেন।
- এভাবে একে একে সকল শিশুই যেন ছবি দেখে গল্প বলার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ রাখবেন এবং পরবর্তীতে বাড়িতেও অন্যদের সাথে বিভিন্ন ছবি দেখে গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের ৩টি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে ছবির বই দিয়ে শিশুদের নিজেদের মতো করে ছবিগুলো দেখতে দিবেন।
- একইভাবে পরবর্তী ক্লাশসমূহে ফ্লাস কার্ড এবং অন্য ছবি মিলিয়ে গল্প বলার অনুশীলন করাবেন।
- সবশেষে, হাততালি দিয়ে গল্পের আসর শেষ করবেন।

গল্পের তালিকা

শিক্ষক সহায়িকার গল্প

১. বলোতো আমি কে?
২. তুলির জন্মদিন
৩. মাকে খুঁজি
৪. দিয়ার ভাবনা
৫. নিতুর নীল গাড়ি

গল্পের বই

১. আমরা আপনজন
২. আমাদের বাড়ি
৩. গুছিয়ে রাখি
৪. লাল পোকার গল্প
৫. সাব্বাস সাবধানী

ছবির গল্প

১. স্কুলের প্রথম দিন
২. ঐশীর ফুল
৩. পুটু ও গুটু
৪. ছোট্ট পাখি
৫. ঝড়ের পরে

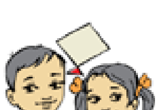

গল্প ০১

বলোতো আমি কে?

আমি হীরা। আমি হাসু। চলো খেলি ধাঁধাঁর খেলা।

তুলতুলে আমি
আশেপাশে থাকি
দুধ ভালোবাসি
মিঁউ মিঁউ ডাকি
বলো তো আমি কে?

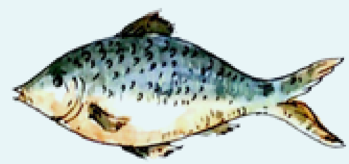

তোমরা আমায় খাও
কাঁটাকে ভয় পাও
দেখতে যদি চাও
পানির নিচে যাও
বলো তো আমি কে?

ফুলের উপর বসি
মধু খেয়ে থাকি
ডানা ঝাপটে উড়ি
রং-বেরঙের আমি
বলো তো আমি কে?

হালুম হালুম ডাকি
সুন্দরবনে থাকি
শিকার করে বাঁচি
ভয় দেখিয়ে থাকি
বলো তো আমি কে?

গল্প ০২

তুলির জন্মদিন

আজ তুলির জন্মদিন। ঘুম ভাঙতেই বাবা আদর করে বলল, ‘শুভ জন্মদিন তুলি।’ মাও এগিয়ে এসে বললেন, ‘শুভ জন্মদিন’। দাদি এসে কপালে চুমু খেল। দিপু ভাইয়া লাল জবা দিল, লাল জবা তুলির খুব পছন্দ। ছোট কাকাও তুলির জন্য একটি উপহার এনেছে। তুলি খুশি হয়ে বলল, ‘ওমা, এতো রং পেন্সিল!’ কাকা বলল, ‘এখনতো স্কুলে যাও, মজা করে ছবি আঁকবে।’

আজ বড় ফুপি আসবে। আজ মজার মজার খাবার রান্না হবে। একটু পরেই ফুপি চলে এলেন। ফুপি তুলিকে একটা লাল পুতুল দিয়ে বললেন এটা আমি নিজে বানিয়েছি। তোমার তো লাল রং খুব পছন্দ। তুলি খুব খুশি হয়ে ফুপিকে ধন্যবাদ দিলো।

রান্নাঘরে সবাই মিলেমিশে রান্না করছে। রান্না ঘর থেকে খাবারের সুন্দর গন্ধ আসছে। তুলি খেলনা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, চলো ভাইয়া, আমরাও বড়দের সাহায্য করি। তারা মাদুর বিছালো, থালা-বাটি আনল। ছোট কাকাও তাদের সাথে কাজ শুরু করল। একটু পরেই বাবা আর ফুপি মিলে মজার মজার খাবার নিয়ে এলো। একি, সবই তো তুলির পছন্দের খাবার! দাদি হেসে বলল, ‘খাবার পছন্দ হয়েছে!’

মা তুলির কাছে গিয়ে বসল। বাবাও তুলির পাশে বসল। সবাই মিলে খেতে শুরু করল। ছোট কাকা খেতে খেতে মজা করে গল্প বলতে লাগল। বাবা বলল, ‘তোমরা সবাই তুলির জন্য দোয়া করবে। আজ তুলির জন্মদিন।’

গল্প
০৩

মাকে খুঁজি

ছোট্ট তিতলি গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে। মা গল্প বলছে। তিতলি মার পাশে শুয়ে গল্প শুনছে। হঠাৎ ম্যাও ম্যাও বলে কে যেন ডেকে উঠল। তিতলি মাকে বলল, 'মা শোনো, কে যেন কাঁদছে।' মা বলল, 'তাই তো, চলো গিয়ে দেখি।'

তিতলি ও মা দরজার কাছে গেল। মা দরজা খুলল আর দেখল, ফুটফুটে ছোট্ট একটা বেড়ালছানা। ছানাটি ভয়ে ভয়ে মা আর তিতলির দিকে তাকিয়ে আছে। তিতলি মার কাছে জানতে চাইল, 'মা, ওর কী হয়েছে?' মা বলল, 'বেড়ালছানাটা ওর মাকে খুঁজে পাচ্ছে না।' তিতলির খুব কান্না পেল। শক্ত করে সে তার মাকে ধরল। আর বলল, 'ওকে ঘরে ডাকো।'

মা বেড়ালছানাকে ঘরে আনল আর বাটিতে করে দুধ খেতে দিলো। তারপর নরম কাপড় দিয়ে বেড়ালছানার জন্য বিছানাও বানিয়ে দিলো। বেড়ালছানার ভয় কেটে গেল। সকালবেলা তিতলির মা ও বাবা বলল, 'চলো আমরা বেড়ালছানার মাকে খুঁজি।' তিতলি বলল, 'কীভাবে আমরা ওর মাকে খুঁজে পাব।' বাবা বলল, 'বেড়ালছানাকে আমরা নিচে সিঁড়ির কাছে রেখে আসি, ওর মা ওকে ওখানেই খুঁজতে আসবে।'

মা, বাবা ও তিতলি বেড়ালছানাকে নিয়ে নিচে নামল। ওমা! সত্যিই তো, সেখানেই অপেক্ষা করছে মা-বেড়াল। আর বেড়ালছানা বাবার কোল থেকে লাফিয়ে মার কাছে ছুটে গেল। মা-বেড়ালটা ওর ছানাকে অনেক আদর করল। মাকে পেয়ে বিড়ালছানা খুব খুশি হলো। আনন্দে তিতলি মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরল। মা-বাবাও তিতলিকে অনেক আদর করল।

গল্প ০৪

দিয়ার ভাবনা

ছোট্ট মেয়ে দিয়া। মেঘ দেখতে তার খুব ভালো লাগে । সে মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে মেঘের ভেসে বেড়ানো দেখে। আর ভাবে, আমি যদি মেঘের মতো ভেসে বেড়াতে পারতাম। মেঘের মতো আকাশের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারতাম।

ভাবতে ভাবতেই দিয়া দেখল, সে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ছে। তার পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অনেক মেঘ। সে খুশিতে মেঘ হয়ে আকাশে ভেসে বেড়াতে লাগল। ভাসতে ভাসতে মেঘ হয়ে দিয়া অনেক দূরে চলে এলো। তার দেখা হলো বেলুনের সঙ্গে। দিয়া বেলুনকে বলল, 'বেলুন, তুমি এখানে কীভাবে এলে?' বেলুন বলল, 'ছোট্ট এক বন্ধুর সঙ্গে খেলছিলাম। কখন যেন উড়তে উড়তে এখানে চলে এসেছি।'

এবার ভাসতে ভাসতে দিয়া মেঘ হয়ে অনেক দূরে চলে এলো। তার দেখা হলো এক ঘুড়ির সঙ্গে। দিয়া ঘুড়িকে বলল, 'ঘুড়ি, তুমি এখানে কীভাবে এলে?' ঘুড়ি বলল, 'আমার বন্ধু আমার সঙ্গে খেলছিল। খেলতে খেলতে চলে এসেছি আকাশে। তাই আমি ভেসে বেড়াচ্ছি।'

দিয়া আবারও ভাসতে ভাসতে আরও অনেক দূরে চলে গেল। এবার তার সঙ্গে দেখা হলো এক পাখির। দিয়া পাখিকে বলল, 'পাখি, তুমি এখানে কী করছ?' পাখি বলল, 'আমি এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছি। যাচ্ছি ঐ দূর দেশে।'

হঠাৎ দিয়া দেখল সে ভিজে যাচ্ছে। মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে তার ওপর পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টির পানি এসে বারান্দায় বসে-থাকা দিয়াকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। তখনই মা এসে দিয়াকে ডাক দিলো। দিয়া চমকে উঠল। মনে হলো এতক্ষণ সে মেঘের দেশে ছিল।

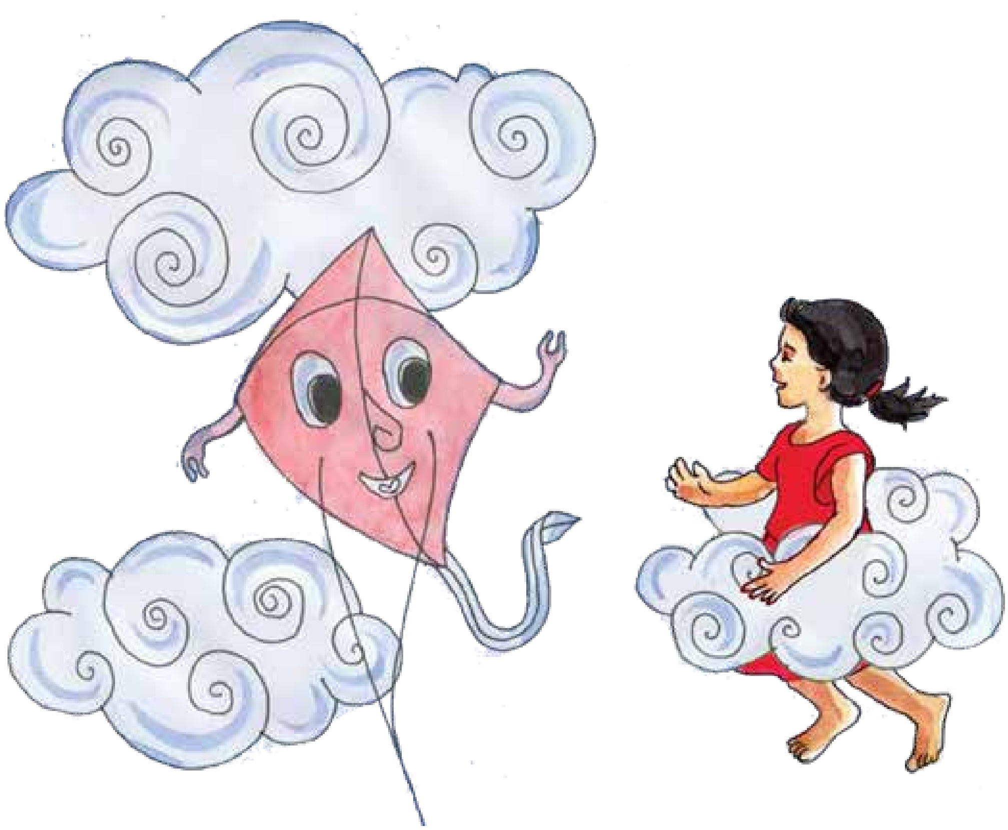

গল্প ০৫

নিতুর নীল গাড়ি

আজ নিতুর জন্মদিন। সবার থেকে অনেক উপহার পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে বাবার দেওয়া নীল গাড়িটা। রাতে গাড়িটাকে নিতু তার পাশে নিয়ে ঘুমাতে গেল। মা বলল, 'গাড়িটাকে খেলনার ঝুড়িতে রাখ, কাল আবার খেলবে।' নিতু চোখ বড় বড় করে বলল, 'মা, গাড়িটা আমার সঙ্গে ঘুমাবে।'

সকালে মা দেখে নিতু তার দাঁতের ব্রাশ দিয়ে গাড়িটাকে ব্রাশ করে দিচ্ছে। মা হেসে বলল, 'নিতু, তোমার নীল গাড়িটার মনে হয় দাঁত আছে, তাই না?' নিতু একটু মুচকি হেসে খাবার ঘরে দৌড়ে গেল। নাস্তা খাওয়ার সময় নিতু গাড়িটাকে তার পাশে নিয়ে বসল। বাবা বলল, 'গাড়িটার কি খিদে পেয়েছে?' নিতু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। মা গাড়িটার সামনে খাবারের বাটি দিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে তোমার নীল গাড়ির সকালের নাস্তা।' নিতু একটু মিষ্টি করে হাসল। সারা সকাল নিতু গাড়িটা নিয়ে খেলা করল। কখনও পিপ্ পিপ্ ….. , কখনও ভোঁ ভোঁ ….. , আবার কখনও বুম্ বুম্ ….. করে গাড়ি চালালো।

দুপুরে নিজের সঙ্গে গাড়িটাকে গোসল করালো। নিজের তোয়ালে দিয়ে গাড়িটাকে মুছে দিলো। পাশে নিয়ে ভাত খেলো, গাড়িটাকেও খেতে দিল। বিকেলে গাড়িটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে খেলা করল। গাড়ি চালিয়ে মাকে নিয়ে দাদু-বাড়িতে যাওয়ার অভিনয় করল। আবার মা গাড়ি চালালো আর নিতু গাড়িতে চড়ে এই ঘর থেকে ওই ঘরে ঘুরে বেড়ালো।

সন্ধ্যেবেলায় বাবা একটি বাক্স নিয়ে বাড়ি এলো। নিতু দৌড়ে বাবার কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা বাক্সে কী?' বাবা হাসতে হাসতে বলল, 'কিছু তো একটা আছে।' নিতু এবার আরও কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, আরেকটা গাড়ি!' বাবা বলল, 'না। তোমার নীল গাড়িটার জন্য একটা বিছানা, একটা দাঁতের ব্রাশ আর একটা খাবার বাটি নিয়ে এলাম।' নিতু খুশিতে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

রাতে খাবার পর মা নিতুকে বাক্সটি দিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে তোমার নীল গাড়ির বিছানা, রাতে গাড়িটা এখানে ঘুমাবে।' নিতু বলল, 'আমাদের ঘরে!' বাবা হেসে বলল, 'আজ আমরা সবাই একসঙ্গে ঘুমাব।'

কথোপকথন

শিশুর ভাষার দক্ষতা অর্জনে কথোপকথনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য শ্রেণিতে শিশুদের কথোপকথনের সুযোগ/পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের সাথে তাদের পছন্দের ও ভালো লাগার বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। শিশুদের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন এবং তাদেরও কথা বলতে উৎসাহিত করবেন। এতে শিশুদের জড়তা দূর হবে।

কাজ কথোপকথন

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৩ পরিচিত চিহ্ন, সংকেত, ছবি/চিত্র দেখে শনাক্ত করতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৫ ছোট ও সহজ বাক্য শুনে নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে কথোপকথনের কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করে দেবেন। এরপর একজন শিশুকে সামনে ডেকে ঐ বিষয়ে শিশুর সঙ্গে কথোপকথন করবেন। কথোপকথনটি শিশুদের কেমন লাগলো তা শুনবেন।
- তারপর শিশুদের বলবেন এভাবে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলব।
- এবার শিক্ষক জুটিতে বা দলে গিয়ে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। শিশুরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা দেখবেন এবং উৎসাহিত করবেন।
- কথোপকথনের বিষয় হিসেবে শিশুদের মতামত নিয়ে শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করতে পারেন। যেমন- নিজেদের পরিচয়, নিজের সম্পর্কে বলা, নিজের পরিবার, প্রিয় খেলা, প্রিয় ফল, প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে বলা।

অভিজ্ঞতার গল্প

বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিশুরা পরিবার ও আশেপাশের পরিবেশ থেকে মনের অজান্তে বিভিন্ন বিষয়ে ছোট ছোট অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশুর এসব অভিজ্ঞতা শ্রেণির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই শিশুদের অভিজ্ঞতা আনন্দ সহকারে মজা করে বলতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। এতে শিশুর ভাষার দক্ষতাবৃদ্ধির পাশাপাশি কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

কাজ অভিজ্ঞতার গল্প

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৫ ছোট ও সহজ বাক্য শুনে নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের চারপাশের পরিচিত পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতার গল্প বলার জন্য তাদের পরিচিত জিনিস ও বিষয়ের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।
- প্রথমে শিক্ষক শিশুদের অর্ধবৃত্তাকারে বসতে বলবেন এবং তালিকা থেকে একটি বিষয় নির্বাচন করবেন। যেমন- একটি বিষয় হতে পারে 'পাখি'।
- এবার শিক্ষক পাখি বিষয়ে তার ইচ্ছেমতো একটি গল্প/বর্ণনা/ঘটনা শিশুদের শোনাবেন এবং তাদের কেমন লাগল তা শুনবেন।
- তারপর 'পাখি' বিষয়ে উৎসাহী ৩/৪ জন শিশুকে তাদের জানা কোনো ঘটনা/গল্প বা অভিজ্ঞতা বলতে বলবেন। যখন একজন শিশু তার গল্প বলবে তখন অন্যদের মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে বলবেন।
- গল্প বলার সময় শিক্ষক প্রয়োজনে শিশুকে সহায়তা করবেন এবং গল্প বলা শেষে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।
- শিশুর গল্প বলা শেষে ঐ গল্পের ভিত্তিতে শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও অন্য শিশুরা গল্পটি শুনেছে কি না এবং শুনে বুঝেছে কি না তা জানার চেষ্টা করবেন।
- সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অভিজ্ঞতার গল্প বলার কাজটি শেষ করবেন।
- পর্যায়ক্রমে সব শিশু যেন অভিজ্ঞতার গল্প বলার সুযোগ পায় তা খেয়াল রাখবেন।
- যদি কোনো শিশুর কথা বলতে সমস্যা হয় তবে তাকে ভিন্নভাবে (ইশারা ও আকার ইঙ্গিতে) গল্প বলতে সহায়তা করবেন।
- গল্প বলার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

ঘুড়ি	প্রিয়বন্ধু	খেলনা	হাঁড়ি-পাতিল
পুকুর	সন্দেশ/মিষ্টি	ফড়িং	ফল
ফুল	মেলা	প্রজাপতি	হাওয়াই-মিঠাই
হাতপাখা	নতুন জামা	নাগরদোলা	আইসক্রিম
রিকশা	লাটিম	চাঁদ	চকলেট
গাড়ি	পুতুল	নানি/দাদি, নানা/দাদা	ভাই-বোন
ট্রেন	নদী	আমার স্কুল	পাখি
মেট্রোরেল	মামা	কুকুর	আমাদের বাড়ি
মা/বাবা	বৃষ্টি	ছাগল/গরু	মাছ
ফুটবল	নৌকা	দোলনা	বিড়াল

বিষয় তালিকা: উল্লেখ্য যে এটি একটি নমুনা তালিকা মাত্র। তালিকার বাইরে সময় ও স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয় শিক্ষক নির্বাচন করতে পারেন। যেমন- শীতকালের পিঠাপুলি, গ্রীষ্মকালের আম, কাঁঠাল, লিচু, গ্রামীণ পরিবেশের ধান মাড়াই, মাছধরা, শহুরে পরিবেশে শিশুপার্ক, কার্টুনছবি, পাহাড়ি এলাকার ঝরণা ইত্যাদি।

২। প্রাক-পঠন

ভাষার ক্ষেত্রে প্রাক-পঠন দক্ষতা হলো এমন একটি মৌলিক দক্ষতা যা ব্যবহার করে শিশুরা বিদ্যালয়ে সব বিষয়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই প্রাক-পঠন দক্ষতার ওপর শিশুর পরবর্তী শিক্ষাজীবনের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে। তবে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের জন্য পড়ার কাজটি হতে হবে আনন্দদায়ক, ভীতিহীন এবং সম্পূর্ণভাবে বয়স উপযোগী। সেজন্য শিশুদের মজার মজার গল্প শোনাতে এবং গল্পের বই ধরতে ও নেড়ে-চেড়ে দেখতে দিতে হবে। ছবি/চিত্রের কার্ড দিয়ে খেলা করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। ছবি দেখে গল্প বলার কাজটিও শিশুদের প্রাক-পঠনের দক্ষতা অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাই শিক্ষক প্রাক-পঠনের ক্ষেত্রে শিশুদের ছবির বই দেখে গল্প বলার জন্য উৎসাহিত করবেন।

ছবি/চিত্র পড়া

ছবি বা চিত্র বর্ণনা করার মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের একটি ছবি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ও ছবির ভেতরের বিভিন্ন উপাদান/অংশ শনাক্ত বা অনুধাবন করার দক্ষতা অর্জন করানো। এজন্য শিক্ষক শ্রেণির অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক আরও কিছু ছবির কার্ড তৈরি ও সংগ্রহ করে নিতে পারেন। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণে ব্যবহৃত ছবি দেখিয়েও এ কাজটি করতে পারেন।

কাজ । ১ ছবি পড়া

শিখনফল	৪.১.২ চিত্র ও ছবি দেখে নিজের মতো করে বলতে পারবে ৪.১.৪ সহজ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
উপকরণ	ফ্ল্যাশ কার্ড

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে শিশুদের ছোট দলে বসাবেন।
- এরপর শিক্ষক একটি ছবির ফ্ল্যাশ কার্ড নিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে সহজভাবে ছবির উপাদান বর্ণনা করবেন।
- এবার ছোট দলে ফ্ল্যাশ কার্ড দেবেন। কার্ডের ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে বলবেন। ছবিতে কী কী আছে তা নিয়ে দলে কথা বলতে সহায়তা করবেন। এভাবে শিশুদের ছবি পড়ার বা বোঝার দক্ষতা তৈরি হবে।
- তারপর প্রত্যেক দলের আগ্রহী শিশুদের ছবির উপাদান বর্ণনা করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে এ বয়সী শিশুদের জন্য একটি/দুটি বাক্য বলা প্রাক-পঠন হিসেবে বিবেচিত হবে।
- অনেক সময় শিশুরা ছবি দেখে ভিন্ন ভিন্নভাবে এর উপাদান বর্ণনা করতে পারে। শিক্ষক এই ভিন্নতাকে উৎসাহিত করবেন।
- পর্যায়ক্রমে দলের সব শিশু যেন ছবি দেখে বলতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ২ সংকেত চেনার খেলা

শিখনফল

৩.১.১ বয়স উপযোগী কাজ আগ্রহের সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।
৪.১.৩ পরিচিত চিহ্ন, সংকেত, ছবি/চিত্র দেখে শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ

সংকেত বা চিহ্ন-এর কার্ড

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। খেলা শুরুর আগে শিশুদের জন্য জেনে রাখা ভালো এমন পরিচিত সংকেত বা চিহ্ন-এর কয়েকটি কার্ড বানিয়ে রাখবেন। যেমন- নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলা, হাত ধোওয়া, জেব্রা ক্রসিং-এর চিহ্ন ইত্যাদি।
- এবার সংকেতগুলোর কার্ড দেখিয়ে কোন সংকেত দেখলে আমরা কী করব তা শিশুদের বলবেন।
- এরপর শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থানে কার্ডগুলো রাখবেন এবং শিশুদের বলবেন, 'এখন আমরা এই সংকেত চিহ্নের কার্ড দিয়ে মজা করে খেলব।'
- তারপর শিশুদের দুই দলে ভাগ করবেন এবং একদলের শিশুদের নিয়ে লম্বা গাড়ি বানিয়ে আপনি গাড়ির চালক সাজবেন আর অন্যদলের শিশুদের একপাশে দাঁড়াতে বলবেন।
- এবার সবাই মিলে ভোঁ ভোঁ/পিপ পিপ শব্দ করে গাড়ি চালাবেন। গাড়ি চলতে চলতে সামনে জেব্রা ক্রসিং-এর চিহ্ন আসলে বলবেন, সামনে জেব্রা ক্রসিং এখন সবাই রাস্তা পার হবে, গাড়ি এখানে থেমে যাবে এবং গাড়ি থামিয়ে দিবেন।
- এরপর আবার ভোঁ ভোঁ/পিপ পিপ শব্দ করে গাড়ি চালানো শুরু করবেন। এরপর ময়লা ফেলার চিহ্নের কার্ড আসলে শিশুদের বলবেন, 'চলো এখন ঝুড়িতে সবাই ময়লা ফেলি এবং ময়লা ফেলার অভিনয় করবেন। এভাবে হাত ধোয়ার সংকেত চিহ্ন এলে শিশুদের নিয়ে হাত ধোয়ার অভিনয় করবেন। এভাবে মজা করে খেলাটি খেলবেন।
- এ সময় অন্যদলের শিশুরা হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবে এবং পরে শিক্ষক তাদের নিয়ে আবার একইভাবে খেলাটি খেলবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের নেতৃত্বে খেলাটি খেলতে উৎসাহিত করবেন। এক্ষেত্রে গাড়ির চালকের ভূমিকায় মেয়ে শিশুকেও অভিনয় করতে সহায়তা করবেন।

দ্রষ্টব্য: পরিচিত সংকেত বা চিহ্ন

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার

শিশুর ভাষা ও যোগাযোগের দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা দেওয়া দরকার। শিশুরা দেখে, শুনে, স্বাদ ও ঘ্রাণ নিয়ে এবং স্পর্শ করে তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সহজেই জানতে ও বুঝতে পারে। আর খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা এই দক্ষতাটি সহজেই অর্জন করতে পারে।

কাজ । ৩ কোনটি কেমন লাগে

শিখনফল ৪.২.১ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর রং, আকৃতি, গঠন শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ শুকনো ঝরা পাতা/পুরাতন কাগজ, ছোট ও বাঁধাই করা আয়না, মসৃণ মলাটযুক্ত বই, ছোট পাথর বা কাঠের শক্ত ব্লক ও নরম পুতুল বা নরম কাপড়

পদ্ধতি

- খেলা শুরুর আগে শিক্ষক প্রয়োজনীয় উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে বলবেন, 'কোনটি কেমন লাগে তা নিয়ে একটি মজার খেলা খেলব।'
- এবার একজন শিশুকে সামনে ডেকে হাতে শুকনো পাতা বা পুরাতন কাগজ দিয়ে এগুলো নাড়া-চাড়া করতে বলবেন।
- শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, এগুলো ধরতে কেমন লাগছে। শিশু যা বলবে তার জন্য প্রশংসা করবেন এবং বলবেন এগুলো ধরতে সমান লাগছে না, আরাম লাগছে না অর্থাৎ খসখসে লাগছে।
- এরপর শিশুদের নিয়ে 'খসখসে' শব্দটি কয়েকবার বলবেন এবং প্রয়োজনে আরও কিছুর উদাহরণ যেমন- মাদুর, গাছের বাকল ইত্যাদি দিয়ে 'খসখসে' বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিশুটির হাতে একটি বই বা আয়না দিয়ে বইয়ের মলাটে/আয়নায় হাত বুলাতে/ছুঁয়ে দেখতে বলবেন।
- এরপর শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন এগুলো ধরতে কেমন লাগছে। শিশু যা বলবে তার জন্য প্রশংসা করবেন এবং বলবেন এটা উঁচু-নিচু নয় এটা সমান, ধরতে আরাম লাগছে, খসখস করছে না অর্থাৎ এটা মসৃণ।
- এরপর শিশুদের নিয়ে 'মসৃণ' শব্দটি কয়েকবার বলবেন এবং প্রয়োজনে আরও কিছু উদাহরণ যেমন-টেবিলের উপরিভাগ, ঘরের মেঝে ইত্যাদি দিয়ে 'মসৃণ' বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার আরেকজন শিশুকে সামনে ডেকে শক্ত কিছু যেমন-ছোট পাথর বা কাঠের ব্লক এবং নরম পুতুল বা কাপড় দেবেন এবং একইভাবে উদাহরণ দিয়ে শিশুদের শক্ত ও নরম এর ধারণা দেবেন।
- এবার শিশুদের দু'টি দলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিবেন এবং দলের প্রত্যেককে এগুলো নাড়া-চাড়া করে কোনটি কেমন লাগছে তা অনুভব করে একে অপরকে বলতে বলবেন।
- এই সময় দলে ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং কোনটি খসখসে, কোনটি মসৃণ, কোনটি শক্ত এবং কোনটি নরম সেই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন। শিশুদের বলতে প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- খেলা শেষে সবাইকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।

কাজ । ৪ স্বাদ ও গন্ধ চিনে নেই

শিখনফল ৪.২.২ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পরিচিত বস্তুর গন্ধ ও স্বাদ অনুভব করে বলতে পারবে।

উপকরণ লবণ, চিনি, বিভিন্ন ফল (আম, তেঁতুল, কলা, লেবু ইত্যাদি) ও গন্ধযুক্ত বিভিন্ন ফুল

পদ্ধতি

- শুরুতেই শিক্ষক লবণ, চিনি, গন্ধযুক্ত কয়েকটি ফুল এবং বিভিন্ন ফল যেমন- তেঁতুল, আমড়া, লেবু ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখবেন।
- এরপর ২/৩ জন শিশুকে সামনে ডাকবেন। স্বাদ প্রকাশের জন্য ২টি বাটিতে রাখা লবণ আর চিনি শিশুদের একটু মুখে দিয়ে এর স্বাদ কেমন তা জিজ্ঞাসা করবেন।

- শিশুদের উত্তর শুনবেন এবং শিশুদের কাছে লবণ ও চিনির স্বাদ কেমন তা জানতে চাইবেন।
- এবার আরও কয়েকজন শিশুকে ডেকে একইভাবে লেবু/আমড়া/তেঁতুল মুখে দিয়ে এর স্বাদ সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক লবনাক্ত, মিষ্টি ও টক জাতীয় স্বাদ সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- এছাড়া শিক্ষক সহজে পাওয়া যায় এমন গন্ধযুক্ত কিছু ফুল ও পাতা যেমন- গোলাপ, বেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, লেবু পাতা, ধনিয়া পাতা ইত্যাদি দিয়ে কয়েকজন শিশুকে গন্ধ নিতে বলবেন। তাদের মতামত শুনবেন এবং শিশুদের প্রশংসা করবেন।
- এভাবে খেলার মধ্য দিয়ে মজা করে শিশুদের স্বাদ ও গন্ধ বিষয়ের ধারণা দেবেন।

৩। প্রাক-লিখন

প্রাক-পঠনের মতো প্রাক-লিখনের দক্ষতাও শিশুর ভাষার বিকাশের জন্য একটি অন্যতম মৌলিক দক্ষতা। এ দক্ষতা ব্যবহার করে শিশুরা পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে সব বিষয়ে শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। প্রাক-লিখনের মাধ্যমে শিশু পরবর্তীতে তার চিন্তা-চেতনা ও শিখনকে প্রকাশ করবে। তাই এই দক্ষতাটি ভালোভাবে অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। তবে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পর্যায়ে শিশুর লেখার কাজ শুরু হবে ইচ্ছেমতো আঁকা, হিজিবিজি আঁকা দিয়ে। লেখার দক্ষতা বিকাশের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে শিশুদের ইচ্ছেমতো আঁকতে দিবেন। এর মাধ্যমে তাদের পেন্সিল ধরার দক্ষতা যেমন বাড়বে, তেমনি তাদের মুক্তচিন্তা করার দক্ষতাও বাড়বে। তারপর ধীরে ধীরে প্যাটার্ন আঁকা, রং করা, আকার-আকৃতি আঁকার মধ্য দিয়ে শিশুরা তাদের চিন্তা বা ভাবকে প্রকাশ করবে এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ করবে। এর পাশাপাশি প্রাক-লিখন শিশুর সূক্ষ্মপেশীর দক্ষতা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তবে এই প্রাক-লিখনের কাজ শিশুর জন্য হতে হবে আনন্দদায়ক ও অর্থপূর্ণ।

কাজ। ১ ইচ্ছেমতো আঁকা

শিখনফল

১.২.১ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
১.২.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোট ছোট কাজ করতে পারবে।
৪.১.৬ পরিবেশের কোনো বস্তু/উপাদান দেখে আঁকিবুকি করতে পারবে।
৪.১.৭ ইচ্ছেমতো ছবি ও প্যাটার্ন আঁকতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ/খাতা, পেন্সিল, রং পেন্সিল ও ‘এসো আঁকিবুকি করি’ অনুশীলন খাতা

পদ্ধতি

- শিশুদের ‘এসো আঁকিবুকি করি’ অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল দিবেন। বার্ষিক পরিকল্পনা ও রুটিন অনুসরণ করে অনুশীলন খাতার ১-১০ পৃষ্ঠার ইচ্ছেমতো ছবি শিশুদের পর্যায়ক্রমে আঁকতে দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যাতে শিশুরা স্বাধীনভাবে নতুন নতুন আঁকার বিষয় নির্বাচন করতে পারে, খাতার পাতা ভরে আঁকে এবং ঠিকভাবে পেন্সিল ধরতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শিশুদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।
- শিশুরা যদি ইচ্ছেমতো আঁকার বিষয় নিজে নিজে নির্বাচন করতে না পারে তবে তাদের ছোট ছোট পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে, যেমন- তুমি গোল চিহ্ন আঁকতে পারো, ফুল আঁকতে পারো ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, সঠিকভাবে আঁকা প্রধান বিষয় নয়, মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের ইচ্ছেমতো আঁকতে সহায়তা করা এবং পেন্সিল ধরতে পারার দক্ষতা অর্জন করা।

- পরবর্তীতে শিশুদের সাদা কাগজ দিয়ে ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে ও রং করতে দিবেন এবং ছবি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন (যেমন- তুমি কী এঁকেছ? এর রং কী?)।
- এরপর শিশুকে ছবিটির একটি নাম দিতে বলবেন, শিক্ষক নামটি ছবির নিচে লিখে দিবেন। পর্যায়ক্রমে সকল শিশুর ছবি দেখে ছবির নাম দেওয়ার কাজটি নিশ্চিত করবেন। (একদিনে নয়)
- শিশুদের আঁকা ছবি শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং তাদের ছবি আঁকার সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । ২ দাগ মিলিয়ে আঁকি

শিখনফল

১.২.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোট ছোট কাজ করতে পারবে।
৪.১.৭ ইচ্ছেমতো ছবি ও প্যাটার্ন আঁকতে পারবে।

উপকরণ

'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা ও পেন্সিল

পদ্ধতি

- প্রতিটি শিশুকে তার নাম লেখা 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা ও পেন্সিল দিবেন।
- বার্ষিক পরিকল্পনা ও রুটিন অনুসরণ করে 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতার ১১-২৫ পৃষ্ঠার দাগ মিলিয়ে/ডট মিলিয়ে সোজা লাইন, বাঁকা লাইন, প্যাটার্ন/আকার-আকৃতির ছবিগুলো শিশুদের পর্যায়ক্রমে আঁকতে দিবেন।
- খাতায় দেওয়া ডটগুলি মিলিয়ে বিভিন্ন রকমের আকার আকৃতি (যেমন- আম, পাতা, ফুল, মাছ, বল, ঘর, সূর্য, গাছ, কলা ইত্যাদি) আঁকবেন।
- শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে দাগ/ডট মিলিয়ে একটি ছবি এঁকে দেখাবেন।
- এরপর শিশুদের বোর্ডে নিয়ে এসে চর্চা করাবেন।
- পরবর্তীতে 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতায় চর্চা করাবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

গণিত ও যুক্তি

তুলনা

অবস্থান

গণনা

আকার-আকৃতি

পরিমাপ

প্রাক-গাণিতিক ধারণা

শিশুরা বিদ্যালয়ে শুরু করার আগে থেকেই গণিত ও যুক্তি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে। শিশুরা খেলা ও দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে প্রাক-গণিতের ধারণাসমূহ জানার এবং অনুসন্ধান করার উৎসাহ পেয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে শিশুরা তাদের মতো করে সমস্যার সমাধান করতে পারে যেখানে গণিত ও যুক্তির বিষয়টি উপস্থিত থাকে। আবার চারপাশের পরিবেশ হতে শিশুরা রং, আকার-আকৃতি, সংখ্যা ও পরিমাপ ইত্যাদি সম্পর্কে খেলার ছলে প্রাক-গণিতের সহজ ধারণা অর্জন করে। সুতরাং, ছোট বয়স থেকেই শিশুদের প্রাক-গাণিতিক ধারণার পরিচর্যা করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ যারা শৈশবকালে সঠিক যুক্তি ধরতে পারে তারা দৈনন্দিন কাজে তা প্রয়োগ করতে পারে এবং পরবর্তীতে গাণিতিক বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বস্তুত, প্রাক-প্রাথমিক (৪$^{+}$ বয়সি) শিশুদের ছোট-বড়, লম্বা-খাটো, মোটা-চিকন ইত্যাদি তুলনা করা, অবস্থানগত ধারণা, সংখ্যা গণনা, আকার-আকৃতি ও পরিমাপ বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা এবং গাণিতিক দক্ষতা বিকাশের সূচনা করাই মূল লক্ষ্য। শিক্ষক শিশুদের প্রাক-গণিতের বিভিন্ন খেলা ও কাজে সম্পৃক্ত করবেন যাতে শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রাক-গাণিতিক দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা ও আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।

কাজ। ১ ছোট-বড়

শিখনফল ৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ ছোট ও বড় আকৃতির বিভিন্ন ধরনের পাতা, ফুল, পাথর, কাঠের টুকরা ও শ্রেণিকক্ষের অন্য উপকরণ

পদ্ধতি

- শিক্ষক আশেপাশের পরিবেশ অথবা শ্রেণিকক্ষ থেকে ছোট-বড় আকৃতির পাতা, ফুল, পাথর, কাঠের টুকরা ইত্যাদি নিয়ে আসবেন।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে ছোট ও বড় উপকরণগুলো শিশুদের দেখাবেন এবং তাদেরকে কোনটি ছোট কোনটি বড় তা বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিশুদের দিয়ে ছোট ও বড় চিহ্নিত করতে সহায়তা করবেন।
- এবার শিশুদের ছোট দলে ভাগ করে উপকরণগুলো দেবেন এবং ছোট ও বড় নির্ণয় করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পরবর্তীতে শিক্ষক বোর্ডে ছোট ও বড় বিভিন্ন ধরনের ছবি এঁকে ছোট ও বড় চিহ্নিত করতে বলবেন।

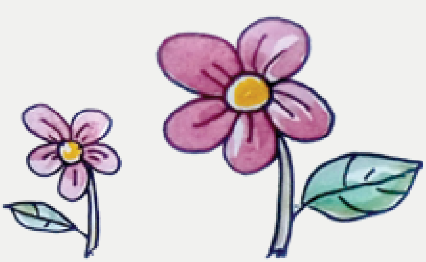

কাজ । ২ লম্বা-খাটো

শিখনফল ৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ দু'টি কাঠি, (লম্বা এবং খাটো) চার্ট ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে একটি লম্বা কাঠি ও একটি খাটো কাঠি দেখিয়ে এর মধ্যে কোনটি লম্বা কোনটি খাটো তা দেখাতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক বোর্ডে ছবি এঁকে/চার্টে ছবি দেখিয়ে লম্বা ও খাটো চিহ্নিত করতে বলবেন।
- এরপর শিশুদের জোড়ায় বা দলে ভাগ করে শ্রেণিকক্ষে থাকা বিভিন্ন উপকরণ/জিনিসের মধ্যে লম্বা-খাটো বস্তু চিহ্নিত করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পরবর্তীতে শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশ থেকে লম্বা ও খাটো বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে বলবেন।

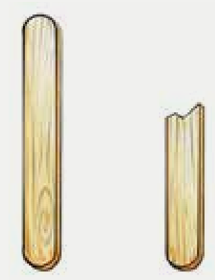

কাজ । ৩ মোটা-চিকন

শিখনফল ৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণ যেমন- মোটা ও চিকন গাছের ডাল, বই, কাঠি, দড়ি, বোতল, শ্রেণিকক্ষে থাকা বই ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। তারপর মোটা ও চিকন বিভিন্ন উপাদান যেমন- বোতল, গাছের ডাল, কাঠি, দড়ি, বই ইত্যাদি জোড়ায় জোড়ায় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন কোনটি মোটা ও কোনটি চিকন।
- এরপর শিশুদের জোড়ায় বা দলে ভাগ করে শ্রেণিকক্ষে থাকা বিভিন্ন উপকরণ/জিনিসের মধ্যে মোটা ও চিকন বস্তু চিহ্নিত করতে বলবেন এবং হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।
- পরবর্তীতে শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশ এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুর মধ্য থেকে মোটা ও চিকন বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

কাজ । ৪ কম-বেশি

শিখনফল

৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।
৫.১.৬ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে অনুমানপূর্বক পরিমাপ করতে পারবে।

উপকরণ

পাথরের টুকরো, বিচি, কাঠের টুকরা, বোতলের পানি এবং কম-বেশী বিভিন্ন বস্তুর ছবি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন। এবার মেঝের এক জায়গায় কিছু কম পরিমাণ বিচি বা পাথরের টুকরো এবং অন্য জায়গায় বেশি পরিমাণে বিচি বা পাথর রাখবেন।
- এরপর শিশুদের দেখাতে বলবেন কোথায় কম বা বেশি পরিমাণ বিচি বা পাথরের টুকরো আছে। শিশুরা বলতে পারলে প্রশংসা করবেন। এভাবে দুই তিন ধরনের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিশুদের কম-বেশির ধারণা দিবেন।
- এবার শিক্ষক শিশুদের বিভিন্ন সংখ্যার একাধিক ছোট ও বড় দলে ভাগ করবেন। কোন দলে সদস্য সংখ্যা কম, কোন দলে বেশি তা শনাক্ত করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে শিক্ষক বোর্ডে বাম পাশে কম এবং ডান পাশে বেশি ফুল/পাতা/বল/ফল ইত্যাদির ছবি এঁকে অথবা ছবি দেখিয়ে কম ও বেশি জিনিসের ধারণা দিবেন।
- এভাবে মজা করে খেলার মাধ্যমে শিশুদের কম-বেশির ধারণা দিবেন।

কাজ । ৫ ডান-বাম

শিখনফল

৫.১.২ বস্তুর অবস্থানগত স্থিতি তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ

বল

পদ্ধতি

ধাপ-১

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন। এবার বলবেন, 'আমরা যে হাত দিয়ে সাধারণত ভাত খাই সে হাতটি ওপরে তুলি।'
- এরপর বলবেন, 'তোমরা কি বলতে পারো হাতটির নাম কী?' বলতে পারলে প্রশংসা করবেন। শিশুরা ডান হাতের কথা বললেও

বাম হাত দিয়েও যে কেউ কেউ খাবার খায় বা কাজ করে তা সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন।

- এবার বলবেন, 'আমরা যে হাতে ভাত খাই, সেটা হলো ডান হাত।' সবাইকে 'ডান' শব্দটি কয়েকবার বলতে বলবেন।
- এবার শিশুদের একে একে ডান পা, ডান চোখ, ডান কান দেখাতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এভাবে 'ডান'-এর ধারণা দেবার পর শিশুদের একইভাবে 'বাম' এর ধারণা দেবেন।

ধাপ-২

- পরবর্তীতে শিশুদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষে বা মাঠে গোল হয়ে দাঁড়াবেন এবং বলবেন, 'এখন আমরা বল দিয়ে খেলা করব।'
- এবার শিশুদের বলবেন, 'ডান পা দিয়ে বলটি কিক কর, তখন শিশুরা ডান পা দিয়ে বলটি কিক করবে।
- আবার যখন বলবেন 'বাম পা দিয়ে বলটি কিক কর তখন সবাই বাম পা দিয়ে কিক করবে।
- এভাবে কয়েকবার খেলাটি করবেন এবং প্রয়োজনে ডান ও বাম পা চিনতে সহায়তা করবেন। তবে বল কিক করার সময় আস্তে কিক করার কথা মনে করিয়ে দিবেন।
- এছাড়াও শিক্ষক হ্যান্ডশেক (করমর্দন) এর মাধ্যমেও ডান ও বাম চিনতে সহায়তা করতে পারেন।

কাজ । ৬ ভিতর-বাহির

শিখনফল ৫.১.২ বস্তুর অবস্থানগত স্থিতি তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ যেমন- দড়ি, রঙিন চক, ফিতা ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে শ্রেণিকক্ষের মাঝামাঝি শিশুদের বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলবেন। কিছু বস্তু বৃত্তের ভিতরে রাখবেন এবং কিছু বস্তু বাইরে রাখবেন।
- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন বৃত্তের ভিতরে কোন বস্তু এবং বৃত্তের বাইরে কোন বস্তু আছে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শ্রেণিকক্ষ বা বিদ্যালয়ের মাঠে শিশুদের নিয়ে গোল বৃত্ত আঁকবেন অথবা ফিতা/দড়ি দিয়ে বৃত্ত তৈরি করবেন। এবার সকলকে বৃত্তের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং শিক্ষক বৃত্তের কেন্দ্রে দাঁড়াবেন।
- এবার বলবেন- 'আমি ভিতরে বললে বৃত্তের ভিতরে আসবে এবং বাইরে বললে বৃত্তের বাইরে বের হবে'। এভাবে খেলাটি কয়েকবার খেলবেন। হাততালি দিয়ে শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের নেতৃত্বে অর্থাৎ কোনো শিশুকে বৃত্তের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে খেলাটি পরিচালনা করতে সহায়তা করবেন।

কাজ । ৭ উপর-নিচ

শিখনফল ৫.১.২ বস্তুর অবস্থানগত স্থিতি তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন। এবার শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ উঁচু ও নিচু জায়গায় এমনভাবে রাখবেন যেন সব শিশু তা দেখতে পায়।
- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন কোনটি ওপরে এবং কোনটি নিচে আছে।
- শিশুরা বলতে পারলে প্রশংসা করবেন না পারলে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক বোর্ডে ছবি এঁকে শিশুদের ওপর-নিচ চিহ্নিত করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন জিনিস/বস্তুর ওপর-নিচ এর অবস্থান চিহ্নিত করার খেলা করাবেন।

কাজ । ৮ সামনে-পিছনে

শিখনফল ৫.১.২ বস্তুর অবস্থানগত স্থিতি তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন উপকরণ

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে চারজন শিশুকে সামনে ডেকে একটি লাইনে দাঁড় করাবেন।
- এবার অন্যান্য শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন- কার সামনে কে দাঁড়ানো আছে এবং কার পেছনে কে দাঁড়ানো রয়েছে।
- এরপর শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ সামনে ও পিছনে রেখে 'সামনে-পিছনে'র অবস্থা সম্পর্কে শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়েও বিভিন্ন জিনিস/বস্তুর সামনে-পিছনের অবস্থান চিহ্নিত করার খেলা করাবেন।

কাজ । ৯ উঁচু-নিচু

শিখনফল ৫.১.২ বস্তুর অবস্থানগত স্থিতি তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট, ছবি ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন।
- এবার শিক্ষক পাহাড়, বন, ফসলের মাঠ, নদী এবং সাগর এর ছবি সম্বলিত ফ্লিপচার্ট (৫+ বয়সি শিক্ষার্থীদের জন্য সরবরাহকৃত ফ্লিপচার্টটি এখানে ব্যবহার করবেন) দেখিয়ে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন কোনটি উঁচু অবস্থানে আছে এবং কোনটি নিচু অবস্থানে আছে।
- এরপর শ্রেণিকক্ষের পাখা, বাতি, ঝুলানো পোস্টার, ছবি ইত্যাদি দেখিয়ে উঁচু অবস্থানের ধারণা স্পষ্ট করে দেবেন এবং নিচে রাখা মাদুর ও বিভিন্ন কর্নারে রাখা খেলনাসমূহ দেখিয়ে নিচু অবস্থানের ধারণা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিক্ষক বোর্ডে ছবি এঁকে উঁচু-নিচু বিষয়টি শিশুদের দেখাবেন। এক্ষেত্রে ছবিতে যেন উঁচু ও নিচু বস্তুর অবস্থান স্পষ্ট ও সঠিকভাবে বোঝা যায় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।
- এছাড়াও ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত বিভিন্ন দালান/বাড়ি/গাছ ইত্যাদি দ্বারা উঁচু-নিচু বিষয়টি শিশুদের সহজ করে বুঝিয়ে দিবেন।

কাজ । ১০ কাছে-দূরে

শিখনফল

৫.১.২ বস্তুর অবস্থানগত স্থিতি তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ

বাস্তব উপকরণ যেমন- চকবোর্ড, বই, খাতা, দরজা, জানালা ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াবেন। শ্রেণিকক্ষে যেকোনো দুটি বস্তু যেমন- চকবোর্ড, দরজা, জানালা ইত্যাদি দেখিয়ে শিশুদের কোনটি কাছে কোনটি দূরে তা বলতে বলবেন।
- এবার যেকোনো তিনজন শিশুকে সামনে ডাকবেন। তাদের একটু দূরত্ব রেখে পাশাপাশি দাঁড়াতে বলবেন।
- এবার প্রথম শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন তোমার থেকে কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম কী? শিশু ঠিক বলেছে কি না তা শ্রেণির অন্য শিশুদের কাছে শুনবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- একইভাবে তার থেকে কে দূরে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম বলতে বলবেন। এভাবে শিশুদের কাছে ও দূরের ধারণা দিবেন।
- এরপর শিশুদের শ্রেণির কোন জিনিসটি তাদের কাছে এবং কোন জিনিসটি দূরে তা চিহ্নিত করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পরবর্তীতে শিক্ষক মজা করে শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে তুলনা করে কাছে ও দূরের ধারণা দিবেন।

কাজ । ১১ বিভিন্ন রকম আকার-আকৃতি সাজানো ও শ্রেণিকরণ

শিখনফল

৫.১.৪ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন আকৃতির বস্তু শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৫ রং, আকার-আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু সাজাতে ও শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

উপকরণ

বিভিন্ন আকৃতির পাথর, বিচি, ব্লক, বিভিন্ন আকারের রং পেন্সিল, চক, রাবার, কাগজ, কাঠি, বোতাম ও শ্রেণিকক্ষের অন্য উপকরণ

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকার আকৃতির উপকরণ তাদের সামনে রাখবেন।
- এবার শিশুদের উপকরণগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস কোনটি তা খুঁজে বের করতে বলবেন। একইভাবে সবচেয়ে ছোট জিনিসটি খুঁজে বের করতে বলবেন।

- এরপর শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে বিভিন্ন আকারের কয়েকটি জিনিস দিয়ে ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের নিয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর রং, আকৃতি ও গঠন অনুসারে মজা করে তা সাজাবেন।
- খেলা শেষে সবাইকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।

কাজ । ১২ বিভিন্ন রকম আকৃতি

শিখনফল

৫.১.৪ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন আকৃতির বস্তু শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৫ রং, আকার-আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু সাজাতে ও শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

উপকরণ

গোলাকার প্লেট ও তিনকোণা আকৃতির বস্তু, বই, চারকোণা বাক্স/বই, কাঠি ও কার্ড

পদ্ধতি

- খেলার আগে শিক্ষক শক্ত কাগজ কেটে গোল, তিনকোণা ও চারকোণা আকৃতি তৈরি করে নিবেন।
- এবার শিশুদের বিভিন্ন আকৃতি দেখিয়ে কোনটি গোল, কোনটি তিনকোণা, কোনটি চারকোণা তা সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন। শিশুরা বুঝতে পেরেছে কি না তা ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন।
- এরপর শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করে পূর্বে তৈরি করা তিনটি ভিন্ন আকৃতি দিবেন। প্রতিটি দলে গিয়ে তাদের দেওয়া আকৃতিটি কোন আকৃতির তা জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে আকৃতি চিনতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিশুদের দলে বিভিন্ন আকৃতির কার্ড দিবেন। কোনটি কোন আকৃতির তা জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এবার শ্রেণিকক্ষে শিশুদের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করে গোল, তিনকোণা ও চারকোণা আকৃতি চিহ্নিত করতে বলবেন এবং শিশুদের চিহ্নিত করতে উৎসাহিত করবেন।
- পরবর্তীতে বোর্ডে গোল, তিনকোণা ও চারকোণা আকৃতি এঁকে শিশুদের পরিচিত করাবেন।

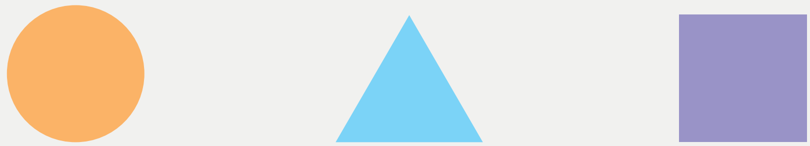

- এছাড়া কারুর কাজ হিসেবে শিশুদের নিয়ে মজা করে কাগজ ও কাঠি দিয়ে গোল, তিনকোণা এবং চারকোণা আকৃতি তৈরি করবেন। তাদের বাড়িতে কী কী জিনিস গোল, তিনকোণা ও চারকোণা আকারের রয়েছে তা দেখে আসতে বলবেন এবং পরবর্তীতে শিশুদের কাছ থেকে তা শুনবেন।

কাজ । ১৩ বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন

শিখনফল ৫.১.৭ রং, আকার-আকৃতির ভিত্তিতে সহজ নকশা/প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ বিভিন্ন রঙের ব্লক, নুড়ি পাথর, বিচি বা রঙিন বোতাম

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে বলবেন 'আজ আমরা বিভিন্ন রঙের ব্লক নিয়ে একটা মজার খেলা খেলব।'
- এবার শিক্ষক সামনে বিভিন্ন রঙের কিছু ব্লক রেখে তার ইচ্ছেমতো একটি নকশা তৈরি করবেন। যেমন- লাল- হলুদ, লাল-হলুদ, লাল-হলুদ আবার হলুদ-নীল-লাল, হলুদ-নীল-লাল এভাবেও হতে পারে।
- এরপর শিশুদের ছোটদলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে বিভিন্ন রঙের কিছু ব্লক দিন।
- এবার শিশুদের ব্লকগুলো রং অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে তাদের ইচ্ছেমতো সাজাতে বলবেন এবং প্রয়োজনে শিশুকে সহায়তা করবেন। ব্লকের পরিবর্তে নুড়ি পাথর, বিচি বা রঙিন বোতাম দিয়েও খেলাটি খেলতে পারেন।
- এসময় ভিন্ন ভিন্ন দলে গিয়ে শিশুদের প্রশ্ন করবেন এবং প্রয়োজনে শিশুদের সহায়তা করবেন।
- পরবর্তীতে আকৃতি (ছোট-বড়-ছোট, ছোট-বড়-ছোট/বড়-ছোট-বড়) অনুযায়ী শিশুদের সাজাতে উৎসাহিত করবেন।
- খেলা শেষে সবাইকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।

কাজ । ১৪ গণনা করা: সংখ্যা নিয়ে খেলি

শিখনফল ৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

উপকরণ কাঠি, কলম

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে বলবেন 'আজ আমরা সংখ্যা গণনার একটা মজার খেলা খেলব।'
- এবার শিক্ষক শিশুদের ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যা ছড়ার মত করে বা গানের সুরে গণনা করে শোনাবেন এবং শিক্ষকের সঙ্গেও শিশুদের গণনা করতে বলবেন। এ কাজটি কয়েকবার করবেন।
- এবার শিক্ষক প্রতিটি সংখ্যা বলার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যার সমান হাততালি দিবেন এবং শিশুদেরকেও হাততালি দিতে বলবেন। এভাবে কাজটি কয়েকবার করবেন।
- অতপর শিক্ষক প্রথমে একটি পেন্সিল/কাঠি দেখিয়ে বলবেন একটি কলম/কাঠি, ১. দুইটি কলম/কাঠি, ২. তিনটি কলম/ কাঠি, ৩. চারটি কলম/কাঠি, ৪. পাঁচটি কলম/কাঠি ৫। শিশুদেরকে শিক্ষক সমস্বরে বলতে সহায়তা করবেন। শিশুদেরকে দলে ভাগ করে অনুরুপভাবে বস্তু ও সংখ্যা বলতে সহায়তা করবেন। একপর্যায়ে শিক্ষক শুধু বস্তু দেখাবেন শিক্ষার্থীরা বস্তুর সংখ্যা বলতে সহায়তা করবেন।
- পরের ক্লাসে একইভাবে বিভিন্ন মজার অঙ্গভঙ্গি করে ও উপকরণ ব্যবহার করে ৬-১০ পর্যন্ত গুনবেন এবং শিশুদের একইভাবে গুনতে বলবেন। কাজটি কয়েকবার করবেন।
- এভাবে মজা করে শিশুদের নিয়ে ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনার খেলাটি খেলবেন।
- খেলা শেষে সবাইকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।

কাজ । ১৫ মজা করি সংখ্যা গুনি

শিখনফল ৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

উপকরণ ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যার ফ্ল্যাশকার্ড, সংখ্যা চার্ট

পদ্ধতি

- খেলা শুরুর আগে ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা ও ছবির ফ্ল্যাশকার্ড সংগ্রহ করে রাখবেন।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। শিশুদের ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা মনে আছে কি না তা শুনবেন।
- এরপর শিক্ষক ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সুর করে গণনা করে শিশুদের শোনাবেন এবং শিশুদেরও গণনা করতে বলবেন।
- এবার ১-১০ পর্যন্ত বস্তু ও সংখ্যা সম্বলিত ফ্ল্যাশকার্ডগুলো শিশুদের দেখিয়ে কার্ডের বস্তু গণনা করে সংখ্যা বলতে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে কার্ডের অপর পৃষ্ঠার সংখ্যা দেখাবেন।
- এভাবে ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা ও ছবির ফ্ল্যাশকার্ড ব্যবহার করে সংখ্যা বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর নিচের ছড়াটি সংখ্যার ফ্ল্যাশকার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সুর করে শিশুদের শোনাবেন।

এক দুই তিন চার পাঁচ
একদিন আমি ধরেছিলাম মাছ।
ছয় সাত আট নয় দশ
ছেড়ে দিলাম মাছ, হাত থেকে ফস।

- এরপর শিশুদের নিয়ে সুরে সুরে ছড়াটি কয়েকবার করবেন এবং ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশকার্ড দেখিয়ে শিশুদের সংখ্যা চিনতে উৎসাহিত করবেন।
- ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা চার্ট ঝুলিয়ে সংখ্যাগুলো চিনতে সহায়তা করবেন
- এভাবে মজা করে শিশুদের সঙ্গে খেলাটি খেলবেন। এসময় শিশুদের প্রশ্ন করবেন এবং কথা বলতে ও উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ। ১৬ কোন পাত্রে কত পানি

শিখনফল ৫.১.৬ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে অনুমানপূর্বক পরিমাপ করতে পারবে।

উপকরণ একটি ছোটো ও বড় গামলা/পাত্র, একটি ছোটো কাপ ও পানি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন এবং বলবেন, 'আজকে আমরা পানি দিয়ে পাত্র ভরার খেলা খেলব।
- এরপর শিশুদের নিয়ে পানি ও বালির ভুবনে (কর্নারে) গিয়ে ৫/৬ জন শিশুকে নিয়ে গামলা-ভরা পানির পাশে বসবেন।
- এবার দুটো ছোট পাত্র (একটি অপেক্ষাকৃত বড়) ও একটি ছোট কাপ নেবেন।
- পাত্র দুটি শিশুদের দেখিয়ে বলবেন, 'পাত্রগুলো এখন খালি, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এগুলো আমরা পানি দিয়ে ভরে ফেলব।'
- এবার শিশুদের প্রশ্ন করবেন, কোন পাত্রে বেশি ও কোন পাত্রে কম পানি ধরবে বলে তারা মনে করে। শিশুদের অনুমান করে বলতে উৎসাহিত করবেন কোন পাত্রে কত কাপ পানি ধরবে?
- এবার একজন শিশুকে ডেকে ছোট কাপ দিয়ে গামলা থেকে পানি উঠিয়ে ছোট পাত্রটি পানি দিয়ে পূর্ণ করতে বলবেন। আর এসময় সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে গুনবেন এবং পাত্রটি পূর্ণ করতে কত কাপ পানি লাগলো তা শিশুদের বলতে বলবেন।
- একইভাবে অন্য একজন শিশুকে ডেকে কাপে পানি নিয়ে বড় পাত্রটি পানি দিয়ে পূর্ণ করতে বলবেন এবং পাত্রটি পূর্ণ করতে কত কাপ পানি লাগলো তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিশুদের কোন পাত্রে বেশি এবং কোন পাত্রে কম পানি ধরেছে তা জানতে চাইবেন। শিশুদের উত্তর শুনবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে সব শিশুকে নিয়ে খেলাটি খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- সবশেষে শিশুদের নিয়ে হাততালি দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।
- পরবর্তীতে পানির পরিবর্তে বালি বা নুড়ি পাথর দিয়েও খেলাটি খেলতে পারেন।

সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা

ছড়া, গান ও গল্প

চারুকলা

কারুকলা

সৌন্দর্যবোধ

সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা

সৃজনশীলতা হলো শিশুর নিজস্ব, নতুন, নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল কোনো কাজ। শিশুদের নিজস্ব ভঙ্গীতে ছড়া, গান, গল্প বলা, ছবি আঁকা, কোনো কিছু বানানো বা তৈরি করা এবং কিছুকে প্রর্দশন করা হলো সৃজনশীলতা। সাধারণত কোনো কাজে বা দক্ষতায় নতুনত্ব ও স্বকীয়তা, নিজস্বতা, আলাদা বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিকতা আশা করা হয়। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সৃজনশীল কাজ অন্যতম। প্রতিটি মানুষই কোন না কোন সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এই সৃজনশীল ক্ষমতাকে পরিচর্যা করে প্রস্ফুটিত করতে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম।

নান্দনিকতা হলো যেকোনো কাজের মধ্যে শৈল্পিক সৌন্দর্য্যবোধ ফুটিয়ে তোলা, যেমন- জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজেকে পরিপাটি করে রাখা, কোনো কিছু শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা। শিশুরা নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে নান্দনিকতার প্রকাশ করে থাকে। শিশু ছড়া, গান, গল্প করার সময় অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে।

সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা শিখনক্ষেত্রটিতে একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার অধীনে ১২টি শিখনফল রয়েছে। এই শিখনক্ষেত্রের উপক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ছড়া, গান, গল্প, চারুকলা, কারুকলা এবং সৌন্দর্যবোধ। এই শিখনক্ষেত্রের মাধ্যমে শিশুরা নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারবে। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্যান্য শিখনক্ষেত্রের সঙ্গে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা শিখনক্ষেত্রটিরও সম্পর্ক রয়েছে। এই শিখনক্ষেত্রের ৬.১.৫ থেকে ৬.১.৮, ৬.১.১০ শিখনফলগুলো (ছড়া, গান, গল্প) ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রের 'শোনা ও বলা' অংশের নির্দেশিত কাজের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে। ৬.১.৯ শিখনফলটি জাতীয় সংগীত পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।
৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।

ছড়া, গান ও গল্প

ছড়া, গান ও গল্পের মাধ্যমে শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ বিকাশের পাশাপাশি সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ হয়। শিখনক্ষেত্র সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার শিখনফলগুলোতে ছড়া, গান ও গল্পের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর শিখন-শেখানোর পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। যেখান থেকে শিশুরা ছড়া, গান ও গল্প বলতে পারবে। শিশুদের আয়ত্ত করা ছড়া, গান ও গল্পগুলো পরবর্তীতে তাদের নিজস্ব সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করে এগুলো যেন চর্চা করতে পারে তার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।

চারুকলা

প্রাক-প্রাথমিক ৪+ বয়সি শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের চারুকলার কাজ রাখা হয়েছে। এ কাজগুলোর মাধ্যমে শিশু পেন্সিল ধরতে শিখবে এবং রং করতে পারবে। যা তার সূক্ষ্মপেশির সঞ্চালন ও কল্পনার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করবে। ছবি আঁকা সব শিশুরই পছন্দের কাজ যার মাধ্যমে শিশু তার ভালোলাগা, পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা চেতনা ও অনুভূতি প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিশুর ছবি আঁকার কাজকে উৎসাহিত করলে শিশুর শিখনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দক্ষতারও বিকাশ নিশ্চিত হবে।

কাজ । ১ ছবি আঁকার উপকরণ চিনি

শিখনফল ১.২.১ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।

উপকরণ রং, তুলি, পেন্সিল, বোর্ড, কাগজ ইত্যাদি

পদ্ধতি

শিক্ষক আগে থেকেই ছবি আঁকার উপকরণগুলো গুছিয়ে রাখবেন।

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- রং করার বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- রং, তুলি, পেন্সিল, বোর্ড, কাগজ ইত্যাদি তাদের সামনে রাখবেন যাতে সব শিশু দেখতে পায়।
- এরপর শিশুদের হাতে একটা একটা করে উপকরণ দিবেন যাতে শিশুরা নেড়ে চেড়ে দেখতে পারে।
- তারা এই উপকরণগুলোর নাম জানে কি না জানতে চাইবেন। বলতে পারলে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিবেন।
- যে উপকরণগুলোর নাম শিশুরা জানে না তা দেখিয়ে নাম বলে দিবেন।
- প্রত্যেকটি উপকরণের পরিচিতি দেওয়ার সময় উপকরণটির ব্যবহার শিশুদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

কাজ । ২ ডট মিলিয়ে ছবি আঁকি ও রং করি

শিখনফল
১.২.১ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
১.২.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোট ছোট কাজ করতে পারবে।
৪.১.৬ পরিবেশের কোনো বস্তু/উপাদান দেখে আঁকিবুকি করতে পারবে।

উপকরণ 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- প্রথমে বোর্ডে ডট মিলিয়ে একটি ছবি এঁকে দেখাবেন।
- এরপর শিশুদের বোর্ডে এনে চর্চা করাবেন।
- প্রতিটি শিশুকে তার নাম লেখা 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল দিবেন।
- এবার 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতার ২৬-৪৬ পৃষ্ঠার ছবিগুলো (যেমন- আম, ঘুড়ি, পাতা, ফুল, মাছ, বল, ঘর ইত্যাদি) ডট মিলিয়ে শিশুদের পর্যায়ক্রমে আঁকতে দিবেন। ডট মিলিয়ে আঁকার পর পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবিগুলো আঁকাবেন।
- আঁকার পর শিশুদের ইচ্ছেমতো রং করতে বলবেন।

কাজ । ৩ জাতীয় পতাকা আঁকি ও রং করি

শিখনফল

১.২.১ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
৬.১.৩ জাতীয় পতাকা আঁকতে ও রং করতে পারবে।

উপকরণ

'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল এবং লাল ও সবুজ রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- প্রতিটি শিশুকে 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, রং পেন্সিল ও ইরেজার দিবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন তারা জাতীয় পতাকা দেখেছে কি না? কোথায় দেখেছে? জাতীয় পতাকায় কী কী রং আছে ইত্যাদি।
- শিশুদেরকে জাতীয় পতাকার রং ও আকার বলতে উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনে বলতে সহযোগিতা করবেন।
- তারপর শিশুদের বলবেন, আজ আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা আঁকব।
- এরপর 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতার (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) জাতীয় পতাকা ডট মিলিয়ে আঁকাবেন এবং পরবর্তীতে রং করতে বলবেন।
- ঘুরে ঘুরে শিশুদের ছবি আঁকা ও রং করার কাজ দেখবেন।
- কাজটি করার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- পরিশেষে শিশুদেরকে তাদের আঁকা জাতীয় পতাকাটি উঁচু করে ধরতে বলবেন এবং সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে একত্রে জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন গাইবেন।

কাজ । ৪ ইচ্ছেমতো রং করি

শিখনফল

১.২.১ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
৪.১.৭ ইচ্ছেমতো ছবি ও প্যাটার্ন আঁকতে পারবে।
৬.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর ছবি রং করতে পারবে।

উপকরণ

'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- প্রতিটি শিশুকে তার 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল দিবেন।

- শিশুদেরকে আশপাশের বিভিন্ন/বস্তু (যেমন- গাছ, পাতা, ফুল, পাখি, ফল ইত্যাদি) যা তাদের পছন্দ বা ভালো লাগে তা ইচ্ছেমতো আঁকতে বলবেন। 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতার ১-১০ পৃষ্ঠার 'ইচ্ছেমতো আঁকি' অংশে রং করতে বলবেন।
- ছবি আঁকা শেষ হলে তা শিশুদেরকে ইচ্ছেমতো রং করতে বলবেন।
- ঘুরে ঘুরে শিশুদের রং করা দেখবেন। শিশুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন তারা কী আঁকছে এবং কী রং করছে। রং করার সময় শিশুদের প্রশ্ন করে কথা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- ছবি রং করা শেষ হলে শিশুদেরকে তার ছবি অন্য বন্ধুদেরকে দেখাতে বলবেন।
- পরিশেষে শিশুদেরকে 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতাতে ডট মিলিয়ে আকার আকৃতি/প্যাটার্ন (পৃষ্ঠা নং ১৭-২৫) আঁকতে বলবেন।

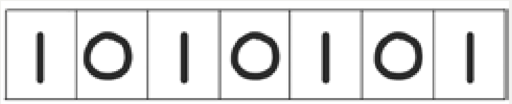

কাজ। ৫ রং লাগিয়ে ছাপ দেই

শিখনফল

৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর রং চিনে বলতে পারবে।
৬.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর ছবি রং করতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ, কামরাঙা, আলু, ঢেঁড়স ও প্রাকৃতিক রং

পদ্ধতি

শিক্ষক এ কাজটি করার আগের দিন ৪/৫ জন শিশুকে সম্ভব হলে বাড়ি থেকে কামরাঙা ও ঢেঁড়স আনতে বলবেন। শিক্ষক নিজেও আনবেন।

- আগে থেকেই প্রাকৃতিক রং (যেমন-পুঁইশাকের বিচি পানিতে ডুবিয়ে, হলুদ গুড়ো গুলিয়ে রং ইত্যাদি) তৈরি করে রাখবেন।
- বিভিন্ন সবজি/শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বস্তু দেখিয়ে কোনটির রং কি তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন। শিশুরা বলতে না পারলে সহযোগিতা করে বলে দিবেন।
- কামরাঙ্গা, আলু, ঢেঁড়সের কিছু অংশ কেটে দেখাবেন বা অন্য কোন বস্তু দেখাবেন।
- এরপর কাটা অংশ শিশুদের দিবেন এবং আগে তৈরি করা প্রাকৃতিক রং-এ লাগিয়ে নিতে বলবেন।
- এরপর সাদা কাগজে অনেকগুলো ছাপ দিতে উৎসাহিত করবেন।
- কাজ শেষে কাগজের ছাপ শুকিয়ে গেলে শ্রেণিকক্ষে আঠা দিয়ে লাগিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখবেন।

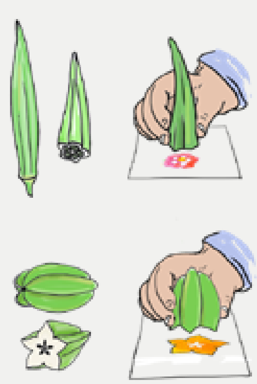

কাজ। ৬ কাগজে রং লাগিয়ে ছাপ দেই

শিখনফল

৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর রং চিনে বলতে পারবে।
৬.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর ছবি রং করতে পারবে।

উপকরণ

সাদা কাগজ, ব্রাশ/তুলি, প্রাকৃতিক রং, গোলানো পোস্টার রং, পোস্টার পেপার

পদ্ধতি

কাজের পূর্বে শিক্ষক অপেক্ষাকৃত মোটা কাগজে (বিস্কুট বা ঔষধের প্যাকেট/মিষ্টির বক্স) বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে কেটে ফাঁকা ছাপ/ডাইস তৈরি করে রাখবেন।

- প্রথমে শিশুদের বলবেন, "আজ আমরা মজা করে কাগজে ছাপ দিয়ে ছবি বানাবো। দেখো, আমি কীভাবে কাগজে রং লাগিয়ে ছাপ দিয়ে ছবি বানাই।"
- এরপর আগে থেকে গুলিয়ে রাখা রং ব্রাশ বা তুলির সাহায্যে ছাপ বা ডাইসে লাগিয়ে পোস্টার পেপার বা সাদা কাগজে ছাপ দিবেন।
- এভাবে কয়েকরকমের আকৃতির কাগজে রং লাগিয়ে ইচ্ছেমতো ছাপ দিয়ে শিশুদের দেখাবেন।
- এবার শিশুদের ছোটোদলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় রংয়ের বাটি, একটি করে পোস্টর পেপার/সাদা কাগজ ও ব্রাশ/তুলি দিবেন। শিশুদের দলে কাগজে রং লাগিয়ে ছাপ দিতে বলবেন। এসময় ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিশুদের হাতে রং লাগলে তা ধুয়ে ফেলতে বলবেন।
- কাজ শেষে কাগজের ছাপ শুকিয়ে গেলে শ্রেণিকক্ষে আঠা দিয়ে লাগিয়ে বা সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখবেন।

কাজ। ৭ পাতায় রং লাগিয়ে ছবি আঁকি

শিখনফল

৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর রং চিনে বলতে পারবে।
৬.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের/বস্তুর ছবি রং করতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ/পোস্টার পেপার, গাছের ঝরা পাতা ও পোস্টার রং

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন এবং তাদের বলবেন, "চলো, আজ আমরা পাতার ছাপ দিয়ে মজার ছবি আঁকি।"
- কাজ শুরুর আগে বাটিতে পোস্টার-রং (যেমন- লাল, হলুদ, নীল ও সবুজ) গুলিয়ে রাখবেন। এবার একটি কাগজ এবং বিভিন্ন আকারের কয়েকটি পাতা নিবেন। তারপর পাতাগুলো রংয়ের বাটিতে ডুবিয়ে কাগজে ইচ্ছেমতো ছাপ দিবেন এবং শিশুদের তা দেখাবেন।
- এরপর শিশুদের ছোটদলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে একটি করে পোস্টার-পেপার বা সাদাকাগজ এবং গুলানো রংয়ের বাটি দিবেন। শিশুদের বিভিন্ন আকারের পাতা রংয়ের বাটিতে ডুবিয়ে ছাপ দিয়ে মজার ছবি আঁকতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

কাজ । ৮ নিজেকে আঁকি

শিখনফল ৪.১.৭ ইচ্ছেমতো ছবি ও প্যাটার্ন আঁকতে পারবে।

উপকরণ 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- প্রতিটি শিশুকে তার নাম লেখা 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল দিবেন।
- 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতার (পৃষ্ঠা নং ১৭-২৫) প্যাটার্ন আঁকতে বলবেন।
- প্যাটার্ন আঁকার পর শিশুদের বলবেন আজকে আমরা আমাদের নিজের ছবি আঁকবো তারপর 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতার ৬১-৬৪ পৃষ্ঠার 'নিজেকে আঁকি' নামের কাজটি শিশুদের পর্যায়ক্রমে আঁকতে দিবেন।
- প্রথমে নিজের ছবি বোর্ডে এঁকে দেখাবেন এবং 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতায় শিশুদের পেন্সিল দিয়ে নিজের ছবি ইচ্ছেমতো আঁকতে বলবেন।
- ঘুরে ঘুরে শিশুদের আঁকা ছবি দেখবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- আঁকার পর ছবিতে শিশুদের ইচ্ছেমতো রং করতে বলবেন।

কাজ । ৯ আমার প্রিয় ছবি আঁকি

শিখনফল ৪.১.৭ ইচ্ছেমতো ছবি ও প্যাটার্ন আঁকতে পারবে।

উপকরণ 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- প্রতিটি শিশুকে তার নাম লেখা 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল দিবেন।
- শিশুদের বলবেন আজকে আমরা আমাদের প্রিয় জিনিসের ছবি আঁকবো। তারপর প্রথমে নিজের প্রিয় কোনো বস্তুর ছবি বোর্ডে এঁকে দেখাবেন এবং 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতায় তাদের নিজের প্রিয় কোনো বস্তু বা বিষয়ের ছবি আঁকতে বলবেন।
- এবার 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতার ৬৫-৬৭ পৃষ্ঠার 'আমার প্রিয় ছবি আঁকি' নামের কাজটি শিশুদের পেন্সিল দিয়ে পর্যায়ক্রমে আঁকতে বলবেন।
- এসময় ঘুরে ঘুরে শিশুদের আঁকা ছবি দেখবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- আঁকার পর ছবিতে শিশুদের ইচ্ছেমতো রং করতে বলবেন।

কারুকলা

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য সৃজনশীলতা এবং সূক্ষ্মপেশীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কারুকলার কাজ রাখা হয়েছে। এ ধরনের কাজগুলোর মাধ্যমে শিশুদের হাত ও চোখের সমন্বয় ঘটে, সূক্ষ্ম ও স্থূলপেশীর সঞ্চালন ঘটে এবং সর্বোপরি তাদের সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ ঘটে। কারু কাজগুলো হলো: কাদা/মাটির কাজ, কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি, সহজলভ্য বস্তু দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি, ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে পুনরায় খেলনা বানানো ইত্যাদি। কারু কাজ করার সময় শিক্ষক শিশুদেরকে কাঁচির ব্যবহার দেখিয়ে দিবেন এবং লক্ষ রাখবেন শিশুরা যেন কোনো দুর্ঘটনার মুখোমুখি না হয়। শিক্ষক অবশ্যই কারু কাজের আগে সমস্ত উপকরণ জোগাড় করে রাখবেন এবং কাজের শেষে উপরকরণ গুছিয়ে রাখবেন এবং শিশুদের গুছিয়ে রাখতে বলবেন। শিশুদের করা হাতের কাজ শ্রেণিকক্ষে সাজিয়ে রাখবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারবে।

কাজ। ১০ কাগজ ভাঁজ করতে শিখি

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ খবরের কাগজ, ফেলে দেওয়া কাগজ কিংবা ব্যবহৃত পোস্টার কাগজ

পদ্ধতি

কাজটি করার আগে খবরের কাগজ অথবা ব্যবহৃত কাগজ সংগ্রহ করে রাখবেন।

- আগে থেকে সংগৃহীত কাগজ শিশুদের মধ্যে বিতরণ করবেন।
- এবার শিশুদের বলবেন আজ আমরা কাগজ ভাঁজ করা শিখব। শিশুদের দেখিয়ে কাগজ ভাঁজ করবেন।
- এরপর শিশুদের একইভাবে কাগজটি ভাঁজ করতে বলবেন এবং লক্ষ করবেন শিশুরা পারছে কিনা, না পারলে সহায়তা করবেন।
- এভাবে শিশুদের কাগজ ভাঁজ করা অনুশীলন করাবেন।

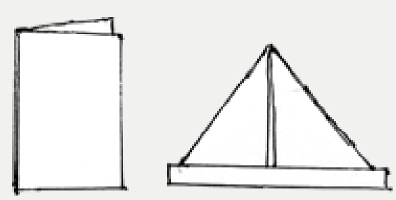

কাজ । ১১ কাগজ দিয়ে খেলনা বানাই

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ কাগজ, গাম, তুলি, রং, সহজলভ্য উপকরণ যেমন- টয়লেট পেপারের রুল/ঠোঙার কাগজ ইত্যাদি

পদ্ধতি

- কাজটির শুরুতে এক টুকরা কাগজ নিবেন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে কাগজ বিতরণ করবেন।
- এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে হাতের কাজের প্রত্যেকটি ধাপ শিশুরা দেখতে পারে।
- আস্তে আস্তে কাগজের ভাঁজ দিবেন এবং খেলনাটি বানানো সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের ভালো করে দেখতে বলবেন।
- এবার যে খেলনাটি (যেমন- নৌকা, প্লেন) তৈরি করবেন তার নাম বলবেন এবং শিশুদের ধাপে ধাপে তার কাজ লক্ষ করতে বলবেন।
- প্রতিটি খেলনা শিশুদের দিয়ে বানাতে দেওয়ার আগে খেলনাটি নিজে তৈরি করে দেখাবেন ও তারপর শিশুদের সেটি বানাতে বলবেন।
- বিভিন্ন সময়ে তৈরিকৃত খেলনাগুলো অন্য বন্ধুদের দেখাতে বলবেন। খেলনা নিয়ে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।
- পরিশেষে শিশুদের তাদের খেলনাগুলো শ্রেণিকক্ষের খেলার ভুবনে (কর্নারে) সাজিয়ে রাখতে বলবেন।

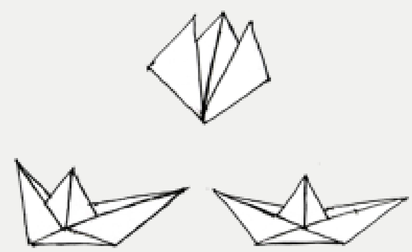

কাজ । ১২ রঙিন পাখা বানাই

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ বিভিন্ন রঙের কাগজ বা পোস্টার পেপার

পদ্ধতি

- এক টুকরো কাগজ নিবেন। কাগজের যেকোনো দিক থেকে এক ইঞ্চি সমান ভাঁজ করবেন। এরপর কাগজটি উল্টিয়ে আবার সমান পরিমাণ ভাঁজ করবেন।
- এভাবে পুরো কাগজটি ভাঁজ করে খুলবেন যেন তা পাখার মতো হয়। তারপর পাখার নিচের দিকে দু'ইঞ্চি পরিমাণ ভাঁজ করবেন যেন তা পাখার হাতল হিসেবে ধরা যায়। এভাবে পাখা বানিয়ে শিশুদের দেখাবেন।
- এবার প্রত্যেক শিশুকে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের একটি করে কাগজ দিবেন এবং আপনার মতো করে পাখা বানাতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পাখা বানানো শেষ হলে সবাইকে নিজের বানানো পাখা দেখাতে বলবেন এবং তৈরি করা রং-বেরঙের পাখা দিয়ে নিজেদের এবং বন্ধুদেরও বাতাস করতে বলবেন।

কাজ। ১৩ রঙিন পতাকা বানাই

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ কাগজ, পোস্টার রং বা পেস্টেল রং, রংয়ের বাটি/প্লেট এবং রং-তুলি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শুরুতে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে সহজ করে কিছু কথা/গল্প বলবেন। পতাকাটি দেখতে কেমন? পতাকায় কী কী রং আছে। পতাকার আকৃতিটি কী রংয়ের হয় ইত্যাদি।
- এবার শিশুদের ছোটদলে ভাগ করবেন। এরপর প্রত্যেক দলের শিশুদেরকে পতাকা বানানোর জন্য একটি আয়তকার কাগজ ও একটি গোল আকৃতির কাগজ দিবেন। খেয়াল রাখবেন যেন কাগজের অনুপাত পতাকার অনুপাত অনুযায়ী হয়।
- শিশুদের বলবেন, "চলো এখন আমরা পতাকাটিকে পোস্টার রং/পেস্টেল বা রং-তুলির রং এ রঙিন করি।"
- পতাকার ছবি রং করার সময় ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং রং ও পতাকা সম্পর্কে শিশুদের নানা প্রশ্ন করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে প্রত্যেকের রং করা পতাকাটি সবাইকে দেখাতে বলবেন এবং শেষে পতাকাগুলো শ্রেণিকক্ষে সাজিয়ে রাখবেন।

কাজ। ১৪ দূরবিন বানাই

শিখনফল ১.২.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোট ছোট কাজ করতে পারবে।
৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ টয়লেট টিস্যু/পেপার রোল, পোস্টার পেপার, আঠা ও মোটা সুতা

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- দূরবিন নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন ও প্রশ্ন করবেন, যেমন- তোমরা কি দূরবিন চেনো? দূরবিন হলো সেই যন্ত্র যা দিয়ে দূরের বস্তু/জিনিস সহজে দেখা যায়। এবার তাদের বলবেন আজ আমরা একটি মজার জিনিস বানাবো। চলো এখন আমরা একটি খেলনা দূরবিন বানাই।
- এবার দুইটি টয়লেট টিস্যুর রোল পাশাপাশি আঠা দিয়ে লাগাবেন। এরপর টিস্যুর রোলের দুপাশে দুটো ছিদ্র করে সুতা লাগাবেন। তারপর একটি পোস্টার পেপারের টুকরাতে আঠা লাগিয়ে পুরো টিস্যুর রোল দুটিকে একসঙ্গে পেঁচিয়ে খেলনা দূরবিন বানাবেন।

- এবার শিশুদের ছোটদলে ভাগ করে প্রত্যেক দলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিস্যু/পেপার রোল, পোস্টার পেপারের কাটা অংশ ও আঠা দিবেন এবং খেলনা দূরবিন বানাতে বলবেন।
- এ সময় ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখবেন, প্রশ্ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- বানানো শেষে শিশুদের দূরবিন চোখে দিয়ে চারপাশের দৃশ্য দেখতে বলবেন এবং তারা কে কী দেখছে তা শুনবেন।
- সবশেষে বানানো দূরবিনগুলো পরবর্তীতে খেলার জন্য কল্পনার ভুবনে (কর্নারে) সাজিয়ে রাখবেন।

কাজ । ১৫ ফুল ও পাতার মালা বানাই

শিখনফল

১.২.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোট ছোট কাজ করতে পারবে।
৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ

কাগজের ফুল ও পাতার কিছু আকৃতি, পেন্সিল, কাঠি ও সুতা

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- ফুল ও পাতার মালা বানানোর আগে বিভিন্ন রং এর কাগজ দিয়ে ফুল ও পাতার কিছু আকৃতি কেটে রাখবেন।
- এবার কেটে রাখা কাগজের ফুল ও পাতার টুকরোগুলো নিবেন। তারপর পেন্সিল বা কাঠি দিয়ে ছিদ্র করে তাতে সুতা ঢুকিয়ে মালা গাঁথবেন এবং শিশুদের তা দেখাবেন।
- এবার শিশুদের ছোটদলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফুল ও পাতা দিবেন এবং ফুল ও পাতাগুলোকে পেন্সিল বা কাঠি দিয়ে ছিদ্র করে একটি একটি করে ফুল ও পাতায় সুতা ঢুকিয়ে মালা গাঁথতে বলবেন। এ সময়ে দলগুলোর কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং ফুল ও পাতা ছিদ্র করতে প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে প্রত্যেক দলের মালাগুলো সবাইকে দেখাতে বলবেন এবং হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।

কাজ। ১৬ মাটি দিয়ে খেলনা বানাই

শিখনফল

১.২.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোট ছোট কাজ করতে পারবে।
৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ

মাটি, পানি ও রং

পদ্ধতি

শিক্ষক আগে থেকেই মাটি এবং পানি সংগ্রহ করে রাখবেন।

- শিশুদেরকে স্কুলের বারান্দা/মাঠে নিয়ে যাবেন।
- মাটি ও পানি দিয়ে মন্ড তৈরি করে শিশুদের দেখাবেন।
- তৈরি করা মন্ড দিয়ে কীভাবে বিভিন্ন জিনিস বানাতে হয় প্রথমে তা বানিয়ে দেখাবেন।
- শিশুদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- এবার শিশুদের মাটি এবং পানি সরবরাহ করবেন। তাদের মাটির সঙ্গে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে মন্ড তৈরি করতে বলবেন। মন্ড তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- মন্ড দিয়ে শিশুদের পছন্দমতো জিনিস (যেমন- পুতুল, ফল, মার্বেল, বাঁশি, গাড়ি ইত্যাদি) বানাতে বলবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- তৈরিকৃত জিনিসগুলো শুকানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- কাজ শেষে শিশুদের কাজের জায়গা পরিষ্কার করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে বলবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের তৈরিকৃত খেলনা শুকানোর পর খেলনা নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে বলবেন এবং শেষে শ্রেণিকক্ষের খেলার ভুবনে (কর্নারে) তা সাজিয়ে রাখতে বলবেন।

সৌন্দর্যবোধ

মানুষের সৌন্দর্যবোধ তার নান্দনিক উপস্থাপনার অংশ। চর্চার মাধ্যমেই শিশুর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। প্রাক-প্রাথমিক এর শিশুদের সৌন্দর্যবোধ বিকাশের জন্য সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা শিখনক্ষেত্রসহ অন্যান্য শিখনক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট কাজ রাখা হয়েছে, যেমন- জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজেকে পরিপাটি রাখা, কোনো কিছু সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ চর্চার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে সৌন্দর্যবোধের বীজ রোপিত হবে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারবে।

৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।

কাজ । ১৭ নিজেকে পরিপাটি রাখি

শিখনফল

৬.১.১১ নিজের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জেনে নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারবে।
৯.১.৩ বড়দের সহায়তায় দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ

চিত্র/ছবি/ভিডিও/ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- প্রথমে শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। বলতে পারলে প্রশংসা করবেন এবং না পারলে বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিশুদের সঙ্গে নিজেদের পরিপাটি থাকা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন, যেমন- পোশাক পরিধান করে বোতাম লাগানো, চুল আঁচড়ানো, জুতা/সেন্ডেল পরা, হাত মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, নিয়মিত গোসল করা ইত্যাদি।
- শিশুদের দৈনন্দিন কাজ ও পরিপাটি থাকার চিত্র/ছবি/ভিডিও/ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং...) প্রর্দশন করবেন এবং আলোচনা করবেন।
- পরবর্তীতে ভূমিকাভিনয় ও খেলার (যেমন- নাকপুর ও কানপুর খেলা) মাধ্যমে অনুশীলন ও চর্চা করাবেন।

কাজ । ১৮ আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি

শিখনফল ৬.১.১২ নিজের ব্যবহার্য জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/ভিডিও/ছবি/চিত্র

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের কাছ থেকে তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো যেমন-জামা-কাপড়, জুতা, খেলনা ইত্যাদি কী কী এবং এগুলো কীভাবে তারা গুছিয়ে রাখে তা জানতে চাইবেন।
- ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং:)/ভিডিও/চিত্র দেখিয়ে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা (যেমন- নিজের ব্যাগ গুছিয়ে রাখা, নিজের খেলনা গুছিয়ে রাখা, খাবার শেষে প্লেট গুছিয়ে রাখা, নিজের ব্যবহৃত পোষাক গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি), শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে যেকোনো আর্বজনা নির্দিষ্ট ঝুড়ি/পাত্রে ফেলার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে খেলা শেষে এলোমেলো অবস্থায় পড়ে থাকা খেলনাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখার অনুশীলন করাবেন এবং তা নিয়মিত চর্চা করাবেন।
- একইভাবে বাড়িতেও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা ও ময়লা-আর্বজনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহ দিবেন।

বি. দ্র.: চারু ও কারু এবং সৌন্দর্যবোধের কাজগুলো সতর্কতা, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে করাবেন। অভিভাবক সভায় শিশুদের সৃজনশীল কাজগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

পরিবেশ ও জলবায়ু

নিকট পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা

আবহাওয়া ও ঋতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা

বাড়ি, বিদ্যালয় ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া

পরিবেশ ও জলবায়ু

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+ বয়সি) শিশুদের আশেপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, যেমন- গাছ-পালা, পশু-পাখি, মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি সম্পর্কে জানানো ও সচেতন করা প্রয়োজন। আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং শিশুদের পরিবেশ সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ে শিশুদের শিখন স্থায়ী করার লক্ষ্যে কতগুলো কাজ দেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলো করার মাধ্যমে শিশুরা পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, উপাদান, চিত্র, দৃশ্য, ঘটনা জেনে প্রকাশ করতে পারবে। নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবে। শিশুরা পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে দৈনন্দিন কাজ ও অভ্যাসে পরিবর্তন এনে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।
৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।

কাজ। ১ প্রিয় জিনিসের কথা বলি

শিখনফল ৭.১.১ নিজের, বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ কাগজ, পেন্সিল, ক্রেয়ন ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- প্রত্যেক শিশুকে তার নিজের ব্যবহার করা সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের নাম বলতে বলবেন (যেমন- জামা-কাপড়, পুতুল ইত্যাদি)। শিশুর নাম জিজ্ঞেস করে তার প্রিয় জিনিসের ছবি বোর্ডে আঁকবেন। সকলের বলা প্রিয় জিনিসের ছবি আঁকা শেষ হওয়ার পর বোর্ডে আঁকা প্রিয় জিনিসের ছবিগুলোর নাম শিশুদের বলবেন।
- জিনিসগুলো যেহেতু আমাদের অনেক কাজে লাগে তাই এগুলোকে ভালোভাবে যত্ন করার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং কীভাবে যত্ন করতে হয় তা আলোচনা করবেন।
- এবার শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে বিদ্যালয়ের প্রিয় জিনিসগুলো (যেমন- বল, ব্লক, পুতুল, পাজল ইত্যাদি) নিয়ে কথা বলতে বলবেন এবং দলে গিয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কোন জিনিস কী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং কীভাবে যত্ন নিতে হয় তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিশুর বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জিনিস থেকে কোন একটি জিনিসের নাম বলে সেটি তার বাড়ির নাকি বিদ্যালয়ের তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এভাবে সকল শিশুর কাছ থেকে জিনিসগুলো তার বাড়ির, না বিদ্যালয়ের তা জানবেন।

কাজ । ২ আমাদের চারপাশের পরিবেশকে চিনি

শিখনফল ৭.১.২ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন এবং বলবেন, আজ আমরা বিদ্যালয়ের আশেপাশে কী কী জিনিস আছে তা দেখব।
- এবার শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন। শিশুরা প্রত্যেকে আশেপাশে যা কিছু দেখেছে বা স্পর্শ করেছে তা মনে রাখতে বলবেন। দেখা শেষ হলে শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনবেন।
- এবার শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, তারা বাইরে কী কী দেখেছে।
- শিশুরা চারপাশের পরিবেশে যা দেখে এসেছে এসবের যে কোনো একটি উপাদান (যেমন- গাছ, পাখি, ফুল, ফল, নদী ইত্যাদি) নিয়ে ইচ্ছেমতো কথা বা গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

কাজ । ৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা জানি

শিখনফল ৭.১.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ পোস্টার/ছবি/চিত্র/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার পোস্টার/ছবি/চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দিবেন।
- এরপর শিশুদের সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি নিয়ে গান যেমন- ঝড় এলো এলো ঝড়...... গাইবেন অথবা ছড়া যেমন- ঝুপুর ঝুপুর ঝুপুর....... বলবেন।
- সমসাময়িক ঘটনা বা ঘটে যাওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা (যেমন- ঝড়/বৃষ্টি/বজ্রপাত/দিন-রাত ইত্যাদি) সম্পর্কে কয়েকজন শিশুর অভিজ্ঞতা শুনবেন ও আলোচনা করবেন।
- এভাবে শিশুদের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা নিজের মতো করে বলতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । ৪ চারপাশের প্রাণী ও উদ্ভিদকে চিনি

শিখনফল ৭.১.৪ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ বিভিন্ন গাছ-পালা, পশু-পাখির ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ড/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদের চারপাশে দেখা যায় এমন কিছু জিনিসের নাম বলতে বলবেন। যেমন- মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা ইত্যাদি।
- এরপর ছবি/চিত্র/ভিডিও/ফ্ল্যাশকার্ড এর ছবি দেখিয়ে শিশুদের চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে ধারণা দিবেন এবং আলোচনা করবেন। চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ড ছবি দেখিয়ে শিশুদের উদ্ভিদ ও প্রাণী শনাক্ত করতে বলবেন।
- শিশুদের প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন তাদের বাড়িতে কী কী উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে?
- এবার শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণী শনাক্ত করতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে বাইরে দেখা প্রাণীদের ডাক দলগতভাবে/এককভাবে অনুকরণ করতে বলবেন।
- প্রাণীদের ডাক অনুকরণে প্রয়োজনে শিশুদের সহায়তা করবেন।

কাজ । ৫ দিন ও রাত সম্পর্কে জানি

শিখনফল ৭.১.৫ দিন রাত্রির পার্থক্য করতে পারবে।

উপকরণ ছবি/চিত্র/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন এবং জানতে চাইবেন, সকালবেলা তারা কখন ঘুম থেকে ওঠে? বাড়িতে কী কী করে? এভাবে শিশুর অভিজ্ঞতার আলোকে সকাল সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- এবার শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং শিশুরা দিনে কী কী করে ও রাতে কী কী করে তা ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলবেন।
- এবার ছবি/চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে শিশুদের দিন ও রাত্রি সম্পর্কে ধারণা দিবেন, যেমন- দিনে সূর্য ওঠে, রাতের আকাশে চাঁদ ও তারা দেখা যায় ইত্যাদি।
- এভাবে ছবি/চিত্র/ভিডিও প্রর্দশন এবং দিন ও রাত্রির বৈশিষ্ট্যের আলোকে শিশুদের দিন ও রাত্রির পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করবেন।

কাজ । ৬ আবহাওয়ার পরিবর্তন ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্পর্কে জানি

শিখনফল

৭.২.১ দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.২.২ দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ

ফ্লিপচার্ট ও ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কিত ফ্লিপচার্ট এর (পৃষ্ঠা নং ....) ছবি শিশুদের দেখাবেন এবং ছবি দেখিয়ে দিনের বিভিন্ন সময় নিয়ে আলোচনা করবেন, যেমন- সকালে সূর্য ওঠার ছবি, সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে যাওয়ার ছবি ইত্যাদি।
- এরপর শিশুদের ফ্লিপচার্ট এর (পৃষ্ঠা নং ....) ছবি দেখিয়ে দিনের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার পরিবর্তন শনাক্ত করতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এবার শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, দিনের আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে আমরা কী করি, যেমন- দুপুরে রোদ ও বৃষ্টি হলে আমরা ছাতা ব্যবহার করি। আবার রাত হলে টর্চ লাইট/বাতি/হারিকেন ইত্যাদি দিয়ে আলো জ্বালাই।
- এরপর শিশুদের ছোটদলে ভাগ করে আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে ভূমিকাভিনয়/অভিনয় করতে বলবেন।

কাজ । ৭ বিভিন্ন ঋতুতে দৈনন্দিন জীবন যাপনের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি

শিখনফল

৭.২.৩ গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
৭.২.৪ বিভিন্ন ঋতুতে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ

ফ্লিপচার্ট ও ছবি/চিত্র/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদের ছবি/চিত্র/ভিডিও/ফ্লিপচার্ট এর (পৃষ্ঠা নং ....) ছবি দেখিয়ে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের (যেমন- গ্রীষ্মকালে গরম, বর্ষাকালে বৃষ্টি এবং শীতকালে ঠাণ্ডা ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।
- শিশুদের ছবি দেখিয়ে কোন ঋতুতে কী হয় সে বিষয়ে কথা বলবেন। যেমন- কখন বেশি বৃষ্টি হয়, কখন বেশি শীত লাগে, কখন বেশি গরম লাগে ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে ঋতু বিষয়ে ধারণা দিবেন এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে শিশুদের উৎসাহ দিবেন।
- আমরা কোন ঋতুতে কী করি শিশুদের তা অভিনয় করে দেখাতে বলবেন, যেমন- বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে ছাতা মাথায় দেওয়া, শীতকালে ঠাণ্ডা লাগলে শীতের কাপড় পরা, গ্রীষ্মকালে গরম লাগলে পাখার বাতাস করা ও বেশি করে বিশুদ্ধ পানি পান করা, ঝড়-বৃষ্টির সময় নিরাপদ স্থানে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করা ইত্যাদি।

কাজ। ৮ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের জিনিসপত্রের যত্ন নিই

শিখনফল ৭.৩.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জিনিসপত্র যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/ছবি/চিত্র/ভিডিও।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার ছবি/চিত্র/ভিডিও/ফ্লিপচার্ট এর (পৃষ্ঠা নং ....) ছবি দেখিয়ে বাড়ি ও বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র যত্নের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- এরপর বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন- পড়ার জায়গা, শোবার জায়গা, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, মাঠ ইত্যাদি) প্রতি যত্নশীল হওয়ার ভূমিকাভিনয় করাবেন।
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জিনিসপত্র কীভাবে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- শিশুদের শ্রেণিকক্ষে খেলনা গুছিয়ে রাখার অনুশীলন করাবেন।

কাজ। ৯ গাছপালা ও পশুপাখি ভালোবাসি

শিখনফল ৭.৩.২ গাছপালা ও পশুপাখির প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/ছবি/চিত্র/ভিডিও, গল্পের বই

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার ছবি/চিত্র/ভিডিও/ফ্লিপচার্ট এর (পৃষ্ঠা নং ....) ছবি দেখিয়ে গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে যত্নশীল আচরণ নিয়ে আলোচনা করবেন।
- এরপর শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গাছপালা ও পশুপাখি পর্যবেক্ষণ করে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন- গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখি ইত্যাদি) প্রতি যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করবেন ও অনুশীলন করাবেন।
- গাছপালা ও পশুপাখির প্রতি যত্নশীল আচরণ সম্পর্কিত গল্পের বই (যেমন- ঐশীর ফুল, ঝড়ের পরে) পড়ে শোনাবেন এবং তাদের প্রতি যত্নশীল আচরণের ভূমিকাভিনয় করাবেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

দৈনন্দিন
জীবনের ঘটনাসমূহ
পর্যবেক্ষণ

জীব
ও জড়ের
পার্থক্য

দৈনন্দিন
ব্যবহার্য প্রযুক্তির
ব্যবহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

শিশুরা সহজাতভাবে কৌতূহলী। তাই তারা তাদের আশেপাশের বস্তু সম্পর্কে কল্পনাপ্রবণ ও আগ্রহী হয়ে থাকে এবং চারপাশের সবকিছু সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হয়। এই বয়সে শিশুরা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চায়। শিশুরা যাতে ছোটবেলা থেকে খেলার মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে আদান-প্রদান করে নতুন নতুন বিষয় জানাতে পারে এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহলী হতে পারে সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিশুদের আগ্রহী ও কৌতূহলী করার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কিছু সাধারণ বিষয় এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে শিশুরা পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে তার কারণ সম্পর্কে জানতে পারবে, জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে এবং শিশুদের পরিচিত প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে শিশুরা পর্যবেক্ষণ, ছবি দেখে, খেলা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।
৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জীব ও জড় শনাক্ত করতে পারা।
৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে আগ্রহী হতে পারা।

কাজ । ১ বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করি ও কারণ জানি

শিখনফল

৮.১.১ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা/প্রাকৃতিক ঘটনার তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হতে পারবে।
৮.১.২ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা/প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ জানতে আগ্রহী হতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন।
- শিশুদের তাদের চারপাশে দেখতে বলবেন, যেমন- গাছপালা, পাখি, মাটি, পানি ইত্যাদি এবং কী কী দেখতে পাচ্ছে সেগুলো ছোট ছোট প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন তারা বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা দেখেছে কি না? দেখে সকলকে সে সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- তারপর শিশুদেরকে বিদ্যালয়ের চারপাশের প্রকৃতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ, যেমন- বাতাস হলে গাছের পাতা নড়ে, বীজ থেকে চারা হয় ইত্যাদি করতে বলবেন।
- শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে এনে বাইরে কে কী দেখে এসেছে তা বলতে বলবেন এবং বিভিন্ন ঘটনা কেন ঘটেছে তা জানতে চাইবেন। বলার জন্য সকল শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- এবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, বাতাস হলে গাছের পাতা নড়ে, বীজ থেকে চারা হয় এমন বিভিন্ন ঘটনা ঘটার কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা করবেন।
- এরপর শিশুদের দলে ভাগ করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে খেলা খেলবেন, যেমন- ঝড় এলে শিশুরা হাত উঁচু করে নাড়িয়ে দেখাবে এবং ঝড় থেমে গেলে হাত নাড়া বন্ধ হবে।

কাজ । ২ জীব ও জড়কে জানি

শিখনফল

৮.২.১ নিকট পরিবেশের জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
৮.২.২ নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে জীব ও জড় চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ

ছবি/চিত্র/ভিডিও/ফ্ল্যাশ কার্ড/মডেল/বাস্তব উপকরণ

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এরপর শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিদ্যালয়ের আঙিনায় নিয়ে যাবেন এবং চারদিক দেখতে বলবেন।
- শ্রেণিকক্ষের ভিতরে, বাইরে ও বাড়িতে দেখা জীব ও জড় সম্পর্কে শিশুদের বলতে বলবেন ও তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবেন, যেমন- জীব: মানুষ, টিকটিকি, গরু, কুকুর ইত্যাদি; জড়: খেলনা, বই, খাতা, পাখা, বাতি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।
- এবার শিশুদের ছবি/চিত্র/ভিডিও/ফ্ল্যাশ কার্ড/মডেল দেখিয়ে জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনটি জীব ও কোনটি জড় তা বলতে বলবেন, যেমন- জীব খাদ্যগ্রহণ করে, চলাফেরা করে, শ্বাস নেয় কিন্তু জড় এসব করতে পারে না ইত্যাদি।
- তারপর শিশুদের জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে একক/দলগতভাবে খেলা খেলতে দিবেন অথবা ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন।

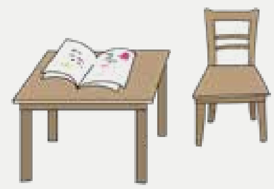

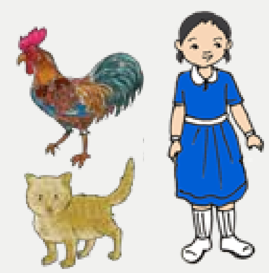

কাজ । ৩ জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি

শিখনফল

৮.২.৩ নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ

ছবি/চিত্র /ভিডিও/মডেল/বাস্তব উপকরণ (গল্পের বই, বীজ, চারাগাছ, টব, মাটি ইত্যাদি)

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদের ছবি/চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) ছোট থেকে বড় হওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- এরপর ঐশীর ফুল গল্পের ছবির অবলম্বনে গল্প শোনাবেন এবং ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিশুদের সঙ্গে জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

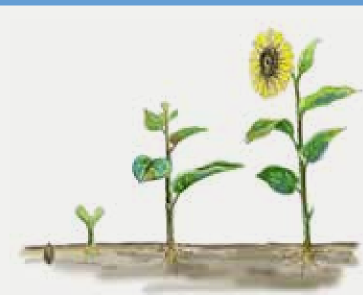

- তারপর শিশুদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় নিয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন ধরনের ঘাস, চারাগাছ, গাছ পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- শিশুদের পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা বলতে বলবেন এবং আলোচনা করে জীবের পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা দিবেন।
- বাড়িতে বড়দের সহায়তায় একটি বীজ/চারাগাছ রোপন ও পরিচর্যা করতে বলবেন।

কাজ । ৪ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করি

শিখনফল

৮.৩.১ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এর ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।
৮.৩.২ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ

ছবি/চিত্র/ভিডিও/মডেল/খেলনা/ফ্লিপচার্ট/বাস্তব উপকরণ

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদের ছবি/চিত্র/ভিডিও/মডেল/খেলনা/বাস্তব উপকরণ/ফ্লিপচার্ট এর (পৃষ্ঠা নং ....) ছবি দেখিয়ে প্রযুক্তি পণ্যের নাম বলতে উৎসাহী করবেন।
- এরপর শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, কোন প্রযুক্তির পণ্য কী কাজে লাগে।
- শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন, প্রত্যেকটি দলকে একটি করে প্রযুক্তি পণ্যের খেলনা/মডেল দিবেন।
- প্রতিটি দলকে খেলনা/মডেলটি নিয়ে খেলতে বলবেন এবং তা ব্যবহারের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন।
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য প্রযুক্তি পণ্য (বৈদুতিক যন্ত্রপাতি যেমন- মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, পাখা, সুইচ, সকেট, ইস্ত্রি ইত্যাদি) কীভাবে নিরাপদে ব্যবহার করা যায় তা ছবি/চিত্র/ভিডিও/মডেল/খেলনা/ফ্লিপচার্ট এর (পৃষ্ঠা নং ....) ছবির মাধ্যমে প্রর্দশন করবেন ও আলোচনা করবেন।
- আলোচনার সময় বৈদ্যুতিক তার, সুইচ, সকেট, গরম ইস্ত্রি, পাখা ইত্যাদি ধরা বা স্পর্শ না করা সম্পর্কে সচেতন করবেন। টেলিভিশন ও মোবাইল ফোনের অতি ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে শিশুদের সতর্ক করবেন।
- শিশুদের বাড়িতে/বিদ্যালয়ে প্রযুক্তি পণ্যের নাম ও এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন।
- শিশুদের প্রযুক্তি পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রর্দশন করতে বলবেন।

শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

- আমার শরীর
- দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি
- দাঁত মাজা
- হাত-মুখ ধোয়া
- চুল আঁচড়ানো
- হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা
- নিরাপদ পানি
- বিশ্রাম ও বিনোদন
- অসুস্থতা
- আমার খাবার দাবার
- আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ
- শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে মৌলিক ধারণা এবং সচেতনতা তৈরির জন্য শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক ২২টি কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কাজগুলোর মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের শরীর সম্পর্কে জানবে, শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে, তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং আশেপাশের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার চেষ্টা করবে। এজন্য শিক্ষক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে এ কাজগুলো পাঠপরিকল্পনায় যুক্ত করবেন। উল্লেখ্য যে শিশুরা বিদ্যালয়ে এসব সেবা-যত্নের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান, নিয়ম-কানুন ও কলাকৌশল সম্পর্কে জানবে ও অনুশীলন করবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এসব সেবা-যত্নের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করার জন্য শিশুদের বিদ্যালয়ের বাইরে, বাড়িতে ও অন্য স্থানেও এসব সেবা-যত্নের নিয়ম-কানুন চর্চা/অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে। তাই শিশুদের এসব প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমানভাবে সচেষ্ট হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুদের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে শিখন-শেখানো ও চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে অভিভাবকদের সচেতন করবেন তা নিম্নে "শিক্ষকের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য" বক্সের ভিতরে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষকের জন্য কিছু নির্দেশনা বিভিন্ন কাজের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুরা প্রতিদিন ২ ঘন্টা বিদ্যালয়ে থেকে শারিরীক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানবে ও অনুশীলন/চর্চা করবে। দিন-রাতের বাকি সময় তারা বাড়িতেই অভিভাবকের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করবে। তাই বিদ্যালয় থেকে জানা এবং চর্চা করা বিষয়গুলো জীবনব্যাপি অভ্যাসে পরিণত করতে প্রতিনিয়ত বাড়িতে এই বিষয়গুলোর চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। অভিভাবকদের সক্রিয় সাহায্য-সহায়তা ব্যতিত শিশুরা বাড়িতে এই বিষয়গুলো অনুশীলন/চর্চা করতে পারবেনা। তাই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয় যেমন- স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, আবেগ-অনুভূতির ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকগণ প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহয়তা প্রদান করে বাড়িতে শিশুদেরকে দিয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা করাবেন। অতএব শিক্ষক এই বিষয়গুলো নিয়ে অভিভাবক সভায় আলোচনা করবেন। শুধু সভাতেই নয়, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে, আসা যাওয়ার পথে বা অন্য সময় দেখা হলেও এই বিষয়গুলো নিয়ে শিশুদের চর্চা করার কথা অভিভাবকদের মনে করিয়ে দিবেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

প্রারম্ভিক শৈশবকাল থেকেই শিশুর শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশও ঘটতে থাকে। মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে মানসিক সুস্থতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিলে সে নিরাপদবোধ করবে, মানসিক প্রশান্তিতে থাকবে, ইতিবাচক চিন্তা করতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে। শিশু মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে যেমন থাকতে শিখবে তেমনি অন্যকে সম্মান ও সহযোগিতা করতে শিখবে। শিশু আত্মবিশ্বাসী হতে শিখবে ও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে। বস্তুত, এই দক্ষতাসমূহ খুব অল্প বয়স থেকেই ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে তৈরি হতে থাকে। তাই এই বয়স থেকেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া একান্তভাবেই প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক কয়েকটি কাজ প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সুনির্দিষ্ট কাজ ছাড়াও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি নিয়ম-কানুন মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সব সময়ই শিক্ষককে সচেতনভাবে এসব নিয়ম-কানুন মেনে শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সেবা-যত্ন দিতে হবে এবং মা-বাবা ও অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে।

- শিশুর চোখে চোখ রেখে (eye contact করে) কথা বলবেন। প্রয়োজনে শিশুর সামনে হাঁটু ভাঁজ করে তার সমান্তরাল উচ্চতায় বসে কথা বলবেন।
- শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার ও বোঝার চেষ্টা করবেন। শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবেন, এতে শিশুর নিজের উপর আস্থা তৈরি হবে।
- শিশু আগ্রহ থেকে অনেক প্রশ্ন করে, তাই বিরক্তি প্রকাশ না করে উত্তর দিবেন বা বুঝিয়ে বলবেন।
- শিশুরা খেলা অনেক পছন্দ করে তাই খেলায় খেলায় বা গল্পের ছলে শিশুকে নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়টি সহজে বুঝিয়ে দিবেন।
- শিশুরা ভুল করলে নেতিবাচক কথা না বলে সঠিকটি সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন।
- একটি শিশুর সঙ্গে অপর শিশুর তুলনা করা থেকে বিরত থাকবেন।
- ছেলে-মেয়ে এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা যেন প্রতিটি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে তা খেয়াল রাখবেন।
- শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রশংসা ও স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর নির্দিষ্ট কোনো কাজে প্রশংসা করে বা স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে উৎসাহিত করবেন, যা শিশুর আচরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করবে।
- শিশুর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক আচরণ যেমন- হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া, অনেক বেশি রাগ প্রকাশ করা, কোনো কারণ ছাড়া বেশি কান্না করা, নিজেকে বা অন্য কাউকে আঘাত করা ইত্যাদি প্রকাশ পেলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দিবেন।
- শিশুর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষক সচেতন থাকবেন এবং অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। শিক্ষক শিশুর আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিশুর সাথে ভাব বিনিময় করবেন।
- শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অভিভাবক সভা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে মা-বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে কথা বলবেন। বাড়িতে শিশুর সঙ্গে তাদের গুণগত সময় কাটানোর জন্য এবং খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রাখার জন্য উৎসাহিত করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।

৯.২ নিজের রাগ, দুঃখ, আপত্তি, অস্বস্তি ও ভুলের ক্ষেত্রে যথাযথ আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা।

৯.৩ বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।

আমার শরীর

শিশুর শরীর ও মনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিজের শরীর সম্পর্কে জানতে হবে। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জানার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক সচেতনতা তৈরি হয় যা তাদের বিকাশ ও শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কাজ। ১ আমাদের শরীর সম্পর্কে জানি

শিখনফল ৯.১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বলবেন, এখন আমরা আমাদের শরীর সম্পর্কে জানব।
- তারপর শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন আমাদের শরীরের কী কী অঙ্গ দেখা যায় এবং যারা বলতে চায় তাদেরকে হাত তুলতে বলবেন। তারপর এক এক করে তাদের শরীরের একটি অঙ্গের নাম বলতে বলবেন। শিশুরা বলতে পারলে প্রশংসা করবেন।
- এভাবে প্রতিটি অঙ্গ (চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা, জিভ) স্পর্শ করে ও দেখিয়ে নাম বলবেন।
- এরপর কয়েকজন শিশুকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ নির্দেশ করে তার নাম জিজ্ঞেস করবেন।
- যদি কোনো অঙ্গের নাম বাদ পড়ে যায় তবে শিক্ষক সেই অঙ্গটি দেখিয়ে শিশুদের কাছ থেকে অঙ্গটির নাম জানবেন।
- শিশুদের দিয়েও বিভিন্ন অঙ্গ দেখাতে এবং নাম বলতে বলবেন।

কাজ। ২ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম জানি

শিখনফল ৯.১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন।
- তারপর শিশুদের বলবেন- শিক্ষক যখন শরীরের যে অঙ্গের নাম বলবেন শিশুরা সবাই একসঙ্গে সেই অঙ্গ স্পর্শ করবে।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের নিয়ে একটি খেলা খেলবেন। যেমন- বিভিন্ন অঙ্গের ছবি (আগে থেকে আঁকা/প্রিন্ট করা) তুলে দেখাবেন অথবা মুখে বিভিন্ন অঙ্গের নাম বলবেন এবং শিশুরা সেই অঙ্গের একটি ভঙ্গি করে দেখাবেন। যেমন- হাতের ছবি দেখালে বা ‘হাত’ বললে শিশুরা ‘হাত তালি’ বা ‘হাত নাড়ানোর’ ভঙ্গি করবে, পায়ের ছবি দেখালে বা ‘পা’ বললে শিশুরা একবার লাফ দিবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে শরীরের অন্যন্য অঙ্গগুলো ব্যবহার করেও এই খেলাটি খেলাবেন।
- কয়েকজন শিশুদের দিয়েও কাজটি পরিচালনা করাতে পারেন।

কাজ । ৩ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ জানি

শিখনফল ৯.১.২ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন।
- তারপর শিশুদের নিয়ে নিচের ছড়াগানটি অঙ্গভঙ্গি করে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন।

চোখ দিয়ে দেখি আমরা কান দিয়ে শুনি,
হাত দিয়ে কাজ করি
লিখি আর গুনি
পা দিয়ে হাঁটি
আর দৌড়ঝাঁপ করি
মুখ দিয়ে খাই আর
কথা বলি, পড়ি,
নাকে নেই ঘ্রাণ আর
জিভে নেই স্বাদ
কত কিছু করি আমি
সারাদিন রাত।

- গানটি অনুশীলন করার পরে এক এক করে কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম ও অঙ্গটি দেখাতে বলবেন এবং সেই সঙ্গে অঙ্গটির কাজ বলতে বলবেন।
- এভাবে প্রতিটি অঙ্গের (চোখ, কান, নাক, মুখ, জিভ/জিহ্বা, হাত, পা) নাম ও কী কাজ বলবেন।
- এবার শিক্ষক পর্যায়ক্রমে সব শিশুকে সামনে ডেকে নিজের একটি একটি অঙ্গ দেখাতে বলবেন এবং অন্যান্য শিশুদের সেই অঙ্গের কী কাজ তা এক সঙ্গে বলতে বলবেন।

দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি

শারীরিক সুস্থতার জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানা ও নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই। তাই স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিশুদের জানানো ও সেগুলো পালন করার নিয়মাবলি শেখানো এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের প্রতিদিন স্বাস্থ্যবিধি পালন করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

কাজ। ৪ খেলা: রেলগাড়ি ঝিক ঝিক

শিখনফল ৯.১.৩ বড়োদের সহায়তায় দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ নখপুর, চুলপুর, দাঁতপুর, কানপুর, চোখপুর, নাকপুর, হাতপুর লেখা কার্ড

পদ্ধতি

- শিশুদের লাইনে দাঁড়িয়ে একজনের কাঁধে আরেকজন হাত রেখে লম্বা রেলগাড়ি বানাতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক মুখে....."পু-উ-উ-উ-উ-উ-উ ঝিক্ ঝিক্" বলবেন এবং রেলগাড়ি চলতে থাকবে। রেলগাড়ির সামনে যে শিশুটি থাকবে সে হবে ইঞ্জিন। ইঞ্জিন যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করে রেলগাড়ি চালাবে অন্যরা সবাই একই অঙ্গভঙ্গি করবে। শিক্ষক রেলগাড়ির সামনে গিয়ে একটি কার্ড উঁচু করে ধরবেন ও তা জোরে জোরে পড়বেন। যেমন- নখপুর স্টেশন। শিক্ষক আগে থেকে এই কার্ডগুলো লিখে রাখবেন। কার্ড দেখার পর শিশুদের তৈরি রেলগাড়ি ধীরে ধীরে স্টেশনে এসে থামবে।
- স্টেশনে থামার পর শিক্ষক এক এক করে সব শিশুদের নখ পরীক্ষা করবেন। যাদের নখে ময়লা আছে বা নখ বড়ো তাদের নখ কেটে/পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন এবং সব শিশুকে তা অনুসরণ করতে বলবেন।
- আবার শিক্ষক "পু-উ-উ-উ-উ-উ-উ ঝিক্ ঝিক্" বললে রেলগাড়ি আবার চলতে শুরু করবে।
- এভাবে শিক্ষক একে একে সব কার্ড দেখাবেন এবং শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করবেন। যেসব শিশু অপরিষ্কার/অপরিছন্ন তাদের পরিষ্কার/পরিছন্নতার বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন এবং সব শিশুকে তা অনুসরণ করতে বলবেন।
- শিশুরা খেলাটিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিশুদের মধ্য থেকেই পর্যায়ক্রমে একেক জনকে দিয়ে খেলাটি পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন।
- যেসব শিশু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসেনি তাদের পরবর্তী দিনেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে উৎসাহিত করবেন।
- এখানে কয়েকটি নমুনা স্টেশনের নাম দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বিবেচনায় এনে আরও বিভিন্ন স্টেশনের নাম ব্যবহার করতে পারেন।

দাঁত মাজা

দাঁত শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নিয়মিত দাঁত মাজা দাঁতের যত্ন কেন প্রয়োজন তা শিশুদের জানাতে হবে এবং সঠিকভাবে দাঁত মাজার নিয়মাবলি শেখাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের প্রতিদিন নিয়ম মেনে দাঁত মাজার জন্য উৎসাহ দিতে হবে এবং বাড়িতে দাঁত মাজার জন্য আগ্রহী করে তুলতে হবে।

শিশুরা মূলত বাড়িতেই দাঁত মাজবে। এই কাজ নিয়মিত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই অভিভাবকদের সঙ্গে যখনই দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ হবে, যেমন-শিশুদের বিদ্যালয়ে দিতে আসা ও নেওয়ার সময়, বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য অপেক্ষা করার সময়, অভিভাবক সভায় যোগদানের সময় তখনই তাদের বলবেন-

- নিয়মিত দাঁত না মাজলে শিশুদের কী কী ক্ষতি হতে পারে তা বলবেন।
- বাড়িতে শিশুদের দাঁত মাজার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে নিয়মিত দাঁত মাজার জন্য উৎসাহ দিতে বলবেন।
- বাড়িতে অভিভাবকদের নিয়মিত শিশুদের সঙ্গে নিয়ে দাঁত মাজতে বলবেন।
- অভিভাবকরা নিজেরা কাজটি নিয়মিত করলে তা দেখে শিশুরাও নিয়মিত দাঁত মাজতে উৎসাহিত হবে তা বলবেন।

কাজ। ৫ আমরা দাঁত মাজি

শিখনফল ৯.১.৩ বড়োদের সহায়তায় দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

ধাপ-১ ও ধাপ-২ উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাড়াবেন।

ধাপ-১

- শিক্ষক শিশুদের বলবেন এখন আমরা দাঁত মাজা সম্পর্কে জানব।
- এবার দাঁত মাজা সম্পর্কিত নিচের ছড়াটি শিশুদের সঙ্গে নিয়ে ছন্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আবৃত্তি করবেন।

দাঁত মাজি, দাঁত মাজি
সকালে আর রাতে।
নিয়ম মেনে দাঁত মেজে
করি ঝকঝকে।
দাঁতে ক্ষয়, দাঁত ব্যাথা
ওরে বাবা! ওরে বাবা!
নেই কোন ভয়,
যদি নিয়মিত দাঁত মাজা হয়।

- ছড়াটি বলার পরে শিশুদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন কারা সকাল ও রাতে দাঁত মাঝে? যেসব শিশু প্রতিদিন দাঁত মাজে তাদের হাত তুলতে বলবেন ও প্রশংসা করবেন।

- এরপর নিয়মিত দাঁত মাজলে কী উপকার হয় তা শিশুদের বলবেন। যেমন- দাঁত সাদা ও শক্ত হয়, দাঁত হলুদ ও কালো হয় না, মুখে দুর্গন্ধ হয় না, দাঁতে ব্যথা হয় না, মাড়িতে ঘা-ব্যথা হয় না এবং মুখ পরিষ্কার থাকে।

ধাপ-২

- শিক্ষক ফ্লিপ চার্টের (পৃষ্ঠা নং ......) ছবি দেখিয়ে কীভাবে দাঁত মাজতে হয় তা আলোচনা করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিশুদের দাঁত মাজার অনুশীলন করাবেন। প্রথমে শিক্ষক নিজে করবেন ও শিশুদের দেখতে বলবেন।
- এবার শিশুদের দিয়ে তাদের হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করে নিচের কাজগুলো করতে বলবেন।
  - ১ বললে শিশুরা ডান হাতের প্রথম আঙ্গুলে (তর্জনী) পেস্ট নিবে এমন অভিনয় করবে;
  - ২ বললে শিশুরা উপর-নিচে কয়েকবার দাঁত মাজার অভিনয় করবে;
  - ৩ বললে শিশুরা পাশাপাশি কয়েকবার দাঁত মাজার অভিনয় করবে;
  - ৪ বললে শিশুরা কয়েকবার দাঁতের ভিতরের দিকে মাজবে;
  - ৫ বললে পানি নিয়ে কুলকুচি করবে;
  - ৬ বললে পানি কুলি করে বাইরে বের করে দেবে।
- একইভাবে শিশুদের বাড়িতে নিয়মিত দাঁত মাজতে উৎসাহিত করবেন।

হাত-মুখ ধোয়া

নিয়মিত হাত-মুখ ধোয়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নিয়মিত হাত-মুখ ধোঁয়া কেন প্রয়োজন তা শিশুদের জানাতে হবে এবং সঠিকভাবে হাত-মুখ ধোয়ার নিয়মাবলি শিখাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের নিয়ম মেনে হাত-মুখ ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতে হবে।

শিশুরা মূলত বাড়িতে হাত-মুখ ধোবে। এই কাজ নিয়মিত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই অভিভাবকদের সঙ্গে যখনই দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ হবে, যেমন-শিশুদের বিদ্যালয়ে দিতে আসা ও নেওয়ার সময়, বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য অপেক্ষা করার সময়, অভিভাবক সভায় যোগদানের সময় তাদের জানান-

- সঠিক পদ্ধতিতে কীভাবে শিশুরা হাত-মুখ ধুবে।
- নিয়মিত হাত-মুখ না ধুলে শিশুদের কী কী ক্ষতি হতে পারে।
- বাড়িতে শিশুদের হাতমুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করে নিয়মিত হাতমুখ ধোয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া।
- অভিভাবকদের বলবেন, বাড়িতে নিয়মিত হাত-মুখ ধোয়ার কাজটি করলে তা দেখে শিশুরাও নিয়মিত হাত-মুখ ধোয়ার জন্য উৎসাহিত হবে।

কাজ । ৬ আমরা হাত-মুখ ধুই

শিখনফল ৯.১.৩ বড়োদের সহায়তায় দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

ধাপ-১ ও ধাপ-২ উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাড়াবেন।

ধাপ-১

- শিশুদের বলবেন, এখন আমরা হাত-মুখ ধোয়া সম্পর্কে জানব।
- তারপর শিশুদের মধ্যে কে কে নিয়মিত হাত-মুখ ধোয় তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- যেসব শিশুরা হাত তুলবে তাদের থেকে কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন তারা কখন কখন হাত-মুখ ধোয়।
- তারপর সাধারণত যে সময়গুলোতে হাত-মুখ ধোয়া উচিৎ তা নিয়ে নিম্নলিখিত তথ্যের আলোকে শিশুদের বলবেন-

  – ঘুম থেকে উঠে

  – খাবারের আগে ও পরে

  – পায়খানা ব্যবহারের পরে

  – খেলাধুলা করার পর
- এরপর নিয়মিত হাত-মুখ না ধোয়ার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শিশুদের বলবেন। যেমন- হাত থেকে রোগ জীবাণু পেটে গিয়ে অনেক রকম রোগ (ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি ইত্যাদি) হতে পারে, হাত-মুখে চর্মরোগ হতে পারে, নখের ভিতর ময়লা জমে তাতে রোগ জীবাণু লুকিয়ে থাকতে পারে।

ধাপ-২

- নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষক ভূমিকাভিনয় করে শিশুদের হাত ও মুখ ধোয়ার অনুশীলন করাবেন।
- প্রথমে শিক্ষক নিজে করবেন ও শিশুদের দেখতে বলবেন। তারপর শিশুদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন।

  - ১ বললে সবাই হাতে পানি লাগাতে থাকবে

  - ২ বললে হাতে সাবান লাগাতে থাকবে

  - ৩ বললে সাবান লাগানো দুই হাতের আঙুলের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে হাত ঘষতে (কসলানো) থাকবে

  - ৪ বললে হাত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে

  - ৫ বললে হাত গামছা/তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলবে
- এরপর শিক্ষক মুখ ধোয়ার অভিনয় করাবেন

  - ১ বললে মুখ পানি দিয়ে ধুতে থাকবে

  - ২ বললে মুখ গামছা/তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলবে

- এরপর সবাই তালি দিয়ে ভূমিকাভিনয় শেষ করবে
- ফ্লিপ চার্ট (পৃষ্ঠা নং .....) দেখিয়ে হাত ধোয়ার চিত্র দেখিয়ে সকল শিশুদের হাত-মুখ ধোয়ার ভূমিকাভিনয় করাতে পারেন।
- সম্ভব হলে কয়েকটি দলে ভাগ করে বিদ্যালয়ের টিউব-ওয়েলের পানি ব্যবহার করে বাস্তবভাবে শিশুদের অনুশীলনটি করাবেন। সে ক্ষেত্রে সাবান ও হাত-মুখ মুছার জন্য কাপড়/গামছা/তোয়ালে জোগাড় করে রাখতে হবে।
- এভাবে শিশুদের বাড়িতে নিয়মিত হাত-মুখ ধোয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।

চুল আঁচড়ানো

নিয়মিত চুল আঁচড়ালে মাথার ত্বক পরিষ্কার ও ভালো থাকে। চুলগুলো দেখতে পরিপাটি লাগে, মাথার ত্বক ও চুলের সুস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়। তাই শিশুদের নিয়মিত চুল আঁচড়াতে আগ্রহী করে তুলতে হবে। শিশুরা মূলত বাড়িতে চুল আঁচড়াবে। এই কাজ নিয়মিত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই অভিভাবকদের সাথে যখনই দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ হবে, যেমন- শিশুদের বিদ্যালয়ে দিতে আসা ও নেওয়ার সময়, বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য অপেক্ষা করার সময়, অভিভাবক সভায় যোগদানের সময় তখনই তাদের বলবেন-

- নিয়মিত চুল না আঁচড়ালে শিশুদের কী কী ক্ষতি হতে পারে তা বলবেন।
- বাড়িতে শিশুদের চুল আঁচড়ানোর প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে নিয়মিত চুল আঁচড়ানোর জন্য উৎসাহ দিতে বলবেন।
- বাড়িতে অভিভাবকদের নিয়মিত চুল আঁচড়াতে বলবেন।
- অভিভাবকদের বলবেন তারা নিজেরা কাজটি নিয়মিত করলে তা দেখে শিশুরাও চুল আঁচড়াতে উৎসাহিত হবে।
- প্রতিদিন শিশুর গোসলের সময় চুল ধোয়ার পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে শিশুর চুল ধুয়ে দিতে বলবেন।

কাজ। ৭ আমরা চুল আঁচড়াই

শিখনফল ৯.১.৩ বড়োদের সহায়তায় দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

ধাপ-১

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন ও বলবেন এখন আমরা চুল আঁচড়ানো সম্পর্কে জানবো।
- এবার চুল আঁচড়ানো সম্পর্কিত নিচের ছড়াটি শিশুদের সঙ্গে ছন্দ ও অঙ্গভঙ্গি করে আবৃত্তি করবেন।

চিরুনি আর আয়না
খোকাখুকির বায়না
আঁচড়াতে চুল
হবে নাকো ভুল

- শিশুদের মধ্যে কে কে নিয়মিত চুল আঁচড়ায় তাদের হাত তুলতে বলবেন ও প্রশংসা করবেন। আর কেউ বাদ থাকলে তাদের বলবেন, আমরা নিয়মিত চুল আঁচড়াবো।
- এরপর চুল নিয়মিত না আঁচড়ালে কী কী সমস্যা হতে পারে তা শিশুদের বলবেন। যেমন- মাথায় খুশকি হতে পারে, চুলে উকুন হতে পারে, চুল এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, চুলে জট বেঁধে যেতে পারে, ময়লা জমে মাথায় নানা ধরনের চর্মরোগ হতে পারে।

ধাপ-২

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিশুদের মধ্যে কে কে চুল আঁচড়ায় তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং প্রশংসা করবেন। কেউ বাদ থাকলে তাদের নিয়মিত চুল আঁচড়াতে বলবেন।
- যেসব শিশুরা হাত তুলবে তাদের থেকে কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, আমরা কখন কখন চুল আঁচড়াবো।
- তারপর সাধারণত যে সময়গুলোতে চুল আঁচড়ানো উচিৎ তা নিয়ে নিচে লিখিত তথ্যের আলোকে শিশুদের বলবেন-
  - সকালে ঘুম থেকে উঠে
  - গোসলের পর
  - বিদ্যালয় বা বাইরে যাবার আগে
  - ঘুমাতে যাবার আগে
- সবশেষে শিশুদের বাড়িতে নিয়মিত চুল আঁচড়াতে উৎসাহিত করবেন।
- তারপর কীভাবে চুল আঁচড়াতে হয় তা কয়েকজন শিশুকে ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলবেন। সঠিকভাবে না হলে নিজের বা যেকোনো একটি শিশুর চুল আঁচড়িয়ে শিশুদেরকে দেখিয়ে দিবেন।

দ্রষ্টব্য: মাথার ত্বক ও চুলের সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিয়মিত চুল আঁচড়ানোর পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়া প্রয়োজন। তাই মা-বাবা/অভিভাবকদের প্রতিদিন গোসলের সময় চুল ধোয়ার পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে শিশুর চুল ধুয়ে দিতে বলতে হবে।

হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখা স্বাস্থ্যবিধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক সৌজন্যবোধের অংশ। এর মাধ্যমে নিজে যেমন সুরক্ষিত থাকা যায় তেমনি অন্যদেরও রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করা যায়। তাই এ ব্যাপারে শিশুদের জানাতে হবে এবং নিয়মকানুন পালন করতে উৎসাহিত করতে হবে।

হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের বয়সি শিশুরা যখন বাড়িতে বা অন্য কোথাও থাকবে তখনও হাঁচি-কাশির সময় নাক মুখ ঢেকে রাখা দরকার। এই কাজ নিয়মিত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই অভিভাবকদের সঙ্গে যখনই দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ হবে, যেমন- শিশুদের বিদ্যালয়ে দিতে আসা ও নেওয়ার সময়, বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য অপেক্ষা করার সময়, অভিভাবক সভায় যোগদানের সময় তখনই তাদের বলবেন-

- হাঁচি-কাশির সময় সঠিক পদ্ধতিতে কীভাবে নাক-মুখ ঢাকতে হয় তা বলবেন।
- হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে না রাখলে শিশুদের কী কী ক্ষতি হতে পারে তা বলবেন।
- বাড়িতে শিশুদের হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখতে উৎসাহিত করতে বলবেন।
- বাড়িতে অভিভাবকদের হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখতে বলবেন।
- অভিভাবকদের বলবেন তারা নিজেরা কাজটি নিয়মিত করলে তা দেখে শিশুরাও নিয়মিত হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখতে উৎসাহিত হবে।

কাজ । ৮ হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকি

শিখনফল ৯.১.৩ বড়োদের সহায়তায় দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/বিদ্যালয়ে অন্য চার্ট থাকলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিক্ষক শিশুদের বলবেন, এখন আমরা হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা সম্পর্কে জানবো।
- এবার শিশুরা হাঁচি-কাশির সময় কে কী করে তা জানতে চান। যে সকল শিশু হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকে তাদের প্রশংসা করবেন।
- কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা হাঁচি-কাশির সময় কীভাবে নাক-মুখ ঢাকে।
- এরপর শিশুদের হাঁচি-কাশির সময় কীভাবে নাক-মুখ ঢাকতে হয় তা বলবেন ও নিজে করে দেখাবেন। যেমন- হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় রুমাল/কাপড়ের টুকরা দিয়ে নাক-মুখ ঢাকা, কনুই ভাঁজ করে নাক-মুখ ঢাকা, দুই হাতের তালু দিয়ে নাক-মুখ ঢাকা (এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে), করোনার মতো সংক্রামক রোগের সময় নাকে-মুখে মাস্ক পড়া।
- তারপর শিক্ষক ফ্লিপ চার্টের (পৃষ্ঠা নং ......) ছবি দেখিয়ে হাঁচি কাশির সময় কী করতে হয় তা আলোচনা করবেন।

- এরপর সব শিশুকে একসঙ্গে হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকার ভূমিকাভিনয় করাবেন।
- শিশুদের বিদ্যালয়ে থাকাকালিন অবস্থায় হাঁচি-কাশি দিলে নাক-মুখ ঢাকার অভ্যাস করাবেন।
- এরপর হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ না ঢাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে তা শিশুদের বলবেন। যেমন- হাঁচি-কাশির সঙ্গে অনেক ধরনের রোগ জীবাণু (সর্দি-কাশি, ফ্লু, যক্ষ্মা, করোনার মতো ভাইরাস) ছড়ায়। তাছাড়া মুখের লালা/থুথু, নাকের সর্দি কাছাকাছি অন্য কারো শরীরে পড়তে পারে।
- হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা থাকলে নিজের থেকে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে অন্য কাউকে আক্রান্ত করতে পারবে না এবং একইভাবে অন্যদের থেকেও রোগ জীবাণু নিজের শরীরে ঢুকে আক্রান্ত করতে পারবে না।
- তাই শিশুদের বাড়িতে, বাড়ির বাইরে এবং বিদ্যালয়ে হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকার জন্য উৎসাহিত করবেন।

নিরাপদ পানি

পানির অপর নাম জীবন। শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাতে প্রতিনিয়ত পানি পান করা অপরিহার্য। কিন্তু নিরাপদ পানি পান না করলে সেই পানিই স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই শিশুদের নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানাতে হবে ও নিরাপদ পানি পান করার জন্য সচেতন করে তুলতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের বয়সি শিশুদের নিয়মিত নিরাপদ পানি পান করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই অভিভাবকদের সঙ্গে যখনই দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ হবে যেমন-শিশুদের বিদ্যালয়ে দিতে আসা ও নেওয়ার সময়, বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য অপেক্ষা করার সময়, অভিভাবক সভায় যোগদানের সময় ইত্যাদি তখনই তাদের বলবেন-

- নিরাপদ পানি পান না করলে কী কী রোগ হতে পারে তা বলবেন।
- নিরাপদ পানির বিভিন্ন উৎস সর্ম্পকে বলবেন।
- শিশুরা বাড়িতে বা অন্য কোথাও যাতে নিরাপদ পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে বলবেন।
- বাড়িতে সবাইকে সবসময় নিরাপদ পানি পান করতে বলবেন।
- অভিভাবকদের বলবেন, তারা নিজেরা কাজটি নিয়মিত করলে তা দেখে শিশুরাও নিয়মিত নিরাপদ পানি পান করতে উৎসাহিত হবে।

কাজ । ৯ নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানি

শিখনফল ৯.১.৯ নিরাপদ পানি পান করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/বিদ্যালয়ে অন্য চার্ট থাকলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিক্ষক শিশুদের বলবেন, এখন আমরা নিরাপদ পানি অর্থাৎ যে পানি পান করলে আমাদের স্বাস্থ্যের/শরীরের ক্ষতি হয় না সে সম্পর্কে জানবো।
- এবার কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা কোন কোন সময় পানি পান করে? ভিন্ন ভিন্ন উত্তর এলেও তা সহজভাবে গ্রহণ করে সঠিক (যেমন-পিপাসা পেলে, খাওয়ার পরে) সময় বলবেন।
- এরপর কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা বাড়িতে যে পানি পান করে তা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়? শিশুদের বলা নিরাপদ পানির বিভিন্ন উৎসের চিত্র বোর্ডে আঁকবেন।
- এবার নিরাপদ পানি পান না করলে মানুষের যেসব রোগ (যেমন- ডায়রিয়া/পাতলা পায়খানা, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস) হতে পারে তা শিশুদের বলবেন। তাই এসব রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সব সময় নিরাপদ পানি পান করতে হবে।
- এরপর ফ্লিপ চার্ট (পৃষ্ঠা নং ......) দেখিয়ে নিরাপদ পানির বিভিন্ন উৎস (যেমন- সবুজ রং করা নলকুপের পানি, ফোটানো পানি, ফিল্টারের পানি, বৃষ্টির পানি) দেখান।
- তারপর শিশুদের বলা বোর্ডে আঁকা পানির বিভিন্ন উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। শিশুরা ভুল বলে থাকলে সেগুলো মুছে দিবেন।
- সবশেষে পুনরায় ফ্লিপ চার্ট দেখিয়ে নিরাপদ পানির বিভিন্ন উৎস থেকে শিশুদের সবসময় নিরাপদ পানি পান করার জন্য বলবেন।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের বয়সি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্রাম ও বয়স উপযোগী বিনোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আবৃত্তি, গান, নাচ, ছবি আঁকা, খেলাধুলা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে এই বয়সি শিশুদের বিনোদনের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে এসব বিনোদনমূলক কার্যক্রমগুলো নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাই শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য অংশে বিনোদনের জন্য পৃথক কার্যক্রম যুক্ত না করে শুধু বিশ্রামের জন্য নিম্নলিখিত কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিশ্রাম ও বিনোদন

প্রাক প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুরা একটানা অনেকক্ষণ ধরে কোনো শারীরিক কাজ করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই শিশুরা যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য শিশুদের মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে/বাড়িতে বয়স উপযোগী বিনোদনমূলক কার্যক্রম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিম্নের বিষয়গুলো আলোচনা করবেন-

- শিশুরা যাতে অনেকক্ষণ ধরে কোনো শারীরিক কাজ না করে মাঝে মাঝে ৪/৫ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নিতে পারে সে ব্যবস্থা করতে বলবেন।
- শিশুরা যাতে আবৃত্তি, গান, নাচ, ছবি আঁকা, খেলা ইত্যাদি বিনোদনমূলক কাজ বাড়িতে করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে বলবেন।
- কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম ছাড়াও প্রতিদিন শিশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমের প্রয়োজন। তাই শিশুরা যাতে দুপুরের খাবারের পর ২-৩ ঘণ্টা ও রাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুমাতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে বলবেন।

কাজ। ১০ চলো বিশ্রাম করি

শিখনফল

৯.১.৬ প্রতিদিন যথাসময়ে ও সঠিক মাত্রায় বিশ্রাম নিতে ও বয়স উপযোগী বিনোদনে অভ্যস্ত হতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং বলবেন, চলো আমরা সবাই এখন চোখ বন্ধ করি।
- এবার শিশুদের ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে বলবেন এবং ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বলবেন। এভাবে ৩/৪ মিনিট অনুশীলন করাবেন।
- এ সময়ে শিশুদের মনে মনে তাদের প্রিয় খেলা, প্রিয় জায়গা বা প্রিয় কাজ ভাবতে বলবেন। এক্ষেত্রে এক এক দিন বিশ্রামের সময় এক একটি বিষয় ভাবতে বলবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে শিশুদের চোখ খুলতে বলবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, বিশ্রাম নেওয়ার পর এখন কেমন লাগছে?
- বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুরা অংশগ্রহণ করার পর ঘুম-ঘুম খেলা বা বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।
- এরপর শিশুদের গল্প/ছড়া/গান/ছবি আঁকতে দিয়ে বিনোদনের ব্যবস্থা করবেন।

অসুস্থতা

অল্প বয়সি শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক দুর্বল থাকে। তাই তারা সহজেই সচরাচর ঘটিত কয়েকটি সাধারণ রোগেও আক্রান্ত হতে পারে। শিশুদের এসব সচরাচর ঘটিত সাধারণ রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে জানা ও সুস্থ থাকার উপায় সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া কোনো শিশু অসুস্থবোধ করলে কী করণীয় সে বিষয়েও তাদের সচেতন করতে হবে।

বিদ্যালয়ের বাইরে বাড়িতে বা অন্য যেকোনো জায়গায় স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়ম কানুনগুলো (যেমন- দাঁত মাজা, হাত-মুখ ধোয়া, চুল আঁচড়ানো, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখা, নিরাপদ পানি পান করা, নিয়মিত বিশ্রাম নেয়া) প্রাক প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুদের পালন করতে হবে। এই কাজগুলো নিয়মিত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, অভিভাবকদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। এজন্য অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোরে মাধ্যমে নিম্নের বিষয়গুলো আলোচনা করবেন-

- শিশুরা যাতে স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়ম কানুনগুলো নিয়মিত পালন করে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতেও করার জন্য সহায়তা দিতে বলবেন।
- শিশুদের নিয়মিত টিকা প্রদান, ভিটামিন-এ ও কৃমির বড়ি খাওয়া নিশ্চিত করতে বলবেন।
- শিশুরা রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসক বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে চিকিৎসা করাতে বলবেন।
- শিশুরা রোগাক্রান্ত হলে (বিশেষ করে সংক্রামক রোগ, যেমন- হাম, জলবসন্ত) বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে বাড়িতে রেখে চিকিৎসক/স্বাস্থ্যকর্মী বা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতাল থেকে পরামর্শ নিয়ে সেবা-যত্ন করতে বলবেন এবং শিক্ষককে বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলবেন।
- এসব ক্ষেত্রে শিশু যতদিন বিদ্যালয়ে না আসবে ততদিন শিক্ষক মাঝে মাঝে শিশুর খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে পিতা-মাতা/অভিভাবকদের চিকিৎসার জন্য পরামর্শ ও সহায়তা করবেন।

কাজ । ১১ অসুস্থতা সম্পর্কে জানি

শিখনফল ৯.১.৭ সাধারণ রোগ সম্পর্কে জানতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিক্ষক নিজের সাধারণ একটি অসুস্থতার (যেমন- জ্বর বা ঠাণ্ডা লাগা বা ডায়রিয়া) অভিজ্ঞতা শিশুদের বলে অসুস্থতা বিষয়ক আলোচনা শুরু করবেন। শিশুদের বলবেন অসুস্থ হবার ফলে শিক্ষক নিজে কী ধরনের সমস্যা অনুভব করেছেন। কেন অসুস্থ হয়েছিলেন বলে শিক্ষক মনে করেন। কীভাবে সুস্থ হলেন।

- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের সাধারণত কী কী ধরনের অসুখ হয়? একজন একজন করে কয়েকজন শিশুর অভিজ্ঞতা শুনবেন। এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিশুরা বলতে না পারলে শিশুদের কাছ থেকে জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা, পেট ব্যথা, দাঁত ব্যথা ও ডায়রিয়া জাতীয় সাধারণ রোগব্যাধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয় (যেমন- তাদের কাছে কী মনে হয়- তারা কেন অসুস্থ হয়েছিল? অসুস্থ হলে তারা কী করে? অসুস্থ হলে তাদের কাছে কেমন লাগে? অসুস্থ হলে তারা কাকে প্রথম জানায়) জানতে চান।
- তারপর বলবেন-
  - তোমরা কখনও বিদ্যালয়ে এসে শরীর খারাপ বা অসুস্থ বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।
  - একইভাবে বাড়িতে অসুস্থ বোধ করলে তাৎক্ষণিকভাবে মাতা-পিতা বা অভিভাবককে জানাবে।

কাজ । ১২ নিয়ম মানি সুস্থ থাকি

শিখনফল

৯.১.৩ বড়োদের সহায়তায় দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে পারবে।
৯.১.৮ অসুস্থবোধ করলে বলতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদের বলবেন, তোমরা স্বাস্থ্যবিষয়ক যেসব নিয়ম-কানুন আগে শিখেছো সেগুলো মেনে চলো (যেমন- নিয়মিত দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ানো, হাত-মুখ ধোয়া, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখা, নিরাপদ পানি পান করা, নিয়মিত বিশ্রাম নেয়া) তাহলে তোমাদের সাধারণ অসুখ-বিসুখ বা রোগ (যেমন- সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, পেট ব্যথা, দাঁত ও মাড়িতে ব্যথা, মাথায় খুশকি, শরীরে চুলকানি) হবে না।
- এরপর শিশুদের কাছে জানতে চান, তারা নিয়মিত দাঁত মেজেছে কি না, হাত-মুখ ধুয়েছে কি না, চুল আঁচড়িয়েছে কি না, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকেছে কি না, নিরাপদ পানি পান করেছে কি না ও বিশ্রাম নিয়েছে কি না।
- যদি শিশুরা কাজগুলো করে থাকে তাহলে সবাইকে প্রশংসা করবেন এবং তাদের এগুলো নিয়মিত করার জন্য উৎসাহিত করবেন।
- যদি কোনো শিশু বা একাধিক শিশু না করে থাকে তাহলে কেন করেনি তার কারণ জানতে চাইবেন ও তারা যাতে ভবিষ্যতে নিয়মিত স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়ম-কানুন পালন করে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা দিবেন। এসব শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের মাতা-পিতা/অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন।

আমার খাবার দাবার

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য সুষম খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশুরা নিজের পছন্দের কয়েক ধরনের খাবার ছাড়া অন্য খাবার খেতে চায় না। এতে তাদের পুষ্টির ঘাটতি থেকে যায় বা ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই শিশুদের নানা ধরনের পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে জানাতে হবে এবং এসব খাবার খেতে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

শিক্ষকদের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের বয়সি শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া ও অস্বাস্থ্যকর খাবার না দেওয়ার দায়িত্ব মূলত মা-বাবা/অভিভাবকদের। তাছাড়া খাবার নিয়ম কানুন শিশুদের শেখানো ও এগুলো নিয়মিত চর্চা করানোর অভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবকদেরই পালন করতে হবে। তাই অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নিম্নের বিষয়গুলো আলোচানা করবেন-

- স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর খাবার সম্পর্কে বলবেন।
- শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা করতে বলবেন ও অস্বাস্থ্যকর খাবার না দেওয়ার জন্য বলবেন।
- বাড়িতে অভিভাবকদের খাবার নিয়ম কানুন শেখাতে ও নিয়মিত চর্চা করাতে বলবেন।
- অভিভাবকদের বলবেন তারা নিজেরা নিয়মিত নিয়ম কানুন মেনে চললে তা দেখে শিশুরাও সেসব মেনে চলতে উৎসাহিত হবে।

কাজ। ১৩ হরেক রকম খাবার খাই

শিখনফল ৯.১.৫ পুষ্টিকর খাবার শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/বিদ্যালয়ে অন্য চার্ট থাকলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং বলবেন, আমরা এখন একটি মজার ছড়া আবৃত্তি করবো।
- এবার খাবার সম্পর্কিত নিচের ছড়াটি শিশুদের সঙ্গে ছন্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আবৃত্তি করবেন।

ভাত খাই শাক খাই
আরও খাই মাছ।
সবাই মিলে একসঙ্গে
করি অনেক কাজ।

পেয়ারা খাই, কলা খাই
আরও খাই আম
মজা করে খাই সবাই
কামরাঙা আর জাম।

- ছড়াটি আবৃত্তি করার পর ছড়াটিতে কী কী খাবারের নাম বলা হয়েছে তা শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, তারা সকালের নাস্তায় কী কী খায় তা বলতে চায় কি না? যেসব শিশুরা বলতে চায় তাদেরকে হাত তুলতে বলবেন এবং এক এক করে তারা সকালের নাস্তায় যত রকমের/ধরনের খাবার খায় সেগুলোর নাম বলতে বলবেন। শিশুরা বলতে না চাইলে বলার জন্য উৎসাহ দিবেন।

- এরপর শিক্ষক ফ্লিপ চার্টের (পৃষ্ঠা নং ....) ছবি দেখিয়ে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন- তারা কী কী খাবারের ছবি দেখতে পাচ্ছে? শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষক নিজে ছবিগুলো দেখিয়ে বর্ণনা করে বলবেন। খাবারগুলো দেখতে কেমন, স্বাদ কেমন, খাবারগুলো খেলে শরীর সুস্থ থাকে ইত্যাদি সম্পর্কে বলবেন।
- শিক্ষক নিজে থেকেও বিভিন্ন ধরনের খাবারের নাম বলে আলোচনা করবেন এবং পরিশেষে শিশুদের নিয়মিত হরেক রকম পুষ্টিকর খাবার যেমন- ভাত, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক-সবজি, ফল ইত্যাদি খেতে বলবেন।

কাজ। ১৪ স্বাস্থ্যকর খাবার খাই

শিখনফল ৯.১.৪ বড়োদের সহায়তায় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিয়মিত খাবার গ্রহণের অভ্যাস করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এবার শিক্ষক শিশুদের ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং ......) দেখিয়ে হরেক রকম খাবার সম্পর্কে পুনরায় বলবেন। এসব খাবার আমাদের শরীর বেড়ে ওঠার ও সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন। এরপর শিশুদের বলবেন যে, এই খাবারগুলোই স্বাস্থ্যকর খাবার।
- তারপর বলবেন যে কিছু কিছু খাবার রয়েছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর ও শরীরে অনেক ধরনের রোগ সৃষ্টি করে সেগুলো অস্বাস্থ্যকর খাবার।
- এরপর নিচে দেওয়া তথ্যের আলোকে স্বাস্থ্যকর খাবার কী কী এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার কী কী তা বুঝিয়ে বলবেন।
- তারপর শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে উৎসাহিত করবেন ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে নিষেধ করবেন।

- **স্বাস্থ্যকর খাবার-**
  - ভাত, চাল/আটার রুটি, পাউরুটি, পরোটা, খিচুড়ি, হালুয়া, সুজি, ন্যুডলস, বিস্কুট।
  - বিভিন্ন ধরনের শাক (যেমন- লালশাক, পুঁইশাক, ডাটাশাক, কচুশাক, কুমড়া/লাউ শাক, কলমি শাক)
  - বিভিন্ন ধরনের সবজি (যেমন- সিম, গাজর, ফুলকপি, ঢেঁড়স, ঝিংগা, চিচিংগা, গোল আলু, মিষ্টি আলু, টমেটো, লেবু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বরবটি, পটল, মটরশুটি, মিষ্টি কুমড়া, লাউ)
  - বিভিন্ন ধরনের ফল (যেমন- কলা, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কামরাঙ্গা, আমলকি, আপেল, কমলা, বাড়িতে তৈরি বিভিন্ন ফলের শরবত)
  - বিভিন্ন ধরনের মাংস/আমিষ জাতীয় খাবার (যেমন- ডিম, মাছ, মোরগ/গরু/ছাগল/ভেড়া/মহিষের মাংস, ডাল, বাদাম)
  - বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধ জাতীয় খাবার (যেমন- দুধ, দই, পায়েস, পনির, মাখন, ছানার সন্দেশ, বাড়িতে বানানো কেক, আইসক্রীম)।

- **অস্বাস্থ্যকর খাবার-**
  - বাইরে বানানো তৈল/চর্বিযুক্ত খাবার (যেমন- সিঙ্গারা, সমুচা, বার্গার, পেটিস, কেক)
  - বাইরে/বাজার থেকে কেনা অন্যান্য খাবার (যেমন- চকলেট, চিপস, প্যাকেটজাত ফলের জুস, বিভিন্ন রকমের কোমল পানীয় ইত্যাদি)

কাজ। ১৫ খাবারের নিয়ম-কানুন জানি

শিখনফল ৯.১.৪ বড়োদের সহায়তায় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিয়মিত খাবার গ্রহণের অভ্যাস করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করবেন।
- এরপর এক দলের শিশুদের খাবার আগে, আরেক দলের শিশুদের খাবার সময় ও আরেক দলের শিশুদের খাবার পরে কী কী করতে হয় সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। প্রতিটি দল বলা শেষ করলে হাততালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করবেন।
- প্রতিটি দল থেকে বলার পরে নিচে দেওয়া তথ্যের আলোকে খাবার আগে, খাবার সময় ও খাবার পরে কী কী করতে হবে তা বলবেন।
- **খাবার আগে-**
  - খাবার পাত্র ঢেকে রাখা যাতে মাছি বসতে না পারে,
  - হাত ভালোভাবে ধোয়া,
  - নিজের খাবার প্লেট ধোয়া,
- **খাবার সময়-**
  - সঠিকভাবে বসা,
  - খাবার মুখের ভিতর রেখে কথা না বলা,
  - তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে খাওয়া,
  - ভালোভাবে চিবিয়ে খাবার খাওয়া,
  - মাছ খাবার সময় মাছের কাঁটা বেছে ফেলে দিয়ে খাওয়া,
  - যতটা সম্ভব মুখ বন্ধ রেখে শব্দ না করে খাওয়া,
- **খাবার পরে-**
  - হাত-মুখ ভালোভাবে ধোয়া,
  - নিজের খাবার প্লেট ধোয়া,
  - অতিরিক্ত খাবার পরিষ্কার পাত্রে রাখা,
  - খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ ঢাকনা দেওয়া ময়লা ফেলার পাত্রে রাখা।
- আরো বলবেন, যেসব ফলের খোসা আছে সেসব ফলের খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া এবং অন্য ফল ধুয়ে খাওয়া।
- সবশেষে শিশুদের খাবারের এসব নিয়ম-কানুন মনে করিয়ে দিবেন এবং ভূমিকাভিনয় এর মাধ্যমে অনুশীলন করাবেন।

শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

আবেগ অনুভূতি প্রকাশ

অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা আনন্দ সহকারে, মনোযোগ দিয়ে, নিজ নিজ পছন্দমতো বিভিন্ন ধরনের খেলা ও কাজ করে থাকে। এই খেলা বা কাজগুলোর মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদান করা, সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা এবং সুন্দর আচরণ করা শিখে। আবার অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা কান্না, রাগ বা জেদও করে, তাদের রাগ, দুঃখ, অস্বস্তিসহ নিজের অনুভূতিগুলো সঠিকভাবে বুঝতে ও অন্যকে বুঝাতে পারে না। শিশু যখন তার চাহিদা সঠিকভাবে বোঝাতে পারে না তখন মন খারাপ করে বা কান্না করে। এক্ষেত্রে ছোটো ছোটো কাজ বা খেলার মাধ্যমে শিশুরা সহজে তাদের আবেগ, অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার সুযোগ পায়, যা তাদের সামাজিক-আবেগিক বিকাশে সহায়তা করে। পরবর্তীতে শিশুরা তাদের আবেগ-অনুভূতির বিষয়গুলো কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তা বুঝতে পারে এবং সকলের সামনে প্রকাশ করতে পারে এবং তাদের আপত্তি জানাতে পারে। এ লক্ষ্যে নিচে কিছু কাজ উল্লেখ করা হয়েছে যা শিশুদের সঙ্গে সহজভাবে পর্যায়ক্রমে শিক্ষক আলোচনা করবেন এবং শিশুদেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করি

শিখনফল

৯.২.১ নিজের দুঃখ ও রাগের ব্যবস্থাপনা করতে পারবে।
৯.২.২ অসুবিধাজনক বিষয়ে নিজের আপত্তি জানাতে পারবে।
৯.২.৩ কোনো ভুল বা মন্দ কাজ করে ফেললে দুঃখ প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ (হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক) এই আবেগগুলোর ফ্লাস কার্ড/ছবি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রথমে ছোটো ছোটো উদাহরণ দিয়ে বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি যেমন- হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক নিয়ে আলোচনা করবেন। কখন হাসি, কখন কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাগ লাগে তা বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, তারা কখন হাসি খুশি থাকে, কখন তাদের রাগ হয়, রাগ হলে কী করে। আবার কখনও বিরক্তিবোধ হয় কি না? অর্থাৎ কোনো কাজ তাদের ভলো লাগে না। এরকম হলো তারা কী করে? ইত্যাদি। শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিশু যেন বলার সুযোগ পায় তা খেয়াল রাখবেন।
- এরপর হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক আবেগগুলোর ফ্লাস কার্ড দেখিয়ে শিশুদের এ আবেগসমূহের সাথে পরিচিত করিয়ে দিবেন।
- এরপর শিক্ষক আজ তার কেমন লাগছে এবং কেন লাগছে? তা শিশুদের কাছে বলবেন। একইভাবে আজ শিশুদের কেমন লাগছে তা বলতে উৎসাহিত করবেন এবং সব শিশু যেন বলার সুযোগ পায় তা খেয়াল রাখবেন।

- পরবর্তী সময়ে শিশুদের একইভাবে হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে খেলার ছলে কথা বলবেন এবং এগুলো কীভাবে প্রকাশ করবে তা নিয়ে ছোটো ছোটো উদারণ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন।
- এক্ষেত্রে শিশুদের নিয়ে আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করার ভূমিকাভিনয় করাবেন। শিক্ষক বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী শিশুদের যেকোনো আবেগ অনুভূতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে ভূমিকাভিনয় করাবেন। যেমন-

  ১। দুজন শিশু একটি খেলনা যেমন- বল, পুতুল, গাড়ি ইত্যাদি নিয়ে টানাটানি করছে। দুজনেই একই খেলনা দিয়ে খেলতে চায়। একজন জোরপূর্বক খেলনাটি নিয়ে যায় এবং অন্যজন অভিমান করে/রাগ করে কান্না করতে থাকবে। তখন শিক্ষক এসে দুজনকে কাছে গিয়ে বোঝাবেন এবং বলবেন, সবাই মিলেমিশে খেলতে হয়, কখনো কাউকে দুঃখ দিতে নেই, অভিমান করে কান্না করা/খেলতে না চাওয়া- এসব করতে নেই। খেলনাটি দিয়ে দুজন মিলে খেলতে বলবেন। অন্য খেলনা দিয়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন।

  ২। খেলতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করা/পরে ব্যথা পেলে/ভয় পেলে/বিদ্যালয়ে, বাড়িতে, অন্য কোনো স্থানে পরিচিত/অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার ইত্যাদি পরিস্থিতি অনুযায়ী হাসি, রাগ, বিরক্তি, ভয়, অবাক ও দুঃখ আবেগ-অনুভূতি ভূমিকাভিনয় করাবেন।

- এবার শিশুদের বলবেন, যখন কোনো কাজ/কারো কথা/ব্যবহার যদি ভালো না লাগে তখন বাড়িতে মা-বাবা, বড়ো ভাই-বোন/বিদ্যালয়ে শিক্ষককে জানাবে।

শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অল্প বয়স থেকেই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণের ঝুঁকির মধ্যে থাকে। তাই সচরাচর ঘটিত হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ সম্পর্কে শিশুদের জানাতে হবে ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে নিচে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা শিশুদের সঙ্গে সহজভাবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবেন এবং শিশুদেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুরা নিজ পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উঁচু শ্রেণির শিক্ষার্থী ও অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে পারে। শিশুদের ওপর বিভিন্ন রকম নির্যাতনের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রভাব পড়ে যা শিশুকে একজন আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভর, আত্মসচেতন ও দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বাধার সৃষ্টি করে। শিশুদের নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে এই বোধ তৈরি করতে হবে যে- তাদের সঙ্গে করা এসব আচরণ অন্যায়। এসব আচরণের প্রতিবাদ করা বা উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করা প্রয়োজন। সব শিশুর মধ্যেই অপার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সব শিশুকে সমান সুযোগ দিয়ে একইরকম আচরণ করে এই সম্ভাবনাগুলোর লালন করতে হবে। শিশুকে হয়রানি ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে হবে। শিশুদের সাধারণত নিম্নোক্ত উপায়ে নির্যাতন করা হয় যা থেকে আমাদের সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। যেমন-

- শারীরিকভাবে শাস্তি প্রদান করা যেমন- হাত দিয়ে মারা, লাঠি দিয়ে মারা, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি।
- অসম্মানজনকভাবে তুই-তুকারি করা হেয়ো/ছোটো করা এবং ব্যাঙ্গাত্মক নামে ডাকা।

- পারিবারিক মর্যাদা বা অর্থনৈতিক অবস্থানভেদে শিশুর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করা। যেমন- বাবা-মা বা পরিবারের অবস্থা বিবেচনা করে কোনো শিশুকে সম্মান দিয়ে কথা বলা আবার অন্য শিশুকে সঙ্গে হেয় করে কথা বলা বা তথাকথিত নিচু ধরনের কাজ নির্দিষ্ট কিছু শিশুদের দিয়ে করানো।
- গালি-গালাজ করা।
- জোর করে অযাচিত কাজ করানো।
- অযাচিতভাবে যখন-তখন আদর করা।

শিক্ষক নিজে ওপরে উল্লিখিত আচরণ থেকে বিরত থাকবেন এবং মা-বাবা/অভিভাবকদের এব্যাপারে সচেতন করে এধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলবেন।

সুরক্ষিত থাকি

ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই ঝুঁকিমুক্ত অর্থাৎ সুরক্ষিত পরিবেশে শিশুদের বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চারপাশে এমন কিছু ঝুঁকি রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সচেতন হলে আমরা সহজেই শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারব। একইভাবে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদেরও বিভিন্ন ঝুঁকি/বিপদের উৎস সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তাহলে তারা ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে। যেমন- নিয়ম মেনে রাস্তা পারপার হওয়া, ট্রাফিক সিগন্যাল ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুকে জানাতে হবে যেন নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা যায়, অথবা উন্মুক্ত জলাশয়ে শিশুকে একা একা না যেতে দিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু থেকে রক্ষা করা যায়। বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক ৪+ বয়সি শিশুরা সচরাচর/হর-হামেশা যেসব ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে পারে সেগুলো এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় এসব ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করার নিয়ম-কানুন মেনে শিশুকে সুরক্ষিত রেখে নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

কাজ । ১ নিরাপদে থাকি

শিখনফল

৯.২.২ অসুবিধাজনক বিষয়ে নিজের আপত্তি জানাতে পারবে।
৯.৩.৫ অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু নেওয়া ও তাদের সাথে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবে।
৯.৩.৬ হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ বুঝতে পারবে এবং নিকটজনকে জানাতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিক্ষক শিশুদের বলবেন, যখন কেউ আমাদের সঙ্গে খারাপভাবে কথা বলে তখন আমাদের খারাপ লাগে। আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। তখন আমাদের সেখান থেকে চলে আসতে হবে। বাবা-মা অথবা আপন কাউকে বলতে হবে।
- যদি আমাদের জোর করে কেউ কাছে নিতে চায় অথবা শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শ করতে চায়, তাহলে আমরা দৌড় দিয়ে সেখান থেকে চলে আসবো। আর কখনো তার কাছে যাবো না। মা-বাবাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবো।
- আমাদের খারাপভাবে যদি কেউ স্পর্শ করতে চায় অথবা অন্য নিরিবিলি কোনো জায়গায় ডেকে নিয়ে যায়, তাহলে আমরা সেখানে কোনোভাবেই যাবো না এবং সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবা অথবা শিক্ষককে জানাবো। কোনোভাবেই অপরিচিত (যাকে আমরা চিনি না) কারোর কাছে আমরা যাবো না। আমরা সবসময়ে মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করে বা তাদের অনুমতি নিয়ে বাড়ির বাইরে যাবো।
- আমাদের ভালো লাগে না, সেরকম কোনো কিছু আমাদের সাথে কেউ করলে, আমরা মা-বাবা অথবা শিক্ষককে জানাবো। মা-বাবা আমাদের সবচেয়ে আপনজন, আমরা তাদের সব কথা বলব।
- অপরিচিত কেউ খেলনা, চকলেট, খাবার বা কোনো কিছু দিতে চাইলে, মা-বাবার অনুমতি ছাড়া নেব না।

কাজ । ২ বিপজ্জনক বস্তু সম্পর্কে জানি

শিখনফল ৯.৩.১ বিপজ্জনক বস্তু বা বিপদের উৎস চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এবার কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন বিপজ্জনক বস্তু বলতে তারা কী বুঝে।
- এরপর বিপজ্জনক বস্তু বলতে যেসব বস্তু দ্বারা নিজের ক্ষতি বা আহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই বিপজ্জনক বস্তু, তা শিশুদের সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন। প্রয়োজনে ২-৩টি উদাহরণ দিবেন (যেমন- বটি, দিয়াশলাই, ভাঙা কাঁচের টুকরা ইত্যাদি)।
- কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের বাড়িতে এই ধরনের কী কী বিপজ্জনক বস্তু আছে?
- তারপর বাড়িতে সচরাচর ব্যবহার করা যেসব বস্তু থেকে বিপদ হতে পারে (যেমন- বটি, দিয়াশলাই, ভাঙা কাচের গ্লাস/টুকরা, কীটনাশক ইত্যাদি) সেগুলোর নাম বলবেন।
- শিক্ষক শিশুদের ফ্লিপচার্টের (পৃষ্ঠা ....) ছবি দেখাবেন এবং শিশুদের কাছ থেকে বিপজ্জনক বস্তুগুলোর নাম এবং কী ধরনের বিপদ হতে পারে তা জিজ্ঞেস করবেন। শিশুরা বলতে না পারলে শিক্ষক শিশুদের নাম বলে এসব বস্তু থেকে কী কী বিপদ হতে পারে (যেমন- বটি, দিয়াশলাই, ভাঙা কাচের গ্লাস/টুকরা, কীটনাশক ইত্যাদি) তা নিয়ে শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করবেন।
- বিপজ্জনক বস্তু নিয়ে শিশুদের নিজের বা বন্ধু-বান্ধবের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা বলতে বলবেন।
- সবশেষে শিশুরা কীভাবে এসব বিপজ্জনক বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করবে তা সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং বাড়িতে, বিদ্যালয়ে ও অন্য স্থানে তা মেনে চলতে বলবেন।

শিক্ষকদের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুরা বিদ্যালয়ের বাইরে সাধারণত বাড়িতেই থাকবে। সুতরাং বিপজ্জনক বস্তু থেকে শিশুকে রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত মা-বাবা/অভিভাবকদেরই পালন করতে হবে। তাই মা-বাবা/অভিভাবকদের সঙ্গে যখনই দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ হবে যেমন- শিশুদের বিদ্যালয়ে দিতে আসা ও নেওয়ার সময়, বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য অপেক্ষা করার সময়, অভিভাবক সভায় যোগদানের সময় তাদের বলবেন-

- বিপজ্জনক বস্তু ও এসব বস্তু থেকে শিশুদের কী কী ক্ষতি হতে পারে সেই সম্পর্কে বলবেন।
- বাড়িতে বিপজ্জনক এসব বস্তু শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে বলবেন।
- অল্প বয়সি শিশুরা একা একা যাতে কখনোই এসব বিপজ্জনক বস্তু ব্যবহার না করে বা বস্তুর কাছে না যায় সে ব্যাপারে মা-বাবা/অভিভাবকদের সচেতন থাকতে বলবেন।

কাজ । ৩ বিপদের উৎস সম্পর্কে জানি

শিখনফল

৯.৩.১ বিপজ্জনক বস্তু বা বিপদের উৎস চিহ্নিত করতে পারবে।
৯.৩.৪ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নিকটজনের কাছে সহায়তা চাইতে পারবে।

উপকরণ

ফ্লিপচার্ট।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এবার কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন বিপদের উৎস বলতে তারা কী বুঝে।
- এরপর পূর্বে আলোচনা করা বিপজ্জনক বস্তু ছাড়া আমাদের আশেপাশে যেসব উৎস থেকে শিশুর ক্ষতি বা আহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলোই বিপদের উৎস, তা শিশুদের সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন। প্রয়োজনে ২-৩টি উদাহরণ দিবেন (যেমন- উন্মুক্ত পুকর/ডোবা/ নালা- নর্দমা, জলন্ত চুলা, ভাঙা বৈদ্যুতিক সুইচ ইত্যাদি)।
- কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের আশেপাশে এ ধরনের কী কী বিপদের উৎস আছে? শিশুরা যেসব বিপদের উৎসের কথা বলবে সেগুলোর নাম বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং ....) প্রদর্শন করবেন এবং শিশুরা যেসব বিপদের উৎসের নাম বলেছে তার সাথে মিলাতে বলবেন। যেসব নাম শিশুরা বলেনি সেসব বিপদের উৎস নিয়ে আলোচনা করবেন।
- এসব উৎস থেকে কী কী বিপদ হতে পারে (যেমন- উন্মুক্ত পুকর/ডোবায় ডুবে মৃত্যু, গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে যাওয়া, জলন্ত চুলা থেকে পুড়ে যাওয়া, ভাঙা বৈদ্যুতিক সুইচ থেকে ইলেকট্রিক শক ইত্যাদি) তা নিয়ে শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করবেন।
- বিপদের উৎস নিয়ে শিশুদের নিজের বা বন্ধু-বান্ধবের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা বলতে বলবেন ও আলোচনা করবেন।
- সবশেষে শিশুরা কীভাবে বিপদের এসব উৎস থেকে নিজেকে রক্ষা করবে ও নিকটজনের কাছে সহায়তা চাইবে তা সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন।
- শিশুদের দিয়ে বিপদের উৎস থেকে নিজে ও নিকটজনের সহায়তায় রক্ষা পাওয়ার ভূমিকাভিনয় করাবেন। বিদ্যালয়ে, বাড়িতে ও অন্য কোনো স্থানে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়গুলো মনে রেখে মেনে চলতে বলবেন।

শিক্ষকদের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুরা বিদ্যালয়ের বাইরে সাধারণত বাড়িতেই থাকবে। সুতরাং বিপদের বিভিন্ন উৎস থেকে শিশুকে রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত মা-বাবা/অভিভাবকদেরই পালন করতে হবে। তাই মা-বাবা/অভিভাবকদের সঙ্গে যখনই দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ হবে যেমন- শিশুদের বিদ্যালয়ে দিতে আসা ও নেওয়ার সময়, বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য অপেক্ষা করার সময়, অভিভাবক সভায় যোগদানের সময় তাদের বলবেন-

- বিপদের বিভিন্ন উৎস থেকে শিশুদের কী কী ক্ষতি হতে পারে সেই সম্পর্কে বলবেন।
- বাড়িতে বিপদের বিভিন্ন উৎস থেকে শিশুদের দূরে রাখতে বলবেন।
- অল্প বয়সি শিশুরা একা একা যাতে কখনোই এসব বিপদের বিভিন্ন উৎসের কাছে না যায় সে ব্যাপারে মা-বাবা/অভিভাবকদের সচেতন থাকতে বলবেন।

কাজ । ৪ জলাশয় থেকে দূরে থাকি ও সাঁতার সম্পর্কে জানি

বাংলাদেশ একটি জলাভূমির দেশ। সেজন্য আমাদের দেশে প্রতি বছর অনেক শিশু বিভিন্ন ধরনের উন্মুক্ত জলাশয়ের পানিতে (যেমন- পুকুর, ডোবা, নদী, নালা-নর্দমা, জলাশয়) ডুবে অকালে মারা যায়। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য উৎকৃষ্ট উপায় হলো- বিভিন্ন ধরনের উন্মুক্ত পানির উৎসের কাছে শিশুকে একা একা যেতে না দেওয়া, বাড়িতে পুকুর, ডোবা, নালা-নর্দমায় বেড়া দিয়ে রাখাা ও ধাপে ধাপে শিশুদের সাঁতার কাটতে উৎসাহিত করে তোলা।

উল্লেখ্য যে, প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুদের নিজে নিজে সাঁতার কাটা শেখানো মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শিশুদের সাঁতার কাটার প্রয়োজনীয়তা ও সাঁতার কাটার নিয়মকানুন জানানো, সাঁতার শেখার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা এবং অভিভাবক বা বড়োদের সহায়তা ছাড়া কখনোই উন্মুক্ত পানির উৎসের কাছে না যায় সে ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। তাই এসব বিষয়ে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুরা যাতে বুঝতে পারে সেভাবে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। অল্প বয়সি শিশুদের বড়োদের সহায়তায় ধাপে ধাপে সাঁতার কাটা শেখার জন্য প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে হবে যাতে করে শিশু ৬ বছর বয়সে নিজে নিজে সাঁতার কাটার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

শিখনফল ৯.৩.৩ বড়োদের সহায়তায় সাঁতার কাটতে আগ্রহী হতে পারবে।

উপকরণ সাঁতার কাটার ছবি/চিত্র, ভিডিও (সম্ভব হলে), গল্পের বই 'সাব্বাশ সাবধানী'

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিক্ষক শিশুদের কোথায় সাঁতার কাটা যায়, কেন সাঁতার কাটতে হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জানতে চাইবেন।
- এরপর সাঁতার কাটা সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং সাঁতার কাটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানাবেন।
- এবার শিশুদের সাঁতার কাটার ছবি/চিত্র/ভিডিও প্রদর্শন করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।
- তারপর শিশুদের নিয়ে সাঁতার কাটা শেখানোর ভূমিকাভিনয় করবেন।
- সাঁতার কাটা নিয়ে নিচে উল্লিখিত নিয়মাবলি আলোচনা করবেন:–
  - সাঁতার শেখা/কাটার সময় অবশ্যই অভিভাবক বা বড়োদের সঙ্গে থাকতে হবে। অভিভাবক বা বড়োদের ছাড়া অল্প বয়সি শিশুর কখনই পানিতে নামা ঠিক না।

- অভিভাবক বা বড়োদের সহায়তা ছাড়া কখনোই উন্মুক্ত পানির উৎসের কাছে যাওয়া যাবে না।
- সময় থাকলে শিক্ষক শিশুদের গল্পের বই 'সাব্বাশ সাবধানী' পড়ে শুনাবেন এবং আলোচনা করবেন।

শিক্ষকদের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরের শিশুরা বিদ্যালয়ের বাইরে সাধারণত বাড়িতেই থাকবে। সুতরাং পানিতে ডুবে মৃত্যু থেকে শিশুকে রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত মা-বাবা/অভিভাবকদেরই পালন করতে হবে। তাই মা-বাবা/অভিভাবকদের সঙ্গে যখনই দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ হবে যেমন- শিশুদের বিদ্যালয়ে দিতে আসা ও নেওয়ার সময়, বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য অপেক্ষা করার সময়, অভিভাবক সভায় যোগদানের সময় তাদের বলবেন-

- উন্মুক্ত পানির উৎসসমূহ ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি সম্পর্কে বলবেন।
- পানিতে ডুবে এসব মৃত্যু থেকে শিশুকে রক্ষা করার উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।
- অল্প বয়সি শিশুরা একা একা যাতে কখনোই উন্মুক্ত পানির উৎসের কাছে না যায় সে ব্যাপারে মা-বাবা/অভিভাবকদের সচেতন থাকতে বলবেন।
- শিশুদের সাঁতার কাটা শেখার ব্যাপারে আগ্রহী/উৎসাহিত করতে এবং বড়োদের সহায়তায় ধাপে ধাপে শিশুদের সাঁতার কাটার নিয়ম-কানুন মেনে সাঁতার কাটা শেখানোর ব্যবস্থা করতে বলবেন।

কাজ । ৫ পথচলি নিয়ম মেনে

শিখনফল ৯.৩.২ বড়োদের সহায়তায় নিয়মকানুন মেনে রাস্তা ও বাইরে চলাচল করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লাস কার্ড, গল্পের বই 'সাব্বাশ সাবধানী'

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের গোল হয়ে বসতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রথমে নিরাপদ পথ চলা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে শিশুদের বলবেন। এরপর শিক্ষক ফ্লাস কার্ড প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের ট্রাফিক সিগনাল (যেমন- লালবাতি, হলুদবাতি ও সবুজবাতি) ও অন্যান্য চিহ্ন (যেমন- জেব্রা ক্রসিং, তীর চিহ্ন, সামনে বিদ্যালয়, সামনে হাসপাতাল ইত্যাদি) সম্পর্কে শিশুদের সাথে সাধারণ আলোচনা করবেন।
- সম্ভব হলে নিয়ম কানুন মেনে রাস্তা চলাচলের ভিডিও প্রদর্শন করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের ট্রাফিক আইন-কানুন এবং রাস্তা চলাচলের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন যেমন-
  - রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে গল্প করা বা খেলাধুলা করা উচিত নয়
  - রাস্তার উপর বা রাস্তার পাশে বসে গল্প-গুজব করা ঠিক নয় কারণ যেকোনো সময় গাড়ি বা অন্য কোনো যানবাহন আসতে পারে

- রাস্তা পারাপারের সময় জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হতে হয়
- রাস্তা পারাপারের সময় প্রথমে ডান দিক ও পরে বাম দিক খেয়াল করে রাস্তা পার হতে হয়
- কখনই দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হওয়া উচিত নয়।

- এরপর শিক্ষক 'লাল বাতি, সবুজ বাতি' (বাহিরের খেলা নং ৪, পৃষ্ঠা নং ....) খেলটি শিশুদের নিয়ে খেলবেন।
- শিক্ষক শিশুদের গল্পের বই 'সাব্বাশ সাবধানী' পড়ে শোনাবেন এবং আলোচনা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিশুদের ট্রাফিক আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি মেনে রাস্তায় চলাচল করতে বলবেন।

কাজ । ৬ বিপদে আমি ভয় করি না

শিশুদের ছোটোবেলা থেকেই হঠাৎ কোন বিপদে পড়লে ভয় না পেয়ে কীভাবে বিপদের মোকাবিলা করতে হবে, সে সম্পর্কে তাদের প্রস্তুত করতে হবে। এতে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহজ হবে। এ লক্ষ্যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি, ঝড় ও ভূমিকম্প, অগুন লাগা ও সাপে কাটার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষক এই ৩টি বিষয় সম্পর্কে আলাদা আলাদা দিনে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং শিশুদেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।

শিখনফল

৯.৩.৪ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নিকটজনের কাছে সহায়তা চাইতে পারবে।
৯.৩.৫ অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু নেওয়া ও তাদের সাথে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবে।

উপকরণ

ফ্লিপ চার্ট, গল্পের বই 'সাব্বাশ সাবধানী'

পদ্ধতি

শিক্ষক নিচের ৩টি বিষয় সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দিনে আলোচনা করবেন।

বিপজ্জনক পরিস্থিতি:

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, বিভিন্ন রকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে (যেমন-পথ হারিয়ে ফেলা, হঠাৎ করে বড়োদের মারামারি বা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়া, রাস্তায় অপিরিচিত করো সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারিতে জড়িয়ে পড়া) কেউ পড়েছিলো কি না? শিশুদের তার নিজের বা অন্য কারো এরকম অভিজ্ঞতা হলে তা নিয়ে কথা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কান্নাকাটি না করে কীভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়, প্রতিটি পরিস্থিতি নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবেন যেমন-
  - প্রতিটি শিশুকে তার ঠিকানা ভালোভাবে জেনে রাখতে ও বলতে সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় বা দলে নিজের ঠিকানা অন্যদের বলার অনুশীলন করাবেন। মা- বাবা/অভিভাবকের মোবাইল নম্বর ও বাসার ঠিকানা স্কুল ব্যাগে সংরক্ষণ করতে বলবেন।
  - কেউ পথ হারিয়ে ফেললে কান্নাকাটি না করে কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বা পুলিশকে জানাতে বলবেন। নিজের ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর দিয়ে পরিবারের বা পরিচিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে বলবেন। কোনো পরিস্থিতিতেই অপরিচিত কারো সঙ্গে অন্য কোনো জায়গায় যেন না যায় তা শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন।
  - বড়োদের মারামারি বা গণ্ডগোলের মধ্যে কোনো শিশু পড়লে সেখান থেকে সে যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

- রাস্তায় কারো সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারিতে কেউ যাতে জড়িয়ে না পড়ে, সেখান থেকে শিশুরা যেন দ্রুত চলে আসে তা ভালোভাবে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। পরে বাসা বা বিদ্যালয়ে ফিরে মা-বাবা বা শিক্ষককে অবশ্যই ঘটনাটি জানাতে হবে।

- অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে তা শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন। আপনি নিজেও শিশুদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কোথাও না যাওয়ার বিষয়ে শিশুদের সতর্ক করে দিবেন।
- সব শেষে শিক্ষক শিশুদের গল্পের বই 'সাব্বাশ সাবধানী' পড়ে শোনাবেন এবং আলোচনা করবেন।

ঝড় ও ভূমিকম্প:

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং ঝড় ও ভূমিকম্প বিয়য়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন। এসব পরিস্থিতিতে পড়লে শিশুদের কি করা উচিৎ সে সর্ম্পকে আলোচনা করবেন। যেমন-
  - ঝড়ের সময় বাড়িতে থাকতে হবে। বাড়ির শক্ত কোনো জায়গায় অবস্থান করতে হবে। যদি কেউ বাড়ির বাইরে থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে যেতে হবে অথবা কাছাকাছি কোনো নিরাপদ জায়গায় (যেমন- পরিচিত কারো বাড়ি, দোকান, মজবুত জায়গা) আশ্রয় নেবে।
  - ভূমিকম্প হলে সবকিছু কাঁপতে থাকে। এসময় দুর্বল বা আলগা যেকোনো কিছু ভেঙে পড়তে পারে। ভূমিকম্প শুরু হলে শিশুদের এ সময় তাৎক্ষিকভাবে ফাঁকা স্থানে চলে যেতে হবে যার ওপরে বা আশেপাশে কিছু নেই। আশেপাশে কোনো ফাঁকা স্থানে না যেতে পারলে, ভূমিকম্প না থামা পর্যন্ত মজবুত টেবিল, শক্ত কোন স্থাপনা বা পিলারের নিচে অবস্থান করতে হবে।
  - ফ্লিপ চার্টের (পৃষ্ঠা ....) ছবি দেখিয়ে ভূমিকম্প সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

আগুন লাগা ও সাপে কাটা:

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং আগুন লাগা ও সাপে কাটা/সাপের মুখোমুখি হওয়া- এসব বিয়য়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন। এসব পরিস্থিতিতে পড়লে শিশুদের কি করা উচিৎ সে সর্ম্পকে আলোচনা করবেন। যেমন-
  - আগুন খুব বিপজ্জনক। সুতরাং কোথাও আগুন লাগলে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে। বড়ো কাউকে ছাড়া আমরা কখনোই চুলার কাছে যাবো না। তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।
  - সব ধরনের সাপ থেকে দূরে থাকতে হবে। সাপ সাধারণত অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে ও গর্তে অবস্থান করে। অন্ধকার স্থানে কোনোভাবেই একা যাওয়া যাবে না। গর্তে কোনো অবস্থাতেই হাত দেওয়া যাবে না। রাতের বেলা একা একা কোথাও যাওয়া যাবে না। তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।
- সবশেষে শিক্ষক বিপদের ভয় না পেয়ে নিরাপদের থাকার বিষয়ে বলবেন।

সমাপনী পর্ব ছড়ায় ছড়ায় শেষ করি

শিক্ষক নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাপনী পর্বের কাজটি সম্পন্ন করবেন-

- প্রতিদিন 'ইচ্ছেমতো খেলা' শেষে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। এরপর সারাদিন কেমন কাটলো তা অল্পকথায় শিশুদের বলবেন এবং আগ্রহী কয়েকজন শিশুর কাছ থেকেও শুনবেন। তবে পর্যায়ক্রমে সব শিশু যেন বলার সুযোগ পায় তা খেয়াল রাখবেন। আগামীকাল (ছুটি না থাকলে) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কুলে আসার কথাও শিশুদের মনে করিয়ে দিবেন।
- এরপর শিশুরা পূর্বের শেখা যেকোনো ছড়া সবাই মিলে মজা করে বলবে এবং বিদায় নিবে।

অভিভাবক সভা

ক. অভিভাবক সভা ও এর উদ্দেশ্য

শিশুর প্রথম শিক্ষক হলেন শিশুর মাতা-পিতা। জন্মের পর মাতা-পিতাই তাকে খাবার খেতে শেখান, হাঁটতে শেখান, কথা বলতে শেখান। তারপর ধীরে ধীরে শিশু তার চারপাশের পরিবেশ ও মানুষগুলোর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে ক্রমাগত আরও নতুন নতুন বিষয় শিখতে থাকে। এরপর সে যখন প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) বিদ্যালয়ে আসে তখন দুই ঘণ্টা বিদ্যালয়ে থাকে। দিনের বাকি সময় সে পরিবারের সঙ্গে থাকে। সুতরাং শিশুর বিকাশ ও শিখনে শিক্ষকের পাশাপাশি মাতা-পিতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাতা-পিতাকে শিশুর বিকাশ সম্পর্কে সচেতন ও এ প্রক্রিয়ায় তাদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষক প্রতিমাসে একবার অভিভাবক সভার আয়োজন করবেন।

খ. অভিভাবক সভা পরিচালনার কৌশল

অভিভাবক সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব সুনির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নমনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষক তার বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সভার সময় ও পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করবেন। সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণে শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুবিধাজনক সময়ে তা ঠিক করবেন।

শিক্ষক মাসে একবার ক্লাস শেষ হওয়ার পরে প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে এক ঘণ্টাব্যাপী সভার আয়োজন করবেন। আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করবেন।

- সভার শুরুতে কুশলাদি বিনিময় করে শিক্ষক শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী কী শিখছে, তাদের অনুভূতি, ভালোলাগা ও মন্দলাগা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলবেন। প্রতি মাসেই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের চলমান কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করবেন। এসময় শিক্ষক শিশুদের তৈরি চারুকলা/কারুকলার কাজ যেমন- পাতায় রং লাগিয়ে ছবি আঁকি, কাগজ ভাঁজ করতে শিখি, মাটির পুতুল বানাই ইত্যাদি এবং 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতার কাজ দেখাতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) বিদ্যালয় শুরুর দিকে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শিখন-শেখানো উপকরণ ও বিভিন্ন ধরনের খেলনা প্রদর্শন করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষক পূর্ব নির্ধারিত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- সঠিক সময়ে স্কুলে উপস্থিতি, স্কুলের পাশাপাশি বাড়িতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা ইত্যাদি।
- শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক তথ্য প্রদান (বাড়িতে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি, শিশুদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ) ও আলোচনা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক সভার আলোচনার বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ রেজিস্টারে লিখবেন।

গ. শিশুর শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলোচনা

৪+ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর বিভিন্ন ধরনের কাজ ও খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে ধাপে ধাপে পরিচিত হয়ে পরের স্তরে (৫+ প্রাক-প্রাথমিক) সহজ ও সাবলীলভাবে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করা। তাই ৪+ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে কোন আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন না করে বিভিন্ন কাজ ও খেলায় শিশু কিভাবে অংশগ্রহণ করেছে তা ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিখন অগ্রগতি যাচাই করা। এবং কোন বিষয়ে শিশুর অসুবিধা থাকলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ. অভিভাবক সভায় আলোচনার বিষয়

সাধারণভাবে অভিভাবক সভায় আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সঙ্গে কী কী কাজ করেন (যেমন- ছবি আঁকা, গান, গল্প, ছড়া, খেলা, পরিষ্কার-পরিছন্নতা ইত্যাদি) কেন এগুলো করেন বা এগুলোর উদ্দেশ্য কী এসব কাজে মাতা-পিতা কীভাবে সহায়তা করতে পারেন (যেমন- স্কুলে শেখা বিষয়গুলো বাড়িতে শিশুর সঙ্গে আলোচনা করা, খেলনা তৈরি করে দেওয়া) শিশুর বিকাশে তাদের ভূমিকা কী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবেন।

নিচে সভায় আলোচনার জন্য কতগুলো সম্ভাব্য বিষয় এবং সে বিষয়ে কী আলোচনা করবেন সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হলো। শিক্ষক এ বিষয়গুলো থেকে তার প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন। শিক্ষক অভিভাবক সভা শুরুর আগেই বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। মনে রাখা প্রয়োজন আলোচনার বিষয়গুলো ক্রম অনুসারে নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষক যেকোনো বিষয় নিয়ে যেকোনো সময় আলোচনা করতে পারেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শুধু শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য। এর বাহিরের যেকোনো প্রয়োজনীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে।

১। শিশুর বিকাশ ও যত্ন

সাধারণত আমরা সবাই শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ বলতে তার শারীরিক বৃদ্ধিকেই বুঝি। শিশুর ওজন, উচ্চতা, স্বাস্থ্য ঠিক আছে কি না অসুখ-বিসুখ হলো কি না সেদিকে গুরুত্ব দেই। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির এসব দিক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর পাশাপাশি তার মানসিক, সামাজিক, আবেগিক, নৈতিক বিকাশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য তার খাবার দাবার ও যত্নের পাশাপাশি তাকে আদর ভালোবাসা দেওয়া চিন্তা ও অনুসন্ধান করার সুযোগ করে দেওয়া, অন্য শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলা করা, নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস গড়ে তোলা, সৃজনশীল কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। এভাবে শিশুর শরীর, মন, বুদ্ধিমত্তা, কথা বলা ও অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ, ভালো ব্যবহার, আদব-কায়দা, নৈতিকতা ইত্যাদি সব দিকে তার বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুদের বাড়িতে খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। শিশুর সামনে বাড়ির বড়োদের ভালো কাজ ও জীবন-যাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যেমন- অন্যের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া, শ্রদ্ধা করা, সময়মতো কাজ করা, পরিষ্কার-পরিছন্ন থাকা, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, অসুবিধাগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। বাড়ির বড়োরা এগুলো চর্চা না করলে শিশুরাও এগুলো শিখবে না। কেননা শিশুরা প্রতিনিয়ত দেখে, শুনে ও অনুকরণ করে শেখে। সুতরাং শিশুর সার্বিক বিকাশে মাতা-পিতার একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এজন্য মাতা-পিতা শিশুর সাথে নিয়মিত যে কাজগুলো করতে পারেন সেগুলো হলো-

- শিশুকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া।
- শিশুকে আদর-যত্ন ও ভালোবাসা দেওয়া।
- শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, ধৈর্য্য ধরে তার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- বিদ্যালয়ের কাজ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা ও তার বন্ধুদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া।
- শিশুর নিয়মিত ও সময়মতো স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- শিশুকে বাড়িতে বই পড়ে শোনানো/গল্প শোনানো।

- শিশুর সঙ্গে খেলা।
- শিশুর সঙ্গে খোলামেলা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা।
- শিশুর জন্য বই, খেলনা ইত্যাদি যোগান দেয়া এবং বাড়িতে তার জন্য একটি আলাদা খেলার জায়গা রাখা।
- বাড়ির অন্য সদস্যদের মতো শিশুটিকেও গুরুত্ব দেওয়া এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত শোনা ইত্যাদি।

২। শিশুর বিকাশে বাবার ভূমিকা

আমাদের সমাজে শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে তার লালন-পালন ও যত্নে সাধারণত মায়েদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এমনকি তার লেখাপড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বিকাশেও মা মূল দায়িত্ব পালন করে। বাবারা শিশুর বেড়ে ওঠা ও বিকাশে খুব কমই সম্পৃক্ত হন। কেননা সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, বাবার দায়িত্ব আয়-উপার্জন করা, বাজার সদাই করা ও বাড়ির বাহিরের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা। শিশুর বিকাশে বাবার ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যেসব ক্ষেত্রে মায়ের পাশাপাশি বাবাও শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, সেসব ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ অনেক বেশি ত্বরান্বিত হয়। শিশুর আদর্শ তার মা-বাবা দু'জনই। শিশু দু'জনের কাছ থেকেই সমান যত্ন ও মনোযোগ প্রত্যাশা করে। তাই যতটা সম্ভব বাবাকেও শিশুর লালন-পালন ও বিকাশের কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে। এতে করে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে এবং শিশুর পরবর্তী জীবনে একজন ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

৩। বিদ্যালয়ের কাজে অভিভাবকের করণীয়

শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য মাতা-পিতা বাড়িতে যেমন নানা ধরনের কাজ করবেন তেমনি বিদ্যালয়েও এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যেসব কাজে তারা বিদ্যালয় ও শিক্ষককে সহায়তা করতে পারেন সেগুলো হলো-

- নিয়মিত অভিভাবক সভায় উপস্থিত থাকা।
- শ্রেণির কাজে শিক্ষককে সহায়তা করা।
- স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন খেলনা, বই ও অন্যান্য উপকরণ সম্ভব হলে শ্রেণিকক্ষে সরবরাহ করা বা স্থানীয় উপকরণ ব্যাবহার করে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে দেওয়া।
- শিক্ষকদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ রাখা।
- বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে সহায়তা প্রদান।
- স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

৪। শিশুর বিকাশে খেলার গুরুত্ব

প্রতিটি শিশুই সহজাতভাবে খেলাধুলা করতে চায়। তারা একা একা বা দলে অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলে নানা ধরনের খেলা খেলতে ভালোবাসে। শিশু যখন খেলে সে শারীরিক সামর্থ্য অর্জন করে, নিয়ম কানুন অনুসরণ করতে শেখে, গুনতে ও পরিমাপ করতে শেখে, যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখে, সবার সঙ্গে মিলে চলতে শেখে, অন্যের মতামতের মূল্য দিতে শেখে, খেলায় হেরে গেলে মেনে নিতে ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, জিতলে নিজের সাফল্য ও অর্জনকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, শেয়ারিং করতে শেখে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখে, খেলায় নেতৃত্ব দেওয়া ও অন্যের নেতৃত্ব মেনে নিতে শেখে। তাই শিশুদের খেলার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, খেলা শিশুর অধিকার। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা অন্যায়।

৫। ছেলে-মেয়ে সবাই সমান

শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য ছেলে-মেয়ে উভয়েরই সমান সহায়তা প্রয়োজন। ছেলে-মেয়ে উভয়ই শিশু এবং সকল শিশুরই সব কিছুতে সমান অধিকার রয়েছে। সুতরাং বাবা-মা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা। তাদের খাবার-দাবার, লেখাপড়া, খেলাধুলা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমানভাবে সুযোগ প্রদান করা এবং কোনো ক্ষেত্রেই কোনো বৈষম্য না করা। একজন সুসন্তান সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সে বাবা-মা, পরিবার, সমাজ ও জাতির সম্পদ। সুতরাং ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ দিয়ে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে মা-বাবাকেই প্রধান দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৬। সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দেওয়া

শিশুরা একই রকম কাজ বারবার না করে নতুন নতুন কাজ করতে চায়, নতুন নতুন জিনিস দিয়ে নতুন নতুন খেলা খেলতে চায়, নতুন নতুন জিনিস বানাতে চায়। তাদের এ ধরনের কাজে বাধা না দিয়ে আরও উৎসাহ দেওয়া উচিত। এতে তারা আরও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। যেমন- সে তার নিজের মতো করে কল্পনা মিশিয়ে ফুল, পাখি, ঘর ইত্যাদি আঁকতে পারে, আকাশের রং নীল না দিয়ে সবুজ দিতে পারে। তখন এটা হয়নি না বলে বরং কেন সে এভাবে আঁকলো বা এ রকম রং দিল তা নিয়ে আলোচনা করা উচিত এবং তার যুক্তিকে শ্রদ্ধা করা উচিত। একজন মানুষ যত সৃজনশীল সে তত সফল আত্মবিশ্বাসী এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাই শিশুকে তার সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা করতে, তার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে তাকে নানা ধরনের সৃজনশীলে কাজে উৎসাহ দিতে হবে। ছোটোবেলা থেকেই সৃজনশীলতার চর্চা না করলে এই গুণ বিকশিত হয় না। এটি প্রতিনিয়ত চর্চা করতে হয়। তাই শুধু বই নির্ভর পাঠে শিশুদের আবদ্ধ না রেখে মাতা-পিতার উচিত শিশুদের ছবি আঁকা, গল্প বলা, গান গাওয়া, নাচ করা, ছড়া আবৃত্তি করা, অভিনয় করা, মাটি, পাতা, কাঠি, বিচি দিয়ে নানান জিনিস তৈরি করা ইত্যাদি কাজে উৎসাহিত করা।

৭। শিশুকে সুরক্ষিত রাখা

আমাদের সমাজে বড়োরা শিশুদের শাসন করেন, যেমন- কথা না শুনলে বকা দেন, অনেক সময় মারধরও করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নানা সময়ে শিশুদের অবাধ্য হলে শাস্তি দেন। এই চর্চাগুলো আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এবং আমরা এটাকে মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমরা কখনো ভেবে দেখি না- যে কারণে আমরা শিশুদের শাস্তি দেই শাস্তি দেওয়ার পর সে কারণটির প্রতিকার হয় কি না। অর্থাৎ শিশু অবাধ্য হলে শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু শাস্তি দেওয়ার পর কি শিশু বাধ্য হয়? তা কিন্তু হয় না। সে ধীরে ধীরে আরও অবাধ্য ও বেয়াড়া হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় তার সামাজিক ও আবেগিক বিকাশও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে পাঠে ও অন্যান্য কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, হীনমন্যতায় ভোগে, অনেক শিশু ভীত-সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেক সময় শিশু আরো অবাধ্য, আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী হয়ে ওঠে। সুতরাং শিশুর ভালো করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই আমরা তার ক্ষতি করে ফেলি। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রতিটি শিশুর নিজস্ব ভালোলাগা, মন্দলাগা, আগ্রহ, ইচ্ছা, মতামত থাকতে পারে। আমাদের অবশ্যই শিশুর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মূল্য দিতে হবে। যদি মনে হয় কোনো শিশু কথা শুনছে না বা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করছে তবে তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন এটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং কীভাবে ধীরে ধীরে শিশু তার অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিবর্তন করতে পারে সে অনুযায়ী তাকে সহায়তা করতে হবে। অবশ্যই মাতা-পিতাকে শিশুর বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হতে হবে। শাস্তি এক্ষেত্রে কোনো সমাধান নয়।

৮। শিশুরা পরিবেশ থেকে শেখে

শিশু সহজাতভাবে কৌতূহলী। সে তার চারপাশের পরিবেশকে জানার অপার আগ্রহ প্রকাশ করে, অসংখ্য প্রশ্ন করে এবং তার চারপাশের পরিবেশ ও জগত সম্পর্কে জানতে চায়। বড়োদের উচিৎ শিশুর এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা, বিরক্ত না হওয়া এবং চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে শিশুকে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ করে দেওয়া। শিশুকে অবশ্যই তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করতে হবে। তাকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে। শিশুদের হাতে কলমে শেখার সুযোগ করে দিতে হবে। এজন্য শিশুদের নিজে নিজে বিভিন্ন কাজ করতে উৎসাহ দেবার পাশাপাশি কাজ শেখার সুযোগ করে দিতে হবে। শিশুরা শুধু যে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শেখে তা নয়, সে সামাজিক পরিবেশ থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিখন অর্জন করে। তার চারপাশের পরিবেশে বড়োরা কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করে, কাজেই বড়োদের উচিৎ নেতিবাচক কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং শিশুর সামনে নেতিবাচক কিছু না করা। যেমন- যেখানে সেখানে ময়লা- আবর্জনা না ফেলা, কাউকে গালমন্দ করা, ঝগড়া বিবাদ করা ইত্যাদি।

৯। শিশুর ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধি অভ্যাস গড়ে তোলা

খুব ছোটোবেলা থেকেই শিশুর মাঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যেমন- নিজে নিজে খাওয়ার অভ্যাস করা, খাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নিজে নিজে টয়লেট ব্যাবহার করা, টয়লেট ব্যবহারের সময় স্যান্ডেল পরা, টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নিয়মিত গোসল করা, খেলার পরে হাত-মুখ-পা ধোয়া, নিয়মিত দাঁত মাজা, নখ কাটা, চুল আঁচড়ানো, নিজের জিনিস নিজে গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি। এসব অভ্যাস শিশুরা ছোটো বয়স থেকে চর্চা করবে এবং নিজে নিজে যত করতে শিখবে তত তাদের অভ্যাস ভালোভাবে তৈরি হবে।

১০। শিশুর নিরাপত্তা

নিরাপত্তা ও যত্ন পাওয়া শিশুর অধিকার। বাড়িতে মাতা-পিতাকে শিশুর যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য বিপজ্জনক বস্তু যেমন- বটি, ভাঙা কাঁচের টুকরা, দিয়াশলাই, বৈদ্যুতিক সুইচ ইত্যাদি শিশুর কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। এছাড়াও শিশুরা যাতে চুলার আগুনের কাছে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় শিশুরা নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই শুধু এগুলোর কাছে যাওয়া বা ধরতে নিষেধ না করে এসব জিনিস যে বিপজ্জনক তা শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবক শিশুদের স্কুলে পৌঁছে দেন ও নিয়ে আসেন তবুও রাস্তা পারাপারের নিয়মাবলি শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেওয়া ভালো যাতে সে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে শিশুরা যাতে কোনো কিছু না নেয় সে ব্যাপারেও তাদের সাবধান করে দিতে হবে এবং এতে কী বিপদ হতে পারে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। এমনকি পরিবার বা নিকট কোনো আত্মীয়ের কাছে শিশু যদি না যেতে চায় তাহলে তাকে জোর করা যাবে না, বরং তার ওপর বিশ্বাস করে তার কথা শুনতে হবে। অভিভাবকেরা শিশুকে তার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাসমূহ নিয়ে সচেতন করবেন, তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করবেন। এছাড়াও অভিভাবক শিশুদের ভালো স্পর্শ এবং খারাপ স্পর্শ সর্ম্পকে সচেতন করবেন। শিশুরা যেন তাদের ভালোলাগা, খারাপ লাগার যেকোনো বিষয় বাবা-মার সঙ্গে আলোচনা করে অভিভাবকরা সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন।

শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো- উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো। এই লক্ষ্য এবং সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) আওতাধীন প্রাক-প্রাথমিক ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য ৯টি শিখনক্ষেত্র এবং ২৩টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং ততসংশ্লিষ্ট শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এইসব শিখনফল অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজ, শিখন শেখানো কৌশল এবং শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহারের দিক নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে। আশা করা যায় যে, শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিকল্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারলে শিশুরা কাঙ্খিত শিখনফল ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে কোন কাজের অবস্থানের পরিস্থিতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতি যাচাই করা একটি কার্যকর পন্থা। তদানুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে যাচাই করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্য

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পর্যায়ে শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ধারাবহিকভাবে শিশুর অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা নিরুপণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে তা চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। এই প্রসংগে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে শিশু কি কৃতকার্য (পাশ) বা অকৃতকার্য (ফেল) হলো তা নিরুপন করা নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিশুকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করা। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে সামগ্রীকভাবে পাঠ পরিকল্পনা, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল আরও কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের ক্ষেত্র

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত ৯টি শিখন ক্ষেত্রের আলোকে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হবে। ৯টি শিখন ক্ষেত্র হলো:-

১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা
২. সামাজিক ও আবেগিক
৩. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
৪. ভাষা ও যোগাযোগ
৫. গণিত ও যুক্তি
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

৪+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হবে না। এক্ষেত্রে শিশুরা শ্রেণিকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে প্রতিদিন যেসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে (যেমন- ব্যায়াম, খেলা, গান, ছড়া, চারু-কারুর কাজ ইত্যাদি) শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পৃষ্ঠা নং .... দেয়া শিখন অগ্রগতি পরিমাপক ছকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। এবং কোনো শিশরু শিখন অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে অর্জিত না হলে তা নিরুপন করে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেহেতু প্রত্যেক শিশুই সব অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করবে এমন প্রত্যাশা করা হয়েছে সেহেতু প্রত্যেক শিশুরই শিখন অগ্রগতি এককভাবে (Individual) যাচাই করে প্রত্যেকের তথ্য আলাদা আলাদাভাবে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের কৌশল

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) স্তরে একজন শিক্ষকই প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং প্রতিটি শিশু সম্পর্কেই যথাযথ ধারণা পোষণ করেন। শিশুর অবস্থা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই শিক্ষক তার প্রতিদিনের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।

শিখন অগ্রগতি পরিমাপের সূচক

৯টি শিখন ক্ষেত্রের আলোকে শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য ১২টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর প্রতিদিনের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতি মাসের শেষে শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছকটি (পৃষ্ঠা নং ......) পূরণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে সারা বছর ধরে প্রত্যেক শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।

শিখন অগ্রগতি পরিমাপক ছক পূরণের নিয়ম

প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দ্ধিষ্ট ছকে নাম ও রোল নং লিখে ১২টি সূচকের বিপরীতে শিশুর শিখন অগ্রগতি প্রতি মাসের শেষে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি সূচকের অগ্রগতি 'ক' অথবা 'খ' স্কেলের যেটি প্রযোজ্য সেটি লিখতে হবে। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন। 'ক' অথবা 'খ' লিখার জন্য ----- পৃষ্ঠায় বর্ণিত সূচক পরিমাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। একইভাবে প্রতি চার মাস পর পর অর্থাৎ বছরে তিনবার (এপ্রিল মাসে প্রথমবার, আগস্ট মাসে দ্বিতীয়বার, এবং ডিসেম্বর মাসে শেষবার) ----- পৃষ্ঠায় দেয়া শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিখন অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার

প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষক সহায়িকায় (পৃষ্ঠা নং .....) প্রদত্ত শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ছক তৈরি করে/ফটোকপি করে রেজিস্টার খাতা বানাতে হবে। এই রেজিস্টার খাতায় প্রতিটি শিশুর প্রতি মাসের ও প্রতি প্রান্তিকের অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। বছর শেষে শিশুর শিখন অগ্রগতি এবং রেকর্ডকৃত মন্তব্যের আলোকে ৪+ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রে একটি সবল ও একটি উন্নয়নযোগ্য দিক (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্পর্কে মাতা-পিতা ও পরবর্তী শ্রেণির শিক্ষককে বুঝতে ও সে অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করতে সাহায্য করবে।

শিখন অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ ও অভিভাবকদের অবহিতকরণ

প্রতিটি শিশুর অগ্রগতি নিয়ে শিক্ষক মাসিক অভিভাবক সভায় আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে খুব বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে শুধু মূল তথ্যগুলো পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন। উদাহরণস্বরূপ কোনো কাজে কোনো শিশু পারদর্শী হলে তার প্রশংসা করবেন (যেমন- কেউ হয়ত খুব ভালো ছবি আঁকে বা সুন্দর করে ছড়া বলে) এবং অভিভাবককে বাড়িতে শিশুকে ঐ কাজে আরো উৎসাহ দিতে বলবেন। আবার কোনো শিশুর যদি আচরণিক বা অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকে (যেমন- অন্যদের সাথে মারামারি করে বা সময়মতো বিদ্যালয়ে আসে না ইত্যাদি) সেটিও পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে তা আলোচনা করবেন। তবে কোনো শিশুর সমস্যা সবার সামনে আলোচনা না করে নির্দিষ্ট শিশুর পিতা-মাতাকে আলাদা করে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আন্তরিকভাবে সমস্যাটি উপস্থাপন করে তার সমাধান করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে পিতা-মাতা সচেতন থাকবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করতে পারবেন।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ছক

শিশুর নাম... রোল...

(নিচের প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে ‘ক’ অথবা ‘খ’ লিখুন। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন)

	অগ্রগতি পরিমাপক সূচক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	১ম প্রান্তিক	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	২য় প্রান্তিক	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	৩য় প্রান্তিক
১	নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি															
২	শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ															
৩	দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে															
৪	বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।															
৫	পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে															
৬	বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে															
৭	তুলনা, অবস্থান,আকার-আকৃতি ও পরিমাপের ধারণা অর্জন করা এবং ব্যবহার করা															
৮	দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে															
৯	দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম বলতে পারে															
১০	বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের জিনিসপত্র যত্নের সাথে ব্যবহার করতে পারে															
১১	পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ করতে পারে															
১২	সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে															

বি. দ্রঃ পরের পৃষ্ঠায় ছকে দেওয়া সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে ‘ক’ বা ‘খ’ লিখতে হবে।

সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
১. নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর বেশি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর কম
২. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ	• শিশু আগ্রহের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ (হাত, পা, মাথা, কোমড়, হাত ও পায়ের আঙুল ইত্যাদি) সাবলীলভাবে ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৩. দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে	• স্বাস্থ্যবিধি (হাত-মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, নিরাপদ পানি খাওয়া, খাবার ঢেকে রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি) সম্পর্কিত কাজগুলো বাড়ি থেকে করে আসে বা বন্ধুদের সাথে থাকাকালীন বা শ্রেণির বিভিন্ন কাজের সময় যথাযথ ভাবে অনুশীলন করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৪. বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।	• বিপদের উৎস (আগুন, বৈদ্যুতিক তার ও সুইচ, ঔষধ, কীটনাশক, কাঁচ, খোলা জলাশয়, গাছে ওঠা ইত্যাদি) শনাক্ত করে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের সময় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৫. পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে	• সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সামাজিক রীতি-নীতি (সহপাঠী, শিক্ষক ও অন্যান্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়, বড়োদের কথা শোনা, মিলেমিশে খেলতে পারা, সহযোগিতা করা, খাবার ভাগ করে খাওয়া ইত্যাদি) মেনে চলে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৬. বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে	• আনন্দের সাথে ছড়া বলতে পারে, গান গাইতে পারে; গল্প শুনে ও ছবির গল্প দেখে নিজের মতো করে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বলতে পারে; ইচ্ছেমতো আঁকতে ও রঙ করতে পারে; বর্ণ শনাক্ত করে, বলতে ও লিখতে পারে, সহজ বাক্য ও শব্দ শুনে বলতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৭. তুলনা, আকার-আকৃতি, পরিমাপ, সংখ্যা ও গণনার ধারণা অর্জন ও ব্যবহার করে	• কাছে-দূরে, ভেতরে-বাহিরে, মোটা-চিকন, হালকা-ভারি, গোল, তিনকোনা, চারকোনা ইত্যাদি শনাক্ত করতে পারে এবং ১-২০ গণনা করতে পারে। বাস্তব উপকরণ এবং ছবি ব্যবহার করে এক অংকের যোগ বিয়োগ করতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৮. দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে	• শ্রেণিকক্ষের বাইরে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, বাড়ির চারপাশের বিভিন্ন ঘটনা (যেমন- দিন-রাত্রি, মেঘ থেকে বৃষ্টি, রৌদ্র-ছায়া, বাতাসে পাতা নড়ে, বীজ থেকে চারা হয়) পর্যবেক্ষণ করে সাড়া প্রদান (ঝড়-বৃষ্টির সময় ছাতা ব্যবহার, রৌদ্র থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ছায়ায় দাঁড়ানো/ ছাতা ব্যবহার, গরম জিনিসে হাত না দেওয়া) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
৯. দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পারে	• দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি পণ্যের নাম ও এদের ব্যবহার জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার (বৈদ্যুতিক সুইচ, ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক পাখা, সকেট, টেলিভিশন ও মোবাইল) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১০. নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারে	• নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন- গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি) প্রতি যত্নশীল আচরণ (যেমন-গাছের পাতা ও ফুল ছিঁড়বে না, পশুপাখিকে আঘাত করবে না, পানির অপচয় করবে না ইত্যাদি) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১১. পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দিতে পারে	• পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের আবেগ (রাগ-দুঃখ, কষ্ট, হাসি-আনন্দ) প্রকাশ করে, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১২. সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে	• পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান যেমন-কাগজ, কাপড়, শোলা, কাদামাটি, কাঠি, পাতা, শস্যদানা ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা (পুতুল, ফল, বল, মার্বেল, বাঁশি ইত্যাদি) তৈরি করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শিক্ষকের প্রতি নির্দেশনা:

১. শিক্ষক প্রতি মাসে প্রতি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেমন- দাঁত মাজা, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা, বাড়িতে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে গুছিয়ে রাখা, টয়লেটের পরে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া, বড়োদের সম্মান করা ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে) ছকের নির্ধারিত ঘরে অগ্রগতি পরিমাপক 'ক' বা 'খ' লিখবেন।

২. সূচকের পরিমাপের জন্য প্রতি প্রান্তিকের মধ্যে যে অগ্রগতি সূচকের পরিমাপকটি বেশি বার আসবে তার দ্বারা প্রান্তিকের ফলাফল হিসেবে প্রকাশ করতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- ক পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক)। আবার যদি শিশু অগ্রগতি সূচকের সমান সংখ্যক পরিমাপক পেয়ে থাকে তবে সর্বোচ্চ পরিমাপকটি দিতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- খ পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক) বছরের শেষে তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক ক এবং এক প্রান্তিক খ হলে চূড়ান্ত পরিমাপক হবে ক আবার তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক খ এবং এক প্রান্তিক ক হলে চূড়ান্ত পরিমাপক হবে খ।

৩. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির 'ক (ভালো) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।

৪. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির 'খ' (উন্নতির প্রয়োজন) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে অগ্রগতির 'ক' পরিমাপক অর্জনে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে সহায়তা গ্রহণ করবেন।

৫. শিশুর অগ্রগতি নিরুপনে মূল বিবেচ্য বিষয় হবে ঐ কাজে শিশুর আনন্দময় অংশগ্রহণ।

৬. শিশুদের অংশগ্রহণের উপর প্রতি ক্যালেন্ডার মাস বা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ.. ... এইভাবে মাসিক সূচকের পরিমাপ করতে হবে। প্রতি দিন কাজ না থাকলেও যেদিন যে কাজটি থাকবে তা বিবেচনা করে সূচকের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্র

শিশুর নাম...

অভিভাবকের নাম..

রোল... শিক্ষাবর্ষ...

.... বিদ্যালয়ে এক বছর

মেয়াদি ৪+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। সে এখন ৫+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তির জন্য প্রস্তুত।

মন্তব্য:

....

....

....

....

শ্রেণি শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখ

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) এর বার্ষিক পরিকল্পনা

বার্ষিক পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	সমাপনী
১ম	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • নিজের পরিচিতি • বিদ্যালয় পরিচিতি • সহপাঠীদের সাথে পরিচিতি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে পরিচিতি • শিখন সামগ্রীর পরিচিতি • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ২	**শোন ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • তাই তাই তাই • বাক বাকুম পায়রা **গান** • আয় আয় চাঁদ মামা **গল্প** • বলোতো আমি কে? **প্রাক-পঠন** • ছবি পড়া **প্রাক-লিখন** • ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি করি	**চারুকলা** • ছবি আঁকার উপকরণ চিনি • ডট মিলিয়ে ছবি আঁকি ও রং করি **কারুকলা** • কাগজ ভাঁজ করতে শিখি • কাগজ দিয়ে খেলনা বানাই **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • নিজেকে পরিপাটি রাখি	**গণিত ও যুক্তি** • ছোটো-বড়ো • লম্বা-খাটো **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করি ও কারণ জানি	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • প্রিয় জিনিসের কথা বলি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - নামের খেলা (নিজের নাম) - শুনি ও উড়ি - বাজনার সাথে হাত বদল • বাহিরের খেলা - আতাপাতা কিসের পাতা - ইচ্ছেমতো আঁকা	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • আমাদের শরীর সম্পর্কে জানি • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম জানি • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ জানি **সুরক্ষা** • বিপজ্জনক বস্তু সম্পর্কে জানি **সামাজিক ও আবেগিক** • শুভেচ্ছা বিনিময় করি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • আগ্রহের সাথে কাজ করি	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
২য়	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ৩ • ব্যায়াম নং ৪	**শোন ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • মায়ের হাসি • চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে **গান** • ঝড় এলো এলো ঝড় **গল্প** • তুলির জন্মদিন • আমরা আপন জন **প্রাক-লিখন** • ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি করি • দাগ মিলিয়ে সোজা লাইন আঁকি • খালি জায়গায় সোজা লাইন আঁকি **প্রাক-পঠন** • সংকেত চেনার খেলা	**চারুকলা** • জাতীয় পাতাকা আঁকি ও রং করি • ইচ্ছেমতো রং করি **কারুকলা** • রঙিন পাখা বানাই • রঙিন পতাকা বানাই **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি	**গণিত ও যুক্তি** • মোটা-চিকন • কম বেশি • ডান-বাম **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • জড় ও জীবকে জানি	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • আমাদের চারপাশের পরিবেশকে চিনি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - যা করি তাই করো - বিড়াল তোমার মাছ নিল কে? - বলতো আমার বন্ধু কে? • বাহিরের খেলা - হাঁস দৌড় - বাজনার সাথে হাঁটা	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • রেলগাড়ি ঝিকঝিক • আমরা দাঁত মাজি ধাপ- ১ ধাপ-২ **সুরক্ষা** • বিপদের উৎস সম্পর্কে জানি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • মিলেমিশে থাকি	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	সমাপনী
৩য়	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ৫ • ব্যায়াম নং ৬	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • খোকন খোকন ডাক পাড়ি • লক্ষ তারা ভাই বোনেরা **গান** • হাট্টিমা টিম্ টিম্ **গল্প** • স্কুলের প্রথম দিন • আমাদের বাড়ি **প্রাক-লিখন** • দাগ মিলিয়ে বাঁকা লাইন আঁকি • খালি জায়গায় বাঁকা লাইন আঁকি **প্রাক-পঠন** • কোনটি কেমন লাগে	**চারুকলা** • রং লাগিয়ে ছাপ দেই • কাগজে রং লাগিয়ে ছাপ দেই **কারুকলা** • দূরবিন বানাই • ফুল ও পাতার মালা বানাই **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • নিজেকে পরিপাটি রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • ভিতর-বাহির • উপর-নিচ • সামনে-পিছনে **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা জানি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - পিছনের বস্তু স্পর্শ করে বলা - আগের মতো সাজাই - জোড়া তৈরির খেলা • বাহিরের খেলা - ছুঁয়ে আসা - কুমিড় কুমিড়	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • আমরা হাত-মুখ ধুই ধাপ- ১ ধাপ-২ • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম জানি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** • নিরাপদে থাকি **সামাজিক ও আবেগিক** • আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • ভালো কাজ করি	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
৪র্থ	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ২ • ব্যায়াম নং ৭	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • নখ কাটি চুল ছাঁটি • Jump Jump **গান** • তাতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা **গল্প** • গুছিয়ে রাখি • মাকে খুঁজি **প্রাক-লিখন** • ডট মিলিয়ে প্যাটার্ন/আকার-আকৃতি আঁকি • খালি জায়গায় চারকোণা/চতুর্ভুজ আঁকি **প্রাক-পঠন** • স্বাদ ও গন্ধ চিনে নেই	**চারুকলা** • পাতায় রং লাগিয়ে ছবি আঁকি • নিজেজে আঁকি **কারুকলা** • মাটি দিয়ে খেলনা বানাই • কাগজ ভাঁজ করতে শিখি (পুনরাবৃত্তি) **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • উচু-নিচু • কাছে-দূরে • লম্বা-খাটো (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করি	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • চারপাশের প্রাণী ও উদ্ভিদকে চিনি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - ফুলের নামের খেলা - আমি যা দেখি, তা কি তুমি দেখো? - দলনেতা খুঁজে বের করি • বাহিরের খেলা - লাল বাতি সবুজ বাতি - বাজনার সাথে হাঁটা	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • আমরা হাত-মুখ ধুই ধাপ- ১ ধাপ-২ (পুনরাবৃত্তি) • আমরা চুল আঁচড়াই ধাপ- ১ ধাপ-২ **সুরক্ষা** • পথ চলি নিয়ম মেনে **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানি	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	সমাপনী
৫ম	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ২ • ব্যায়াম নং ৩	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • ঝুপুর ঝুপুর ঝুপুর • আগডুম বাগডুম • বাবুই টিয়া ময়না **গান** • প্রজাপতি প্রজাপতি **গল্প** • ঝড়ের পরে • দিয়ার ভাবনা **প্রাক-লিখন** • ডট মিলিয়ে প্যাটার্ন/আকার-আকৃতি আঁকি • খালি জায়গায় তিনকোণা/ত্রিভুজ আঁকি **প্রাক-পঠন** • ছবি পড়া (পুনরাবৃত্তি)	**চারুকলা** • আমার প্রিয় ছবি আঁকি • ছবি আঁকার উপকরণ চিনি (পুনরাবৃত্তি) **কারুকলা** • কাগজ দিয়ে খেলনা বানাই (পুনরাবৃত্তি) • রঙিন পাখা বানাই (পুনরাবৃত্তি) **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • নিজেকে পরিপাটি রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • বিভিন্ন রকম আকৃতি সাজানো ও শ্রেণিকরণ • বিভিন্ন রাকম আকৃতি • ডান-বাম (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করি ও কারণ জানি (পুনরাবৃত্তি)	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • দিন ও রাত সম্পর্কে জানি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - ছন্দে ছন্দে হাততালি - রুমাল খোঁজা - পাখির নামের খেলা • বাহিরের খেলা - নানাভাবে পার হই - দেখি কে ফেলতে পারে	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • আমরা চুল আঁচড়াই ধাপ ১ ধাপ ২ (পুনরাবৃত্তি) • আমরা দাঁত মাজি ধাপ ১ ধাপ ২ (পুনরাবৃত্তি) • অসুস্থতা সম্পর্কে জানি **সুরক্ষা** • বিপদে আমি ভয় করি না **সামাজিক ও আবেগিক** • মিলেমিশে থাকি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • আগ্রহের সাথে কাজ করি (পুনরাবৃত্তি)	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
৬ষ্ঠ	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ৪ • ব্যায়াম নং ৫	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • আয়রে আয় টিয়ে • Twinkle Twinkle • সিংহ মামা সিংহ মামা **গান** • ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি **গল্প** • লাল পোকার গল্প • নিতুর নীল গাড়ি **প্রাক-লিখন** • ডট মিলিয়ে প্যাটার্ন/আকার-আকৃতি আঁকি • খালি জায়গায় বৃত্ত/গোল আঁকি **প্রাক-পঠন** • সংকেত চেনার খেলা (পুনরাবৃত্তি)	**চারুকলা** • জাতীয় পতাকা আঁকি ও রং করি (পুনরাবৃত্তি) • ইচ্ছেমতো রং করি (পুনরাবৃত্তি) **কারুকলা** • রঙিন পতাকা বানাই (পুনরাবৃত্তি) • দূরবিন বানাই (পুনরাবৃত্তি) **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন • সংখ্যা নিয়ে খেলি (১-৫) • সামনে-পিছনে (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • জড় ও জীবকে জানি (পুনরাবৃত্তি)	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • আবহাওয়া পরিবর্তন ও এর সাথে খাপ খাওয়ানো সম্পর্কে জানি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - ফলের নামের খেলা - বলতো আমি কী করি? - বাজনার সাথে হাত বদল • বাহিরের খেলা - লাইন লম্বা করি - কানামাছি ভোঁ ভোঁ	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকি • নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানি • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ জানি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** • বিপজ্জনক বস্তু সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • মিলেমিশে থাকি (পুনরাবৃত্তি)	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	সমাপনী
৭ম	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ৬ • ব্যায়াম নং ৭	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • জাম জামরুল কদবেল • নখের ভিতরে রোগের বাসা • তাই তাই তাই (পুনরাবৃত্তি) **গান** • আঁকতে পারি প্রজাপতি **গল্প** • ঐশীর ফুল • সাব্বাশ সাবধানী **প্রাক-লিখন** • ডট মিলিয়ে ছবি আঁকি ও রং করি • খালি জায়গা ঘুড়ি আঁকি ও রং করি **প্রাক-পঠন** • কোনটি কেমন লাগে (পুনরাবৃত্তি)	**চারুকলা** • রং লাগিয়ে ছাপ দেই (পুনরাবৃত্তি) • কাগজে রং লাগিয়ে ছাপ দেই (পুনরাবৃত্তি) **কারুকলা** • ফুল ও পাতার মালা বানাই (পুনরাবৃত্তি) • মাটি দিয়ে খেলনা বানাই (পুনরাবৃত্তি **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • নিজেকে পরিপাটি রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • সংখ্যা নিয়ে খেলি (৬-১০) • মজা করে গুনি • কাছে-দূরে (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • বিভিন্ন ঋতুতে দৈনন্দিন জীবন যাপনের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - থেমে যাও - কে বলে মিউ? • বাহিরের খেলা - বাঘ-ছাগল - পাহাড়-নদী	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • নিয়ম মানি, সুস্থ থাকি • হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকি (পুনরাবৃত্তি) • আমরা হাত-মুখ ধুই ধাপ-১ ধাপ-২ (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** • নিজের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি **সামাজিক ও আবেগিক** • সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • ভালো কাজ করি (পুনরাবৃত্তি)	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
৮ম	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ২ • ব্যায়াম নং ৩	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • ঐ দেখা যায় তাল গাছ • চিরুনি আর আয়না • বাক বাকুম পায়রা (পুনরাবৃত্তি) **গান** • চোখ দিয়ে দেখি আমি **গল্প** • বলতো আমি কে? (পুনরাবৃত্তি) • ছোট্ট পাখি **প্রাক-লিখন** • ইচ্ছেমতো আঁকি • রং করি- পেঁপে, ছাতা, কলস **প্রাক-পঠন** • স্বাদ ও গন্ধ চিনে নেই (পুনরাবৃত্তি)	**চারুকলা** • রং লাগিয়ে ছাপ দেই (পুনরাবৃত্তি) • কাগজে রং লাগিয়ে ছাপ দেই (পুনরাবৃত্তি) **কারুকলা** • কাগজ ভাঁজ করতে শিখি (পুনরাবৃত্তি) • কাগজ দিয়ে খেলনা বানাই (পুনরাবৃত্তি) **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • কোন পাত্রে কত পানি? • বিভিন্ন রকম আকৃতি (পুনরাবৃত্তি) • ভিতর-বাহির (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করি (পুনরাবৃত্তি)	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • বাড়ি ও বিদ্যালয়ের জিনিসপত্রের যত্ন নিই **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - স্মৃতির খেলা - খাবারের নামের খেল • বাহিরের খেলা - রশির উপর হাঁটি - ওপেনটি বাইস্কোপ	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • হরেকরকম খাবার খাই • স্বাস্থ্যকর খাবার খাই • নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** • বিপদে আমি ভয় করিনা **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	সমাপনী
৯ম	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ৩ • ব্যায়াম নং ৪	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • রোদের আলো চাঁদের আলো • লাল শাক কচু শাক • মায়ের হাসি (পুনরাবৃত্তি) **গান** • আয় আয় চাঁদ মামা (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** • পুটু ও গুটু • তুলির জন্ম দিন (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-লিখন** • ইচ্ছেমতো আঁকি • নিজেকে আঁকি **প্রাক-পঠন** • ছবি পড়া (পুনরাবৃত্তি)	**চারুকলা** • পাতায় রং লাগিয়ে ছবি আঁকি (পুনরাবৃত্তি) • রং করার উপকরণ চিনি (পুনরাবৃত্তি) **কারুকলা** • রঙিন পাখা বানাই (পুনরাবৃত্তি) • রঙিন পতাকা বানাই (পুনরাবৃত্তি) **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • নিজেকে পরিপাটি রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন (পুনরাবৃত্তি) • সংখ্যা নিয়ে খেলি (১-৫) (পুনরাবৃত্তি) • সংখ্যা নিয়ে খেলি (৬-১০) (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করি ও কারণ জানি (পুনরাবৃত্তি)	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • গাছপালা ও পশুপাখি ভালোবাসি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - বল পাসিং - জিনিস চেনার খেলা • বাহিরের খেলা - আমার ঘরে কেরে? - শুনি ও চলি	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • হরেক রকম খাবার খাই (পুনরাবৃত্তি) • নিয়ম মানি সুস্থ থাকি (পুনরাবৃত্তি) • নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** • জলাশয় থেকে দূরে থাকি ও সাঁতার সম্পর্কে জানি **সামাজিক ও আবেগিক** • শুভেচ্ছা বিনিময় করি (পুনরাবৃত্তি) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • আগ্রহের সাথে কাজ করি (পুনরাবৃত্তি)	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
১০ম	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ৫ • ব্যায়াম নং ৬	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • ময়লা করতে পরিষ্কার • খোকা যাবে মাছ ধরতে • চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে (পুনরাবৃত্তি) **গান** • ঝড় এলো এলো ঝড় (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** • গুছিয়ে রাখি (পুনরাবৃত্তি) • ঝড়ের পরে (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-লিখন** • আমার প্রিয় ছবি আঁকি **প্রাক-পঠন** • সংকেত চেনার খেলা (পুনরাবৃত্তি)	**চারুকলা** • নিজেজে আঁকি (পুনরাবৃত্তি) • আমার প্রিয় ছবি আঁকি (পুনরাবৃত্তি) **কারুকলা** • দূরবিন বানাই (পুনরাবৃত্তি) • ফুল ও পাতার মালা বানাই (পুনরাবৃত্তি) **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • মজা করে গুনি (পুনরাবৃত্তি) • কোন পাত্রে কত পানি (পুনরাবৃত্তি) • কম-বেশি (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • জড় ও জীবকে জানি (পুনরাবৃত্তি)	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • চারপাশের প্রাণী ও উদ্ভিদকে চিনি (পুনরাবৃত্তি) **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - যা বলি তা দেখাও - বলতো কীসের শব্দ - প্রযুক্তির নামের খেলা • বাহিরের খেলা - সবাই মিলে লাফিয়ে চলি - ইচ্ছেমতো আঁকা	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করি • অসুস্থতা সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি) • খাবারের নিয়মকানুন জানি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** • বিপদে আমি ভয় করি না (পুনরাবৃত্তি) **সামাজিক ও আবেগিক** • আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি (পুনরাবৃত্তি) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • মিলেমিশে থাকি (পুনরাবৃত্তি)	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	সমাপনী
১১তম	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ২ • ব্যায়াম নং ৭	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা • শাপলা মেয়ে • Jump Jump (পুনরাবৃত্তি) **গান** • হাট্টিমা টিম্ টিম্ (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** • সাব্বাস সাবধানী (পুনরাবৃত্তি) • নিতুর নীল গাড়ি (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-লিখন** • নিজেকে আঁকি • আমার প্রিয় ছবি আঁকি **প্রাক-পঠন** • কোনটি কেমন লাগে (পুনরাবৃত্তি) • স্বাদ ও গন্ধ চিনে নেই (পুনরাবৃত্তি)	**চারুকলা** • জাতীয় পতাকা আঁকি ও রং করি (পুনরাবৃত্তি) • ইচ্ছেমতো রং করি (পুনরাবৃত্তি) **কারুকলা** • মাটি দিয়ে খেলনা বানাই (পুনরাবৃত্তি) **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • নিজেকে পরিপাটি রাখি (পুনরাবৃত্তি)	**গণিত ও যুক্তি** • ডান-বাম (পুনরাবৃত্তি) • উচু-নিচু (পুনরাবৃত্তি) • মজা করে গুনি (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • বিভিন্ন ঋতুতে দৈনন্দিন জীবন যাপনের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি) **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - মালাগো মালা - যানবাহনের নামের খেলা • বাহিরের খেলা - লাল বাতি সবুজ বাতি (পুনরাবৃত্তি) - ছুঁয়ে আসা (পুনরাবৃত্তি)	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • আমরা দাত মাজি ধাপ-১ ধাপ-২ (পুনরাবৃত্তি) • স্বাস্থ্যকর খাবার খাই (পুনরাবৃত্তি) • খাবারের নিয়ম কানুন জানি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** • নিরাপদে থাকি (পুনরাবৃত্তি) **সামাজিক ও আবেগিক** • সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করি (পুনরাবৃত্তি) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • ভালো কাজ করি (পুনরাবৃত্তি) • পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা।

শ্রেণিকক্ষের মেঝের চিত্র

শিক্ষকের বসার পিছনের দেয়ালের চিত্র

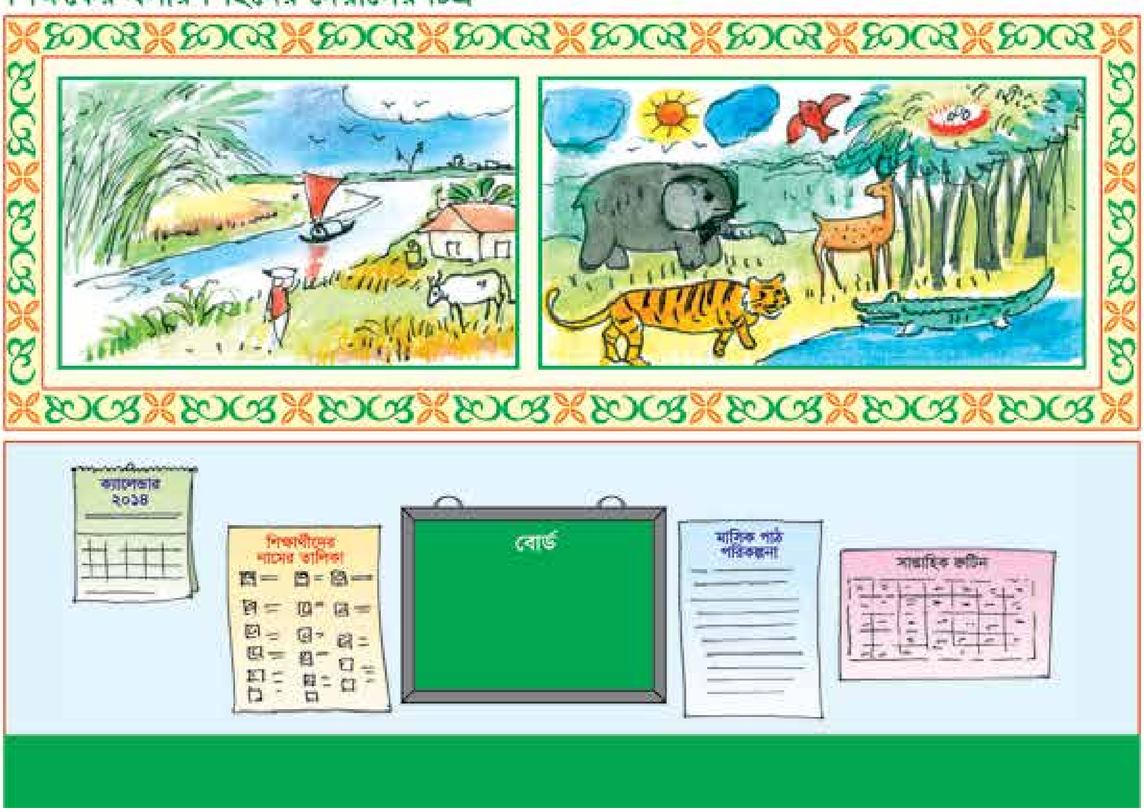

সাধারণ দেয়াল- ১

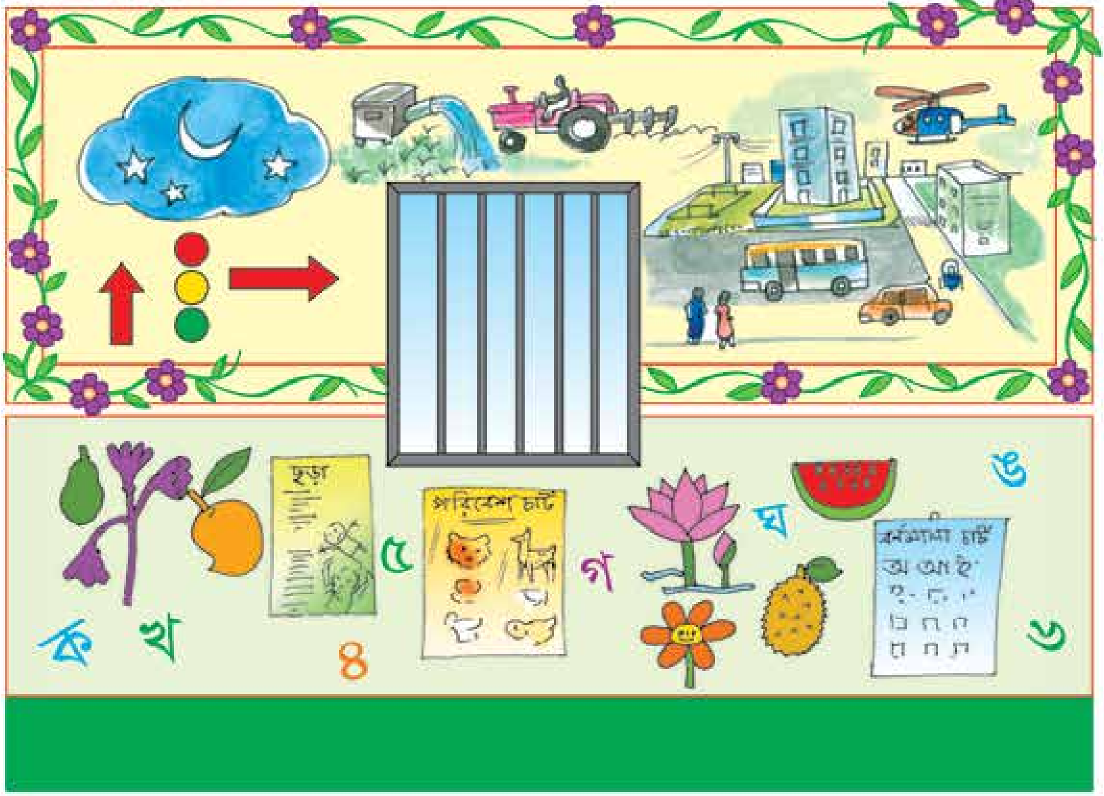

সাধারণ দেয়াল- ২

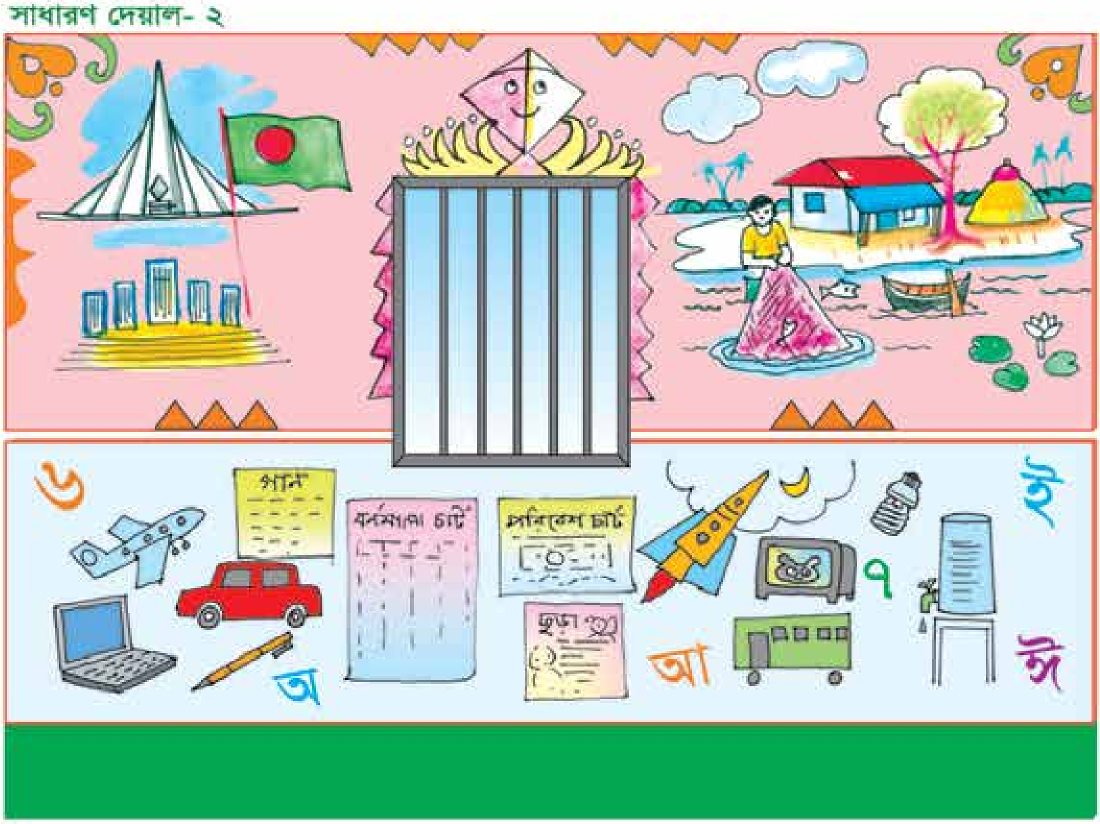

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য

শিক্ষক সহায়িকা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য